মার্চেন্ট অফ ভেনিস

উইলিয়াম শেকসপিয়র

boiRboi.net

মার্চেণ্ট অফ ভেনিস

নাটকের চরিত্র

ভেনিসের ডিউক

মরক্কোর যুবরাজ } পোর্শিয়ার
আরাগণের যুবরাজ } পাণিপ্রার্থী

এ্যাণ্টনিও। ভেনিসের এক ব্যবসায়ী

ব্যাসানিও। এ্যাণ্টনিওর বন্ধু ও পোর্শিয়ার পাণিপ্রার্থী

সোলানিও
স্যালারিও
গ্রাশিয়ানো } এ্যাণ্টনিও ও ব্যাসানিওর বন্ধু

লরেঞ্জো। জেসিকার প্রণয়ী

শাইলক। জনৈক ধনী ইহুদী

তুবাল। শাইলকের এক ইহুদী বন্ধু

ল্যান্সনট গোব্বো। শাইলকের ভৃত্য ও বিদূষক

বৃদ্ধ গোব্বো। ল্যান্সনটের পিতা

লিওনার্দো। ব্যাসানিওর ভৃত্য

বালথাসার
স্তেফানো } পোর্শিয়ার ভৃত্য

পোর্শিয়া। এক ধনী উত্তরাধিকারিণী

নেরিসা। পোর্শিয়ার নিজস্ব পরিচারিকা

জেসিকা। শাইলকের কন্যা

ভেনিসের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ, জেল-অধিকর্তা ও অনুচরবর্গ।

ঘটনাস্থল : ভেনিস ও বেলমঁতস্থিত পোর্শিয়ার বাড়ি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

এ্যাণ্টনিও, স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

এ্যাণ্টনিও। সত্যি কথা বলতে কি, এ দুঃখ এ বিষাদের কারণ আমি নিজেই জানি না। আমি জানি না, কেন এই অকারণ বিষাদ এতটা অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে আমার মনকে। তোমরা বলছ, এতে তোমরাও দুঃখিত। কিন্তু এ দুঃখ কোথা হতে কিভাবে এল আমার কাছে, কিসের থেকে এর উৎপত্তি তা আমায় জানতে হবে। তাতে যত কষ্টই হোক, এ দুঃখের কারণ আমাকে জানতে হবে।

স্যালারিও। আসলে মন তোমার সমুদ্রের ঢেউএর দোলায় দুলছে। যেখানে তোমার বড় বড় পণ্যজাহাজগুলো সমুদ্রের শোভা বাড়িয়ে বন্দরের দিকে পাল তুলে এগিয়ে আসছে, ঠিক যেমন করে তুচ্ছ পথচারীদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনকে অগ্রাহ্য করে পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জলযানে চড়ে এগিয়ে যায়।

সোলানিও। বিশ্বাস করো, আমার যদি এই ধরনের ব্যবসাগত ঝুঁকি থাকত

boiRboi.net

তাহলে আমার মন-প্রাণের বেশীর ভাগ পড়ে থাকত বিদেশে। তাহলে আমি শুধু জানতে চাইতাম বর্তমানে বাতাসের অবস্থা কি, মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু দেখতাম বন্দর আর কতদূরে ; কোন বিপদাশঙ্কার কারণ দেখলেই সংশয়ে কাতর হয়ে উঠতাম আমি আর সেই সংশয়কাতরতা হতে আসত বিষাদ।

স্যালারিও। যে বাতাস আমার গরম মাংস ঠাণ্ডা করে দেয় সেই বাতাস সমুদ্রে কী ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে কী সমূহ ক্ষতি যে করে তা ভাবতে গেলে আমার গায়ে কাঁপ দিয়ে জ্বর আসে আর তখন আমার অন্য কিছু জ্ঞান থাকে না, তখন শুধু জাহাজের নানারকমের বিপদের কথাই ভাবতে থাকি, তখন শুধু মনে হয় এই বুঝি বা আমার পণ্যসমৃদ্ধ এ্যাণ্ড চরায় আটকে গেল, আর তার হাড়পাঁজরাগুলো সব ভেঙ্গে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মনে হয় এইমাত্র গীর্জায় গিয়ে পবিত্র বেদীর দিকে তাকিয়ে সমস্ত বিপদাশঙ্কার কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই, সমুদ্রে কোন গুপ্তশৈলের সামান্যতম আঘাতেও আমার জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ভেসে যাবে সমুদ্রে আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জনশীল অসংখ্য তরঙ্গমালা গ্রাস করে ফেলবে তাকে এবং কিছুই তার পরিশিষ্ট থাকবে না। একথা না ভেবে কি পারি আমি? আমাকে তা বলো না। এ ঘটনা ঘটলে যে আমাকে অশেষ দুঃখের মধ্যে পড়তে হবে সেকথা চিন্তা না করে আমি পারব না। আমি জানি, এ্যাণ্টনিও তার পণ্যদ্রব্যের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

এ্যাণ্টনিও। আমায় বিশ্বাস করো, একথা ঠিক না। এজন্য আমার সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ। আমার ব্যবসা বাণিজ্য বা কাজ কারবার ত শুধু এক জায়গাতেই আবদ্ধ হয়ে নেই। আমার যাবতীয় ভূসম্পত্তির সব আয় আমি শুধু এই বর্তমান বছরের কারবারেই লগ্নী করিনি। সুতরাং আমার পণ্যদ্রব্যের জন্য আমি দুঃখিত নই।

সোলানিও। তাহলে তুমি প্রেমে পড়েছ।

এ্যাণ্টনিও। ধিক! ধিক!

সোলানিও। প্রেমেও পড়নি? তাহলে আমাদের বলতে হয় তুমি দুঃখিত কারণ তুমি আনন্দিত নও এবং অনায়াসেই তুমি খুশিতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াতে পার তুমি সুখী কারণ তুমি দুঃখিত নও। দোমাণা জেনাসের নামে শপথ করে বলছি, বিধাতা এমন অনেক অদ্ভুত মানুষ সৃষ্টি করেন যারা যখন তখন কারণে অকারণে বাঁশির সুরে মেতে ওঠা তোতা পাখির মত আড়চোখে চাইবে আর হাসিতে ফেটে পড়বে, আবার আর এক ধরনের গম্ভীর প্রকৃতির গোমরামুখো মানুষ আছে যারা ট্রয়যুদ্ধে গ্রীক পরামর্শদাতা স্বয়ং নেস্টার হাসিঠাট্টা করলেও কখনো কোন হাসির ছলে দাঁত বার করবে না।

বাসানিও, লরেঞ্জো ও গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

এই তোমার পরম আত্মীয় বাসানিও এসে গেল। লরেঞ্জো ও গ্র্যাশিয়ানো

pathagar.net

তাহলে বিদায় ভাই। তোমরা এবার ভাল করে কথাবার্তা বলো।

স্যালারিও। আমার সুযোগ্য বন্ধুরা যদি আমায় বাধা না দেয় তাহলে তোমাকে খুশি না দেখা পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না।

এ্যান্টনিও। দেখ, আমার মতে তোমার সময়ের দাম অনেক এবং আমি জানি তোমার এখন কাজ আছে। সুতরাং এখান থেকে চলে যাওয়ার এই সুযোগ তুমি বরণ করে নাও।

স্যালারিও। তাহলে বিদায় ভাইসব।

ব্যাসানিও। বিদায়। তাহলে আবার কখন আমাদের দেখা হবে? বল কখন? তুমি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে উঠছ। এটা কি সত্যি?

স্যালারিও। সময় পেলেই আমরা তোমাদের ওখানে যাব।

(স্যালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান)

লরেঞ্জো। ভাই ব্যাসানিও, তুমি এখন এ্যান্টনিওর দেখা পেয়ে গেছ, আমরা দুজন এখন তাহলে আসি। তবে মনে রেখো, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যেন অবশ্যই আমাদের কাছে চলে যাবে।

ব্যাসানিও। আমি কোনমতেই ভুল করব না যেতে।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমাকে দেখে কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না সিগনিয়র এ্যান্টনিও। আমার মনে হয় তুমি জগৎ সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তা করো। দেখ, যারা যত বেশী ভাবে তারাই তত বেশী ফাঁকে পড়ে, সুতরাং ভাবনা চিন্তা কোন সমস্যার সমাধান নয়। আমার কথা বিশ্বাস করো, তুমি আশ্চর্যভাবে বদলে গেছ।

এ্যান্টনিও। জগৎটাকে আমি জগৎরূপেই দেখি গ্র্যাশিয়ানো,—এ জগৎ যেন এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার আপন আপন ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। তবে আমি জানি আমার ভূমিকা হচ্ছে দুঃখের।

গ্র্যাশিয়ানো। আমায় তাহলে ভাঁড়ের ভূমিকা নিতে দাও। আমি তামাশার মধ্য দিয়ে হারিয়ে যাওয়া হাসির রেখাগুলোকে আবার ফুটিয়ে তুলি তোমার মুখে। বেদনার আর্তনাদে হৃৎপিণ্ডটাকে একেবারে ঠাণ্ডা হতে না দিয়ে বরং পেটে কিছু মদ দিয়ে সেটাকে গরম করে তুলি। আমি বুঝি না, কেন একটা তপ্ত যৌবনসম্পন্ন মানুষ পাথরে গড়া বুড়ো মানুষের প্রতিমূর্তির মত বসে থাকবে, কেন সে জেগে জেগে ঘুমোবে, কেন সে ভেবে ভেবে জণ্ডিস রোগের কবলে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। দেখ এ্যান্টনিও শোন, আমি তোমায় ভালবাসি। আর সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি তোমায় বলছি, এমন অনেক লোকের মুখ থাকে যা শ্যাওলাপড়া স্থিতিশীল পুকুরের জলের মত এক স্বেচ্ছাকৃত নীরবতায় স্তব্ধ হয়ে থাকে আর পণ্ডিতসুলভ এক গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মাভিমানের ভান করে। তারা সবসময় এইরকম একটা ভাব দেখায় যে তারা যা বলে তা সব ঠিক, তাদের সব কথাই যেন দৈববাণী। তারা বলতে

চায়, তারা যখন কথা বলবে অন্য কেউ যেন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ না করে অর্থাৎ কেউ কোন কথা যেন না বলে। আমি জানি এ্যান্টনিও, এই ধরনের লোকরাই শুধু তাদের স্বল্পভাষিতার জন্য পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিলাভ করে থাকে। আবার আমি এও জানি যে যদি তারা কথা বলে তাহলে তাদের কথা শুনে লোকে তাদের বোকা বলবে অর্থাৎ কথা বললেই দেখবে তাদের নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ে যাবে। পরে আমি অবশ্য তোমায় এবিষয়ে আরও কিছু বলব। তবে একটা কথা মনে রেখো, নির্বোধের মত কোন কিছুর জন্য বিজ্ঞতার ছলনা করো না। এস লরেঞ্জো, আমরা আপাততঃ কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিচ্ছি, মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমি আমার নীতি উপদেশ শেষ করব।

লরেঞ্জো। ঠিক আছে, আমরা তাহলে মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে পর্যন্ত থাকছি না তোমার কাছে। আমার অবস্থাও ঠিক মূক বিজ্ঞের মত। কারণ গ্র্যাশিয়ানো যতক্ষণ কাছে থাকে আমায় কথা বলতে দেয় না, ও নিজেই সব কথা বলে যায়।

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা, আর দুবছর আমার সঙ্গে থাক। তাহলে দেখবে তুমি তোমার জিবে আর কোন শব্দই পাবে না।

এ্যান্টনিও। বিদায় তোমাদের। এবার আমি তোমাদের কাছ থেকে এই প্রেরণা পেয়ে কথা বলতে শুরু করব।

গ্র্যাশিয়ানো। সত্যি কথা বলতে কি বাজারের নয় এমন কুমারী মেয়ে আর হঠাৎ বোবা হয়ে যাওয়া সুদক্ষ বক্তার মধ্যেই মৌনতাটা মানায়।

(গ্র্যাশিয়ানো ও লরেঞ্জোর প্রস্থান)

এ্যান্টনিও। কিছু খবর আছে এখন ?

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো এত বকতে পারে ; তার মত কথা বলার লোক সারা ভেনিস শহরে আর একটিও নেই। কিন্তু তার কথার মধ্যে কোন যুক্তি নেই ! তার কথার মধ্যে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া ভূষিমাপার পাইএর মধ্যে লুকিয়ে থাকা দুটো গমের দানা খোঁজারই সামিল। খুঁজতে খুঁজতে সারাদিন চলে যাবে, কিন্তু খুঁজে পেলে দেখা যাবে খোঁজার দাম পোষাল না।

এ্যান্টনিও। আচ্ছা, আজ তুমি কোন মেয়ের কথা বলবে বলেছিলে না, সেই যে যাকে তুমি গোপনে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। এখন বলত তার কথা।

ব্যাসানিও। সেটা তোমার অজানা নেই এ্যান্টনিও। তুমি জান আমার সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে করে আমার সম্পত্তির কতখানি ক্ষয় হয়ে গেছে। অবশ্য তার জন্যে দুঃখও করছি না, আর সেই খরচের ব্যাপারটা একেবারে বন্ধও করে দিতে চাইছি না। এখন আমার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হব কি করে। এ্যান্টনিও, আমি তোমার কাছে শুধু টাকার ঋণে ঋণী নই, ভালবাসার ঋণেও ঋণী।

boiRboi.net

তোমার সেই ভালবাসার খাতিরেই আমি আশা করছি, দাবি করছি এবারও তুমি আমার সমস্ত ঋণ থেকে আমার সামান্য সম্পত্তি আর পবিত্র উদ্দেশ্যকে মুক্ত করবে।

এ্যান্টনিও। দয়া করে ব্যাপারটা আমায় সব খুলে বল ব্যাসানিও। সম্মানের দিক থেকে কাজটা যদি কোনরূপ হেয় না হয় তাহলে আমার অর্থবল জনবল এবং এমন কি আমার শেষ সম্বলটুকুও তোমার উদ্ধারের জন্য নিয়োজিত করব।

ব্যাসানিও। ছেলেবেলায় আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন যখন খেলার সময় কোন একটা তীর ছুঁড়লে তীরটা হারিয়ে যেত তখন আমি আর একটা তীর সেইভাবে সমদূরত্বসম্পন্ন জায়গায় ছুঁড়ে দিতাম। তারপর ভাল করে খোঁজ করতাম। এইভাবে দুটোকেই হারাবার পর আবার খুঁজে পেতাম। এক্ষেত্রেও আমি শৈশবের সেই নীতি প্রয়োগ করতে চাই। কারণ আমার উদ্দেশ্য শৈশবের মত পবিত্র। আমি তোমার কাছে অনেক টাকার ঋণে ঋণী, আর আমার মত বাউণ্ডুলে ছোকরার পক্ষে সে ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব না, কিন্তু যদি তুমি আর একটা তীর সেইভাবে ছোঁড় অর্থাৎ আরো কিছু ধার দাও তাহলে আমি এমনভাবে লক্ষ্য রাখব তোমার তীরটার উপর যে আমি তোমার দুটো তীরকেই খুঁজে বার করে আনব। অর্থাৎ দুটো ঋণই শোধ করে দেব অথবা অন্ততঃ দ্বিতীয়বারের ঋণটা পরিশোধ করে শুধু প্রথমবারের ঋণে ঋণী থেকে যাব কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

এ্যান্টনিও। তুমি আমায় ভালভাবেই চেন। ঘটনাচক্রের সঙ্গে তোমার প্রতি আমার ভালবাসাকে জড়িয়ে আর তার সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে বৃথাই সময় নষ্ট করছ তুমি। আর সেই সততায় সংশয় করে আমার প্রতি যত অন্যায় করেছ আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে তা নষ্ট করে দিলেও তত অন্যায় হত না। এবার বলত, কী আমায় করতে হবে আর আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে তোমারই বা মত কি। সুতরাং বল এবার।

ব্যাসানিও। বেলমতে একটি মেয়ে আছে, সে প্রচুর ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাছাড়া সে অতীব সুন্দরী, এত সুন্দরী যে কথায় তা প্রকাশ করা যায় না। শুধু রূপ নয়, আশ্চর্য গুণাবলীতে সে ভূষিতা। কতবার কত ভাষাময় নীরব আহ্বান পেয়েছি তার চোখ থেকে। তার নাম হলো পোর্শিয়া—ক্যাটোর কন্যা ও ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্শিয়ার থেকে কোন অংশে কম না। তার কথা এখন কারো অজানাও নেই, দূর দূরান্তে প্রচারিত হয়ে গেছে তার যোগ্যতার কথা। বিভিন্ন দেশ হতে বহু প্রখ্যাত লোক তার পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রায়ই আসে। যখন তার কপালের দুপাশে তার সোনালী কেশগুচ্ছ সূর্যের আলোয় চকচক করে তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন হয়ে উঠেছে বেলমঁত কলকোর স্ট্রণ্ড আর তার সন্ধানে অসংখ্য জেসন ভিড়

করেছে তার চারপাশে। সত্যি বলছি এ্যান্টনিও, যদি আমার কোন উপায় থাকত তাহলে আমি বেলমঁতে পোর্শিয়ার বাড়ির কাছাকাছি একটা জায়গার ব্যবস্থা করে আমি সেখানে বাস করতাম। আর আমার বিশ্বাস তাহলে আমার ভাগ্য ফিরবেই।

এ্যান্টনিও। তুমি জান, আমার যা কিছু আছে সব এখন সমুদ্রে। তোমার চাহিদা মেটাবার মত টাকা বা তার উপযুক্ত পণ্যদ্রব্য আমার হাতে নেই। সুতরাং এখন যাও। তবে দেখি ভেনিসে আমার যেসব টাকা পড়ে আছে তার কতটা আদায় হয়। বেলমঁতে সুন্দরী পোর্শিয়ার কাছে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। আমিও দেখব আর তুমিও দেখগে কোথায় কার কাছে টাকা আছে। টাকার যদি সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে আমার নামে আমার বিশ্বাস গচ্ছিত রেখে সে টাকা তুমি নিঃসন্দেহে পাবে। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

নিজস্ব পরিচারিকা নেরিসার সঙ্গে পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। সত্যি বলছি নেরিসা, এ জগতে আমার আর একটুও ভাল লাগছে না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নেরিসা। তোমার জীবনে যত সুখের প্রাচুর্য রয়েছে ঠিক ততটা দুঃখের প্রাচুর্য যদি থাকত তাহলে তুমি একথা বলতে পারতে। মানুষ কিছু না পেয়ে না খেতে পেয়ে যেমন কষ্ট পায় দুঃখ পায় তেমনি অনেক কিছু বেশী পেয়েও বেশী খেয়েও কষ্ট পায়। তোমার দুঃখ দেখছি আতিশয্যজনিত ক্লান্তি থেকে। মানুষ অভাবের মধ্যে থেকেও কম সুখ পায় না। কারণ আতিশয্য বা আপাত প্রাচুর্য তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়, কিন্তু অভাব থেকে মানুষ যে যোগ্যতা লাভ করে তা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

পোর্শিয়া। বাঃ, বেশ কথা ত, আর তুমি বেশ ভালভাবেই বললে।

নেরিসা। তুমি যদি একথা মেনে চল তাহলে তা আরও ভাল হবে।

পোর্শিয়া। কি করা উচিত তা জানতে পারার মত যদি কোন কিছু করতে পারাটা সহজ হত তাহলে সব চ্যাপেল অর্থাৎ সব ননকনফরমিস্ট-গীর্জা ক্যাথিড্রেল-গীর্জা হয়ে উঠত, গরীবের কুঁড়ে হয়ে উঠত রাজপ্রাসাদ। আমি ভাল তাকেই বলব যে নিজের নীতি উপদেশ নিজে মেনে চলে। আমি সহজে বিশ জনকে ভাল হবার শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু সেই ভাল হবার শিক্ষাটা নিজেই মেনে চলতে পারি না। রক্তের উদ্দামতাকে অনুশাসিত করার জন্য মস্তিষ্ক অনেক নিয়ম কানুন খাড়া করতে পারে ; কিন্তু মানুষের মেজাজ গরম হয়ে উঠলেই ঠাণ্ডা মাথায় তৈরি বিধানকে সে মানতেই চায় না। মানুষের যৌবন হচ্ছে এক অপরিণামদর্শী খরগোসের মত যা তার উদ্ধত ও উন্মত্ত গতির দ্বারা সুপরামর্শের সমস্ত সুষমাকে পদদলিত ও চূর্ণ বিচূর্ণ করে

boiRboi.net

দিয়ে যায়। কিন্তু আমার স্বামী পছন্দ করার ব্যাপারে কোন যুক্তিই খাটবে না। হায় 'পছন্দ' কথাটার আমার ক্ষেত্রে কোন দামই নেই। কারণ আমি যাকে পছন্দ করি তাকে যেমন গ্রহণ করতে পারব না, তেমনি যাকে অপছন্দ করি তাকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারব না। এইভাবেই এক মৃত পিতার ইচ্ছার দ্বারা তাঁর জীবিত কন্যার ইচ্ছাকে খর্ব করা হয়েছে। এটা কি সত্যিই খুব কষ্টের কথা নয় নেরিসা, যে আমি কাউকে ইচ্ছামত পছন্দ বা অপছন্দ করতে পারব না।

নেরিসা। তোমার বাবা ছিলেন পুণ্যাত্মা লোক এবং পুণ্যবান লোকেরা মৃত্যুকালে এক ঐশ্বরিক প্রেরণা পান। সুতরাং তিনি যে ভাগ্যগণনার ব্যবস্থা করে গেছেন তা সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক। তিনি সোনা রূপো আর সীসের তিনটি সিন্ধুক রেখে গেছেন। এর অর্থ যে ঠিকভাবে বুঝতে পারবে সেই তোমাকে লাভ করবে এবং সে যে যোগ্য ব্যক্তি হবে আর তুমি তাকে ঠিকই ভালবাসবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে। কিন্তু একটা কথা, যে-সব রাজপুত্র ইতিমধ্যে তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছে তাদের কাকে তুমি ভালবাস?

পোর্শিয়া। আচ্ছা তুমি তাদের নাম করে যাও ত? তুমি তাদের নাম করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের প্রকৃতি বর্ণনা করে যাবো আর আমার বর্ণনার ধরণ দেখে তুমি আমার ভালবাসার পরিমাণও জানতে পারবে।

নেরিসা। প্রথমে বলছি নেপোলিয়নের বংশোদ্ভূত রাজপুত্রের কথা।

পোর্শিয়া। ওটা ত একটা গাধা, কারণ ও শুধু ঘোড়ার কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না। আর সেই ঘোড়াটাকে নিজে নিজেই বশীভূত করতে পারাটাকে নিজের একটা বড় রকমের গুণ বলে বড়াই করে। আমার মনে হয় ওর মা বোন এক স্বর্ণকার বা কর্মকারের সঙ্গে কারচুপি খেলেছিল।

নেরিসা। তারপর হচ্ছে কাউন্ট প্যালেটাইনের কথা।

পোর্শিয়া। গোমরামুখো লোকটা জানে শুধু ভ্রূকুটি করতে। আর শুধু কাঁদুনি গেয়ে বলতে পারে, 'তুমি আমায় পছন্দ করবে না?' ও কত মজার কথা শুনেও হাসে না। আমার মনে হয় ও যখন এই যৌবনেই এক অভদ্রজনোচিত অকারণ বিষাদকে পুষে রেখে দিয়েছে, বুড়ো বয়সে ও তখন নিশ্চয়ই এক চিঁচকাঁদুনে দার্শনিক হয়ে উঠবে। এদের দুজনের কাউকে বিয়ে করার থেকে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বিয়ে করা ঢের ভাল। ঈশ্বর আমায় এদের থেকে রক্ষা করুন।

নেরিসা। আচ্ছা, তাহলে ফরাসী লর্ড মঁসিয়ে লে বঁকে কেমন লাগে?

পোর্শিয়া। ভগবান যেহেতু তাকে সৃষ্টি করেছেন সেইহেতু তাকে অবশ্যই মানুষ বলতে হবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রতারণা করা পাপ। সুতরাং আমি তাকে মানুষ বলে গণ্য করি না, এটা সরাসরি বলতে চাই।

boiRboi.net

প্রথম লোকটার ঘোড়ার থেকে ভাল একটা ঘোড়া আছে তার আর কাউন্টি প্যালেটাইনের থেকে ভ্রূকুটি করার ভঙ্গিটা তার ভাল। সে খুসল পাখি গান গাইলেই আনন্দে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে যায়। সে তার নিজের ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তাকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আমি অমনি কুড়িটা লোককে বিয়ে করব। যদি সে আমায় ঘৃণা করে তাহলে তাকে বরং আমি ক্ষমা করব, কিন্তু সে আমায় যদি ভালবাসে তাহলে আমি পাগল হয়ে যাব। আর পাগল হয়ে গেলে আর তাকে ত্যাগ করতে পারব না।

নেরিসা। ইংলণ্ডের সামন্তযুবক ফ্যালকনব্রিজ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

পোর্শিয়া। তুমি জান, আমি তাকে কোন কথাই বলিনি। কারণ সে আমার ভাষা বুঝতে পারে না, আর আমিও তার কথা বুঝতে পারি না। সে ফরাসী, লাতিন বা ইতালীয় কোন ভাষাই জানে না আর তুমি জান, আমি আবার ইংরিজি মোটেই জানি না। সে যেন মানুষ নয়, মানুষের একটা ছবি; কিন্তু হায়, একজন বোবার সঙ্গে ত আর কথা বলা যায় না। আর তার পোষাকটা কি অদ্ভুত দেখলে? আমার মনে হচ্ছে সে তার জ্যাকেটটা এনেছে ইতালি থেকে, মোজা এনেছে ফরাসী দেশ থেকে আর তার জামার বোতাম এনেছে জার্মানি থেকে। কিন্তু তার আচরণের মধ্যে আছে সব দেশেরই কিছু কিছু ছাপ।

নেরিসা। তাহলে তার প্রতিবেশী সেই স্কটল্যাণ্ডের লর্ড সম্বন্ধে তোমার কি মনোভাব?

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, লোকটার মধ্যে যে প্রতিবেশীসুলভ বদান্যতা আছে সেবিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কারণ বেশ বোঝা যায় ও এক ইংরেজের কাছ থেকে কান ধার করেছে আর সামর্থ্য হলে তা শোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আমার মনে হয় ঐ ফরাসী লোকটা তার জামিন আছে।

নেরিসা। স্যাক্সনির ডিউকের ভাইপো ঐ জার্মান যুবককে কেমন লাগে তোমার?

পোর্শিয়া। সকালে যখন সে গম্ভীর হয়ে থাকে তখন তাকে ভীষণ খারাপ লাগে। কিন্তু বিকালে যখন সে মদপান করে তখন তাকে আরও খারাপ লাগে। যখন সে খুব ভাল হয় তখন সে সাধারণ মানুষের থেকে কিছুটা খারাপ, আবার যখন সে খুব খারাপ হয় তখন সে পশুর থেকে একটু ভাল। যেহেতু ও সব দিক দিয়েই খারাপ, সেইহেতু তুমি অন্য লোকের কথা বল।

নেরিসা। কিন্তু ধরো, ও যদি ভাগ্যপরীক্ষায় রাজী হয় আর যদি ঘটনাক্রমে ঠিক বাক্সটাকেই বেছে নেয় তাহলে তাকে অপছন্দ করতে পারবে না। কারণ তখন তাকে গ্রহণ করতে না চাওয়া মানে তোমার বাবার উইলটাকেই অমান্য করা।

পোর্শিয়া। সুতরাং এই ধরনের খারাপ কিছু যাতে না ঘটে সেইজন্যে আমার

অনুরোধ তুমি এক গ্লাস রেনিশ মদ বিপরীত কৌটোটার উপর রেখে দেবে। কারণ ওর ভিতরে যে শয়তান আছে তার সঙ্গে যদি বাইরের লোকের মিলন ঘটে তাহলে লোকটা ঠিক কৌটোটাকেই বাছাই করবে। আর তার মানেই আমার সর্বনাশ। তাই ওই মেরুদণ্ডহীন লোকটাকে যাতে বিয়ে করতে না হয় তার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি নেরিসা।

নেরিসা। এই চারজন লর্ডকে বিয়ে করার জন্যে তোমাকে অত ভয় করতে হবে না। ওরা ওদের মনের সংকল্প আমায় জানিয়ে দিয়েছে, যদি তুমি তোমার বাবার ভাগ্যপরীক্ষাভিত্তিক বাসনা অনুসারে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করো তাহলে ওরা এখনই বাড়ি ফিরে গিয়ে আর তোমায় জ্বালাতন করতে আসবে না।

পোর্শিয়া। আমায় যদি শিখিল্লার মত বুড়ি হতে হয় আর ডায়েনার মত কুমারী থেকে যেতে হয় তাও ভাল, তবু আমি বাবার এই অদ্ভুত উইলের ব্যবস্থা অনুসারে বিয়ে করব না। আমার এই সব পাণিপ্রার্থীরা যে আমার এই যুক্তিকে মেনে নিয়েছে এতে আমি খুশি হয়েছি। কারণ এদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার কথা তার অনুপস্থিতিতে আমি ভাবতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরের কৃপায় যত তাড়াতাড়ি ওরা চলে যায় ততই ভাল।

নেরিসা। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে, তোমার বাবার আমলে মেঁতিরাতের মার্কুইসএর সঙ্গে ভেনিস থেকে এক যুবক এসেছিল? সে একাধারে যোদ্ধা এবং সুপণ্ডিত।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। তার নাম হচ্ছে ব্যাসানিও। আমার যতদূর মনে পড়ে এইটাই তার নাম।

নেরিসা। সত্যিই দিদিমণি, আমি যত লোক এই পোড়া চোখে দেখেছি তারমধ্যে সে-ই হচ্ছে কোন সুন্দরী মেয়ের পক্ষে একমাত্র যোগ্য পাত্র।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, তার কথা আমার মনে আছে এবং সে যে তোমার প্রশংসার যোগ্য একথাও স্বীকার করি আমি।

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ

কী ব্যাপার! কিছু খবর আছে?

ভৃত্য। যে চারজন অতিথি এসেছিলেন তাঁরা বিদায় নেবার জন্য আপনাকে ডাকছেন। আবার আর একজন অর্থাৎ পাঁচ নম্বর অতিথির পক্ষ থেকে একজন দূত এসে হাজির। দূত এসে খবর দিয়েছে, তার মনিব মরক্কোর যুবরাজ আজ রাত্রেই আসছেন।

পোর্শিয়া। যেমন এই চারজন অতিথিকে বিদায় দিতেও আমার কোন আন্তরিকতা নেই তেমনি পঞ্চম অতিথিকে স্বাগত জানাতেও আমার মন নেই; সুতরাং ও আসে আসুক। আগন্তুক ভদ্রলোকের বাইরের আকারটা যদি শয়তানের মত হয় আর ভিতরটা সাধুর মত হয় তাহলেও কোন উপায়

boiRboi.net

নেই ; তাহলে উনি যেন আমায় বিয়ে না করে মুক্তি দেন। নেরিসা চলে এস। আচ্ছা, তুমি এখন যাও। এ এক মুস্কিল হলো দেখছি, একজনকে বাড়ির দরজার বাইরে নিয়ে যেতে না যেতেই আবার একজন এসে দরজার কড়া নাড়ছে।

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। বারোয়ারীতলা।

শাইলক নামে জনৈক ইহুদীর সঙ্গে ব্যাসানিওর প্রবেশ

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। হ্যাঁ মশাই, তিন মাসের জন্য।

শাইলক। তিন মাসের জন্য—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। আর এই ঋণের জন্য এ্যান্টনিও জামিন থাকবে।

শাইলক। এ্যান্টনিও এর জামিন থাকবে—বেশ বেশ।

ব্যাসানিও। আচ্ছা এবিষয়ে তুমি কি আমায় নিশ্চিতভাবে খুশি করতে পারবে? এবিষয়ে তোমার উত্তর জানতে পারি কি?

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট, তিন মাসের জন্য এবং এ্যান্টনিও তার জামিন থাকবে।

ব্যাসানিও। আমি তোমার উত্তর চাই।

শাইলক। এ্যান্টনিও অবশ্যই ভাল লোক

ব্যাসানিও। তুমি কি তার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাবাদ শুনেছ?

শাইলক। ওহো, না, না, না, না। আমার তাকে ভাল লোক বলার অর্থ হলো, এবিষয়ে তার দায়িত্বটা যথেষ্ট এই কথাটা তোমাকে বোঝানো। তবে এটাও ঠিক এবিষয়ে তাঁর সামর্থ্যটাও ভেবে দেখতে হবে। তার একটা পণ্য জাহাজ ত্রিপলিসের পথে, আর একটা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পথে। আরও আছে, রিয়ালটো, মেক্সিকো ও ইংলণ্ডের পথে। বৈদেশিক বাণিজ্যে তার অনেক কাজ-কারবার চলছে। কিন্তু জাহাজগুলো ত আসলে কাঠ, আর নাবিকগুলো হচ্ছে মানুষ। তার উপর ডাঙার মত জলেও ত ইঁদুর আছে, ডাঙার মত জলেও চোর ডাকাত অর্থাৎ জলদস্যু আছে। তার উপর মনে করো, সমুদ্রে ঝড় ও গুপ্ত পাহাড়ের বিপদ আপদ আছে। তবে এসব কিছু সত্ত্বেও এ্যান্টনিওর মত লোক যখন দায়িত্ব নেবে তখন সেটাই যথেষ্ট। তিন হাজার ডুকেট—আচ্ছা, আমি তার বন্ধকী নেব।

ব্যাসানিও। এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার।

শাইলক। নিশ্চিত থাকতে পারি এবং তুমি আমায় আশ্বাস দিচ্ছ। তবে একটু ভেবে দেখব আমি। আচ্ছা, আমি এ্যান্টনিওর সঙ্গে কি কথা বলতে পারি এবিষয়ে?

ব্যাসানিও। তুমি কিছু মনে না করলে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনটা সারতে পার।

boiRboi.net

শাইলক। ও বাবা, শুয়োরের মাংসের গন্ধ। তোমাদের ধর্মেই বলে শুয়োরের দেহের মধ্যে শয়তান আছে আর সেই শুয়োরের মাংস খেতে হবে! না না, আমি তোমাদের সঙ্গে কেনা-বেচা করতে পারি, কথাবার্তা বলতে পারি, হাঁটাহাঁটি করতে পারি, আরও যা যা বল করতে পারি; কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে পারব না বা একসঙ্গে উপাসনাও করতে পারব না। আচ্ছা, রিয়ালটোর খবর কি? কে আবার এদিকে আসছে?

এ্যাণ্টনিওর প্রবেশ

ব্যাসানিও। ইনিই হচ্ছেন মহামান্য এ্যাণ্টনিও।

শাইলক। (স্বগতঃ) তাকে কেমন-একজন চতুর কর-আদায়কারীর মত মনে হচ্ছে। সে খৃষ্টান বলে আমি তাকে ঘৃণা করি। আমি তাকে আরও ঘৃণা করি এইজন্যে যে সে নিজে ছোট হয়ে বিনা সুদে যাকে তাকে টাকা ধার দেয় এবং এইভাবে আমাদের এখানে অর্থাৎ ভেনিসে প্রচলিত সুদের হার কমিয়ে দেয়। যদি একবার তাকে আমি ঠিকমত ধরতে পারি তাহলে আমি তার উপর আমার পুরনো বিদ্বেষটাকে ঠিকমতই চরিতার্থ করব। তার উপর সে আমাদের পবিত্র ইহুদী জাতটাকেই ঘৃণা করে। যেখানে সব ব্যবসায়ীরা মিলিত হয় সেখানে সকলের সামনে আমায় আমার ব্যবসাসংক্রান্ত নীতি ও বিশেষ করে আমার সুদের কারবার সম্বন্ধে নিন্দা করে। আমি যদি তাকে ক্ষমা করি তাহলে আমাদের গোটা জাতটাই রসাতলে যাবে।

ব্যাসানিও। শাইলক, শুনছ?

শাইলক। বর্তমানে আমার ভাণ্ডারে কি আছে না আছে তা স্মরণ ও অনুমানের মাধ্যমে খতিয়ে দেখছিলাম। তবে এই মুহূর্তেই আমি এই তিন হাজার ডুকেটের সবটাই যোগাড় করতে পারব না। তাতে কি হয়েছে? তুবাল নামে আমাদের এক হিব্রু জাতিভাই আমাকে যা কম পড়বে তা দেবে। কিন্তু একটু থাম। ক' মাসের জন্য টাকাটা চাও? (এ্যাণ্টনিওর প্রতি) ভাল আছেন ত মশাই! আমাদের মুখে এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।

এ্যাণ্টনিও। শাইলক, যদিও জান আমি কখনো টাকা ধার দিই না বা ধার করি না, আমি কারো কাছ থেকে তার উদ্বৃত্ত অর্থ নিই না বা কাউকে আমি দিই না, তবু আমার বন্ধুর এক বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্য আমি আমার এ প্রথা নিজেই ভাঙব। (ব্যাসানিওর প্রতি) ওঁকে কি জানিয়েছ তোমার কত লাগবে?

শাইলক। হ্যাঁ, তিন হাজার ডুকেট।

এ্যাণ্টনিও। আর তা তিন মাসের জন্য।

শাইলক। দেখছ তিন মাসের জন্য—এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম, আপনি মনে করিয়ে দিলেন। আচ্ছা, এবার আপনার বন্ধক। কি বন্ধক রাখবেন তা

boiRboi.net

আমায় দেখান। কিন্তু একটা কথা শুনুন। আপনি একটু আগে বলেছেন আমার বেশ মনে পড়ছে, আপনি নিজের স্বার্থের জন্য কাউকে টাকা ধার দেন না, কারো কাছ থেকে টাকা ধার নেন না।

এ্যান্টনিও। সত্যিই এই ধার দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটাকে আমি কখনই কাজে লাগাই না নিজের স্বার্থে।

শাইলক। জ্যাকব বলেছিল, আমাদের ধর্মমতে তৃতীয় বংশধর—তার কাকা লেবানের ভেড়া চড়াতেন। তার বিদুষী মা তার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিল : হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি ছিলেন তৃতীয়—

এ্যান্টনিও। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? তিনি কি সুদ নিয়েছিলেন?

শাইলক। না, সুদ নেননি। তোমরা যেটাকে সুদ বল তা তিনি সরাসরি নেননি ঠিক; কিন্তু জ্যাকব কি করেছিলেন শোন : লেবানের সঙ্গে জ্যাকবের চুক্তি হয়েছিল, ভেড়ার যে সব বাচ্চাগুলোর গায়ে রঙের চিহ্ন থাকবে সেগুলো জ্যাকবের ভাগে পড়বে। তখন ছিল শরৎকালের শেষ, ভেড়ীদের গর্ভধারণের সময় বলে ভেড়াদের সঙ্গে মিলিত হতে লাগল। তারপর ভেড়ীগুলো গর্ভধারণ করল। এমন সময় সুচতুর মেষপালক জ্যাকব কোথা থেকে একটা যাদুকাঠি নিয়ে এসে গর্ভবতী ভেড়ীগুলোর গায়ে ছুঁইয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ভেড়ীগুলো রঙীন শাবক প্রসব করল। ফলে সেগুলো সব জ্যাকবের ভাগে পড়ল। এইভাবে কারচুপি করে লাভবান হয় জ্যাকব এবং তা সত্ত্বেও সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, চুরি না করে ছলনা করে কেউ যদি কিছু নেয় তাহলে সেটা দোষের নয়, বরং আশীর্বাদের।

এ্যান্টনিও। এ কাজ করার জন্যই জ্যাকব এসেছিল। এটা তাকে করতেই হত। এসব ঘটনা সে নিজের ক্ষমতায় ঘটাতে পারেনি। এসব ছিল বিধিনির্দিষ্ট। এসব ঘটনার দ্বারা এটাই প্রমাণ হয় কি যে সুদ নেওয়া ভাল অথবা তোমার সোনা রূপো ভেড়া ভেড়ীর সমান?

শাইলক। তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি চাই খুব তাড়াতাড়ি আমার অর্থসম্পদ বেড়ে যাক। আমার একটা কথা আছে।

এ্যান্টনিও। (ব্যাসানিওকে আড়ালে ডেকে) লক্ষ্য করো ব্যাসানিও, শয়তানও তার সুবিধার জন্য তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শাস্ত্রবাক্য আওড়ায়। যে পাপাত্মাকে উপর থেকে দেখে সাধু মনে হয় সে ঠিক হাসিমুখো কোন শয়তান অথবা পতনশীল আপেল ফলের মত। ওঃ, ভিতরটা যার মিথ্যায় ভরা উপর থেকে তাকে কী ভালই না মনে হচ্ছে!

শাইলক। তিন হাজার ডুকেট—এটা কিন্তু বেশ মোটা অঙ্ক। এক বছরের মধ্যে তিন মাস; বারো মাসে এক বছর। আচ্ছা সুদের হারটা—

এ্যান্টনিও। আচ্ছা শাইলক, এটা আমরা তোমার উপরেই ছেড়ে দিতে পারি কি?

banglainternet.net

শাইলক। দেখুন মাননীয় এ্যাণ্টনিও, বহুবার এবং প্রায়ই আপনি রিয়ালটোতে আমার টাকা আর সুদের কারবারের জন্য আমার নিন্দা করেছেন। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে আমি তা সব সহ্য করেছি, কারণ সহিষ্ণুতাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আপনি আমাকে নাস্তিক বলেছেন, বলেছেন গলাকাটা কুকুর, আমার জাতীয় পোষাকের উপর থুথু ফেলেছেন। আমার নিজস্ব যা কিছু তাকে ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, সেই আমার মত ঘৃণ্য লোকের সাহায্যও আপনি চান। ঠিক আছে। যে আপনি একদিন আমার দাড়িতে আপনার নাক থেকে ছিকনি ঝেরে ফেলেছিলেন এবং পথের কুকুরের মত আমায় লাথি মেরেছিলেন সেই আপনি আজ আমার কাছে এসে বলছেন, শাইলক, আমাদের টাকা চাই। এখন টাকার আবেদন নিয়ে আপনি এসেছেন আমার কাছে। এখন আমি কি বলব? এখন আমার কি বলা উচিত না, কুকুরের টাকা থাকতে পারে? একটা পথের কুকুর কখনো তিন হাজার ডুকেট ধার দিতে পারে? অথবা চতুর মহাজনের মত ঝুঁকে পড়ে সিন্ধুকে চাবি দিতে দিতে ছদ্ম বিনয়ের সঙ্গে চুপি চুপি বলব, ধন্যবাদ মহাশয়, এই গত বুধবার দিন আপনি আমার গায়ে থুথু দিয়েছিলেন, ঐদিন তাড়িয়েও দিয়েছিলেন; আর একদিন কুকুর বলেছিলেন আমায়; আর এই সমস্ত সম্মান ও সৌজন্যের বিনিময়ে আমি আপনাকে এত টাকা ধার দিচ্ছি।

এ্যাণ্টনিও। আগের মত আমি আবার তোমাকে এই কথাই বলব, এইভাবে থুথু দেব, এইভাবে তাড়িয়ে দেব। তাতে তুমি টাকা ধার দাও দেবে, না দাও না দেবে। বন্ধুকে টাকা ধার দিয়ে যদি সুদ চাও তাহলে বন্ধুকে টাকা ধার দিও না। বন্ধুকে না দিয়ে বরং তোমার এমন সব শত্রুকে দাও যারা সে টাকা শোধ না দিলে তুমি তাদের কাছ থেকে সুদে আসলে সব আদায় করতে পারবে।

শাইলক। কেন, এত রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বই করতে চাই, আমি আপনার ভালবাসাই পেতে চাই এবং যেসব লজ্জা ও অপমানের দ্বারা আপনি আমায় কলঙ্কিত করেছেন সেসব আমি ভুলে যেতে চাই। আমি আপনার বর্তমান টাকার চাহিদা মেটাব, আপনাকে যে টাকা দেব তার জন্য কোন সুদ নেব না। আমি আপনার জন্য এইটুকু অন্ততঃ করতে পারি।

ব্যাসানিও। এটা সত্যিই দয়ার কাজ।

শাইলক। এ দয়ার কাজ আমি করবই। কোন এক ব্যাঙ্কে চল। সেখানে গিয়ে আমাকে একটা বণ্ড বা বন্ধকী লিখে দাও। আর তাতে খেলার ছলে লিখে দাও উল্লিখিত শর্ত অনুসারে যদি তুমি এই দিন এই স্থানে এত টাকা শোধ দিতে না পার তাহলে তোমার ইচ্ছামত তোমার গায়ের যেকোন জায়গা হতে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেওয়া হবে।

boiRboi.net

এ্যান্টনিও। আমি এতে সত্যিই খুশি। আমি এ বণ্ডে সই করব এবং বলব এই ইহুদী ভদ্রলোকের অন্তরে প্রচুর দয়া আছে।

ব্যাসানিও। না, না, তুমি আমার জন্য এ ধরনের বণ্ডে সই করো না। তাতে আমার যা হয় হবে, আমার অভাব অপূর্ণ রয়ে যাক।

এ্যান্টনিও। কোন ভয় করো না। আমি বণ্ডের সময় পার হতে দেব না। এই দুই মাসের মধ্যেই অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের একমাস আগেই আমি আমার কারবার থেকে এই ঋণের টাকার তিনগুণ আশা করছি।

শাইলক। হা ঠাকুর আব্রাহাম। এই খৃষ্টানগুলো কী অদ্ভুত লোক। যাদের নিজেদের আচরণ খারাপ বলে পরের সব কর্ম ও চিন্তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। আচ্ছা, দয়া করে আমায় একটা কথা বলুন, ধরুন যদি উনি নির্দিষ্ট দিনে টাকা দিতে না পারেন, তাহলে চুক্তি ভঙ্গের এই শর্ত পালন করে কী লাভ আমি করব? একটা মানুষের গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নেব? ভেড়া গরু বা ছাগলের এক পাউণ্ড মাংসের যা দাম মানুষের মাংসের সে দাম ও নেই। আমি শুধু আমাদের বন্ধুত্বটাকে বজায় রাখার ও তার অনুগ্রহ লাভের জন্যই টাকাটা ধার দিতে চাইছি বিনা সুদে। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন ভাল, না করেন বিদায়!

এ্যান্টনিও। হ্যাঁ শাইলক, আমি বণ্ডে সই করব।

শাইলক। তাহলে ব্যাঙ্কে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। এই বণ্ডটা কিভাবে লেখা হবে সে বিষয়ে ওকে নির্দেশ দেবেন। আমি সেখানে গিয়ে সমস্ত ডুকেট গুণে দেব। আমার গোটা বাড়িটা আছে এক সরল ও সৎ পাহারাদারদের জিম্মায়, ভয়ঙ্কর কড়াকড়ি পাহারার মধ্যে। তবুও একবার বাড়িটা দেখেই আমি চলে যাব।

এ্যান্টনিও। বিদায় হে ভদ্র ইহুদী। (শাইলকের প্রস্থান) দয়া দেখিয়ে তিক্ত খৃষ্টান হতে চায়।

ব্যাসানিও। দেখ, মনে শয়তান পুষে রেখে বাইরে দয়ার কথা বলা আমি ভালবাসি না।

এ্যান্টনিও। যাক চলে এস। এতে ভয়ের কিছু নেই। নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগেই আমার সব জাহাজ ফিরে আসবে। (সকলের প্রস্থান)

boiRboi.net

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

গীতবাদ্য। তিন চারজন অনুচরসহ মরোক্কোর যুবরাজ ও নেরিসা এবং কিছু পরিচারিকাসহ পোর্শিয়ার প্রবেশ

যুবরাজ। আমার গায়ের রঙের জন্য অপছন্দ করবেন না আমায়। জলন্ত

সূর্যের সন্নিকটস্থ বনবহুল দেশে জন্ম আমাদের। কিন্তু আমার কাছে শীতপ্রধান সেই উত্তর দেশের সুন্দরতম যুবাকে নিয়ে আসুন যেদেশে সূর্যদেবতাবিচ্ছুরিত তপ্ত রশ্মি পর্বতশৃঙ্গোপরি কোন তুষারকণাকে বিগলিত করে না। তারপর আমাদের দুজনেরই দেহে ক্ষত করে কার রক্ত বেশী লাল, কে আপনার প্রেমের যোগ্যতর প্রার্থী তা পরীক্ষা করুন। তবে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি সুভদ্রা, আমার এই রক্তের তেজ বহু অসমসাহসী বীরকে ভীত ও প্রকম্পিত করে তুলেছে। আমি আমার নামে শপথ করে বলছি আমার দেশের বহু সতী কুমারীও আমার এই রক্তের তেজস্বিতার জন্য প্রেম নিবেদন করেছে আমায়। হে আমার অন্তরের রাণী, শুধু আপনার অনুরাগ লাভ ছাড়া অন্য কোন কারণেই আমি আমার এই বিশুদ্ধ ও তেজস্বী রক্তের রঙকে পরিবর্তন করতে চাই না।

পোর্শিয়া। দেখুন যুবরাজ, কুমারী মেয়েরা তাদের চোখ দিয়ে যেভাবে তাদের স্বামী নির্বাচন করে আমি তা পারি না। তাছাড়া, আমার ভাগ্যপরীক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তা পছন্দের ব্যাপারে বঞ্চিত করেছে আমায় স্বাধীন ইচ্ছা থেকে। কিন্তু যদি আমার পিতা এইভাবে তাঁর বুদ্ধির দ্বারা আমার স্বাধীন ইচ্ছাকে খর্ব না করে যেতেন, এইভাবে যদি আমার স্বামী নির্বাচনের ব্যবস্থা করে না যেতেন তাহলে আমি বলতে পারতাম, যেসব পাণিপ্রার্থী আমার কাছে ইতিপূর্বে এসেছেন, তাদের থেকে আপনি কোন অংশেই কম সুন্দর বা সুপুরুষ নন।

যুবরাজ। এটুকুর জন্যও আপনাকে ধন্যবাদ। এবার আমায় সেই কৌটো-গুলোর কাছে নিয়ে চলুন আমার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। আমি আমার সুতীক্ষ্ণ বাঁকা আরব্য তলোয়ার দিয়ে সফি ও পারস্যের যুবরাজকে হত্যা করেছি, সুলতান সলিম্যানের পক্ষে তিন তিনটি যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করেছি, সেই তলোয়ারের নামে শপথ করছি আমি আপনাকে লাভ করার জন্য কঠোরতম ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করব, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সাহসী বীরকেও পরাজিত করব, ভয়ঙ্কর ভালুকের কোল থেকে স্তন্যপানরত শাবকদের তুলে আনব, করায়ত্বশিকার গর্জনশীল সিংহকে উপহাস করব স্বচ্ছন্দে। কিন্তু হায়, সব কিছু নির্ভর করছে দৈবের উপর। দুজনের মধ্যে কে ভাল বা বড় এই নিয়ে যদি হারকিউলিস ও নিকাসের মধ্যে পাশা খেলা হয় তাহলে ভাগ্যের দোষে এমনও হতে পারে দুর্বল হাত থেকেই পড়ল বড় দান। এই ভাগ্যের জন্যই এ্যালসিড্স প্রহৃত হয়েছিল তার ভৃত্যের দ্বারা। আর আমিও অন্ধ নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসল কৌটোটা চিনতে না পেরে আমার আকাংখিত বস্তু লাভ নাও করতে পারি আর সেই বস্তুটা হয়ত আমার থেকে এক অযোগ্য ব্যক্তি লাভ করতে পারে।

পোর্শিয়া। আপনাকে অবশ্যই একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এই

পরীক্ষার ব্যাপারে হয় আপনি চেষ্টা থেকে একেবারে বিরত থাকবেন অথবা প্রতিযোগিতায় যোগদান করার আগে আপনাকে শপথ করতে হবে, যদি লক্ষ্য ভুল হয় তাহলে জীবনে বিয়ের ব্যাপারে আর কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। সুতরাং এই নির্দেশমত আপনি কাজ করবেন।

যুবরাজ। ঠিক আছে, বলব না। আমায় নিয়ে চলুন সেই জায়গায়।

পোর্শিয়া। প্রথমে মন্দিরে যান। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আপনার পরীক্ষা হবে।

যুবরাজ। ভালই হবে। মানুষ ও জগতের মধ্যে হয় সবচেয়ে বড় আশীর্বাদে আমি ধন্য হব অথবা সবচেয়ে বড় অভিশাপে অভিশপ্ত হব।

(তূর্যধ্বনি ও সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। রাজপথ।

ল্যান্সলট গোব্বোর প্রবেশ

ল্যান্সলট। নিশ্চয় আমার বিবেক একদিন না একদিন আমার মনিব এই ইহুদীটার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে আমায় সাহায্য করবে। শয়তান আমার বগলের ভিতর থেকে আমায় শুধু লোভ দেখাচ্ছে আর বলছে, গোব্বো, 'ল্যান্সলট গোব্বো, সোনা মানিক ল্যান্সলট গোব্বো তোমার পা দুটোর সদ্ব্যবহার করে ছুটে পালিয়ে যাও।' কিন্তু আমার বিবেক মশাই বলছেন, 'না, ভেবে দেখ সৎ ল্যান্সলট, ভেবে দেখ সৎ গোব্বো, পালিও না, বরং পালানোর এই কাজটাকে ঘৃণা করো।' কিন্তু আমার শয়তানটা খুব সাহসী, এই সাহসী শয়তানটা আমায় পাততাড়ি গোটাতে বলছে। বলছে, 'যাও, পালিয়ে যাও। ভগবানের নামে বলছি মনে সাহস এনে পালিয়ে যাও।' এদিকে আবার আমার অন্তরের ঘাড়ের উপর ঝুলতে ঝুলতে বিবেকটা বিজ্ঞের মত উপদেশ দিচ্ছে, 'আমার সৎ বন্ধু ল্যান্সলট, তুমি একজন সৎ লোক। সতী নারীর সন্তান হয়ে পালিও না (আমার বাবা নিশ্চয় এমন একটা কিছু করেছিল যাতে তাঁর সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়)। আমার শয়তান কিন্তু বলছে, 'পালিয়ে যাও।' এবার আমি বলি, 'হে শয়তান, তোমার পরামর্শই ঠিক। যদি আমি বিবেকের কথা শুনি, তাহলে আমার মনিব এই ইহুদী শয়তানটার কাছে থাকতে হয়। আর যদি এই ইহুদীটার কাছ থেকে পালিয়ে যাই, তাহলে শয়তানটার কথা শুনতে হয়। আমার শয়তানটা শয়তান হলেও ইহুদীটা হচ্ছে আরও বড় শয়তান, একেবারে শয়তানের মূর্ত প্রতীক। তাহলে আমার মতে আমার বিবেক নিশ্চয়ই খুব নিষ্করুণ, কারণ সে বিবেক আমায় এই শয়তান ইহুদীটার কাছে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে। আমার শয়তান কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর মতই ভাল পরামর্শ দিচ্ছে। হে বন্ধু শয়তান, আমি পালাব, আমার পদযুগল তোমারি আদেশমত পরিচালিত হবে। আমি পালাব।

ঝুরি হাতে বৃদ্ধ গোব্বোর প্রবেশ

গোব্বো। ওহে ছোকরা, আমার কথা শুনবে? মালিক ইহুদীর বাড়িটা

কোন্ পথে একটু বলে দেবে ?

ল্যান্সলট। (স্বগতঃ) হা ভগবান ! এই হচ্ছে আমার আসল বাবা যে অন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে আমায় চিনতে পারছে না। আমি ওকে একটু ধোঁকা দেব।

গোব্বো। কই হে ভদ্র ছোকরা, ইহুদীর বাড়ি যাবার পথটা দেখিয়ে দাও না !

ল্যান্সলট। প্রথমে ডান দিকে যাবে। তার একটু পরে আবার বাঁ দিকে। তারপর কোনদিকে না ঘুরে সোজা চলে যাবে। তবে ইহুদীর বাড়িটা যেতে একটু ঘুরতে হবে।

গোব্বো। হা ভগবান ! এ যে বড় কঠিন পথ। আচ্ছা তুমি কি বলতে পার, ল্যান্সলট নামে এক ছোকরা ইহুদীর কাছে থাকত, সে এখন তার কাছে থাকে কি না ?

ল্যান্সলট। ছোকরা ল্যান্সলটের কথা বলছ ? (স্বগতঃ) এই আমাকে দেখ ; এবার আমি জল ঘোলাব—তুমি ছোকরা মালিকপুত্র ল্যান্সলটের কথা বলছ ?

গোব্বো। না মশাই না। আমি বলছি কোন এক গরীবের ছেলে ল্যান্সলটের কথা। তার বাবা খুব গরীব হলেও সৎ আর ভগবানকে ধন্যবাদ সে তেমনি সৎ ও গরীব হয়েই থাকতে চায়।

ল্যান্সলট। তার বাবার কথা ছেড়ে দাও, সে যা খুশি বলতে পারে। আমি বলছি ছোকরা মনিবপুত্র ল্যান্সলটের কথা।

গোব্বো। দয়া করে আমায় ল্যান্সলটের কথা বল।

ল্যান্সলট। আমিও তাই তোমাকে মিনতি করছি, দয়া করে মালিকপুত্র ল্যান্সলটের কথা বলো প্রথমে।

গোব্বো। আমাকে ল্যান্সলটের কথা বলো, তারপর বলবে তার মালিকের কথা।

ল্যান্সলট। তার মানেই মালিক ল্যান্সলটের কথা। তার কথা আর বলো না কর্তা, কারণ সেই ছোকরা ভদ্রলোক নিয়তির বিধানে মারা গেছে। ভাল কথা বলতে গেলে, স্বর্গে গেছে।

গোব্বো। ভগবান যেন তা না করেন। ছেলেটা ছিল আমার শেষ বয়সের সম্বল।

ল্যান্সলট। আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি কি তোমার অন্ধের যষ্টী অথবা কোন অবলম্বন হতে পারি ? আমাকে কি চিনতে পারছ কর্তা ?

গোব্বো। আমি এখন অক্ষম হয়ে পড়েছি। তোমাকে চিনতে পারছি না। তবু আমার অনুরোধ, বলো আমার ছেলে (ভগবান তার আত্মার সদগতি করুন) বেঁচে আছে কি না।

ল্যান্সলট। আমাকে কি চিনতে পারছ না বাবা ?

গোব্বো। হায়, আমি কানা, তোমাকে চিনতে পারছি না।

ল্যান্সলট। তাই বটে। কিন্তু যদি তোমার চোখ থাকত, তাহলেও হয়ত

BoiRboi.net

তুমি আমায় ঠিক চিনতে পারতে না, কারণ একমাত্র প্রকৃত পিতারাই তাদের ছেলেকে চিনতে পারে। আচ্ছা বুড়োকর্তা, আমি তোমায় প্রকৃত ছেলের খবর দেব, আমায় আশীর্বাদ করো। সত্য একদিন প্রকাশ হবেই। হত্যাকাণ্ড যেমন বেশীদিন গোপন থাকে না তেমনি কারো ছেলেও বেশীদিন গোপনে লুকিয়ে থাকতে পারে না। সত্যের মতই তা একদিন প্রকাশ পাবেই।

গোব্বো। আমার কথা শোন বাবা, একবার উঠে দাঁড়াও। তবে তুমি নিশ্চয়ই আমার ছেলে ল্যান্সলট নও।

ল্যান্সলট। যাক বাবা, এ নিয়ে আর ধোকাবাজি করে লাভ নেই। আমাকে তোমার আশীর্বাদ দাও। আমিই তোমার ছেলে ল্যান্সলট, যে একদিন তোমার ছেলে ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেও।

গোব্বো। তুমি যে আমার ছেলে আমার তা ত মনে হয় না।

ল্যান্সলট। আমি তোমার ছেলে কি না আমি তা জানি না। তবে আমিই ল্যান্সলট, ইহুদীর কাছে কাজ করি আর তোমার স্ত্রী মার্গারী আমার মা।

গোব্বো। হ্যাঁ আমার স্ত্রীর নাম অবশ্য মার্গারীই বটে। তুমি যদি আমার ছেলে হও, আমার রক্তমাংস থেকে তোমার যদি জন্ম হয় তাহলে শপথ করব ভগবানের নামে। আবার ভগবানের কৃপায় তা হতেও পারে। তোমার মুখে দাড়ি হয়েছে কত! থুতনিতে এত চুল হয়েছে যে আমার ঘোড়া ডবিনের লেজে এত চুল নেই।

ল্যান্সলট। তাহলে বুঝতে হবে ডবিনের বয়স বাড়ছে না। সামনের দিকে না এগিয়ে পিছনের দিকে যাচ্ছে। যদি বয়স সত্যিই বাড়ে তাহলে আমি তার লেজে যত চুল দেখেছিলাম তার থেকে এখন নিশ্চয়ই বেশী চুল হয়েছে।

গোব্বো। হা ভগবান! তুমি কত বদলে গেছ! কি করে তোমার সঙ্গে তোমার মালিকের বনিবনাও হচ্ছে? আমি তোমার মালিকের জন্যে একটা উপহার এনেছি। এখন তুমি কেমন আছ?

ল্যান্সলট। খুব ভাল, খুব ভাল। তবে আমার দিক থেকে আমি ঠিক করে ফেলেছি, আমি আর এখানে থাকব না, আমি অন্য কোথাও পালিয়ে না গেলে শান্তি পাব না। আমার মনিব হলো হাড়ে হাড়ে একজন ইহুদী। তাকে দেবে উপহার! উপহার না দিয়ে তাকে গলায় ফাঁস লাগাবার জন্যে একগাছা দড়ি দাও। আমি তার কাছে চাকরি করছি কিন্তু আমার দেহের কি অবস্থা হয়েছে দেখ। আমার প্রতিটি হাড় পাঁজরা তুমি গুণে বলে দিতে পারবে। বাবা, তুমি এসে গেছ ভালই হয়েছে, আমি তাতে খুশি হয়েছি। তুমি যে উপহার এনেছ তা ব্যাসানিও নামে আর একজন মালিককে দাও। এই ব্যাসানিও চাকরদের পোষাক ও কতকগুলো বিরল সুযোগ সুবিধা দেন। আমি তার যদি চাকরি না করি তাহলে চলে যাব যেখানে খুশি। কী সৌভাগ্যের কথা, উনি এসে গেছেন। উপহারটা ওঁকেই

pathagar.net

দাও বাবা। যদি আমি আর ইহুদীর চাকরি করি তাহলে আমি নিজে একজন ইহুদীই নই।

দুই একজন অনুচরসহ ব্যাসানিও ও লিওনার্দোর প্রবেশ

ব্যাসানিও। তুমি এটা এইভাবে করতে পার। কিন্তু তোমায় এটা এত তাড়াতাড়ি করতে হবে যাতে বড় জোর পাঁচটার মধ্যে নৈশভোজনের সব আয়োজন তৈরি হয়ে যেতে পারে। এই সব চিঠিগুলো বিলি করা হয়ে গেলে এই পোষাক ও তকমাগুলো তৈরি করতে দেবে। আর গ্র্যাশিয়ানোকে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে।

(একজন ভৃত্যের প্রস্থান)

ল্যান্সলট। একেই দাও বাবা।

গোব্বো। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

ব্যাসানিও। ধন্যবাদ! তুমি কি আমায় কিছু বলবে?

গোব্বো। এ হচ্ছে আমার ছেলে স্যার—একটি গরীব ছেলে—

ল্যান্সলট। না স্যার ঠিক গরীব নয়, এক ধনী ইহুদীর কর্মচারী যে আমার বাবার মতে—

গোব্বো। তার খুব ইচ্ছে হয়েছে স্যার আপনার চাকরি—

ল্যান্সলট। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার এই যে, আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার বাবা যেটা বলতে চান—

গোব্বো। কিছু মনে করবেন না স্যার, তার মালিক আর সে দুজনে হলো জ্ঞাতি ভাই—

ল্যান্সলট। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো এই যে, ইহুদীটা আমার উপর অত্যাচার করে আমার বাবাকে রাগিয়ে দিয়েছে, যতই হোক বুড়ো মানুষ ত। তাই আমার বাবা আমাকে আপনার হাতে—

গোব্বো। ঘুঘুর ছবি আঁকা আমার একটি ডিশ আছে। আমি সেই ডিশটা আপনাকে দান করতে চাই স্যার। আর আমার আবেদন হচ্ছে—

ল্যান্সলট। সংক্ষেপে কথা হলো, আবেদনটা আমার পক্ষে জানাতে যাওয়া বেয়াদবি করা। তাই আমার বাবা যিনি খুব বৃদ্ধ, গরীব অথচ সৎ এবং সরল তাকে দিয়েই জানাচ্ছি।

ব্যাসানিও। একজনে দুজনের কথা বলছে। তোমরা কি বলতে চাও?

ল্যান্সলট। আপনার কাছে চাকরি করতে চাই স্যার।

গোব্বো। আসল ব্যাপারটা এই স্যার।

ব্যাসানিও। আমি জানি তোমাকে। ঠিক আছে, তোমার আবেদন মঞ্জুর করলাম। তোমার মনিব শাইলকের সঙ্গে আজ আমার কথা হয়েছে। তিনি তোমায় ছাড়তে চেয়েছেন। অবশ্য একজন ধনী ইহুদীর কাছে চাকরি করার থেকে আমার মত একজন গরীব ভদ্রলোকের কাছে চাকরি করাটাকে তুমি

boiRboi.net

যদি ভাল বলে মনে করো।

ল্যান্সলট। একটা পুরনো প্রবাদবাক্য আছে যাতে শাইলকের সঙ্গে আপনার পার্থক্যটা বেশ বোঝা যাবে। প্রবাদবাক্যটা হলো এই যে, আপনার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু নেই, আর শাইলকের আছে অনেক কিছু; কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেই তার উপর।

ব্যাসানিও। বাঃ, তুমি বেশ কথা বলতে পার দেখছি। যান আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে চলে যান, গিয়ে পুরনো মনিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার বাসা খুঁজে বার করে নেবেন। (একজন ভৃত্যের প্রতি) ওকে একটা তকমা দাও। ভাল করে দেখে দাও।

ল্যান্সলট। চল বাবা। হলো ত, তোমরা ভাবতে আমি চাকরি পেতে পারি না। পাব কি করে, আমার কি কথা বলার ক্ষমতা আছে? (হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে) যদি সারা ইটালির মধ্যে কোন লোকের সুন্দর কোন বইএর টেবিল থাকে তাহলে আমার এই মালিকের ঘরেই থাকবে আর তাতে হবে আমাই লাভ। শোন বলি, এই ইটালিয় জীবনযাত্রা খুব সরল। তবে স্ত্রীর সংখ্যা কিছু বেশী। পনেরটা স্ত্রী একটা লোকের পক্ষে এমন কিছু না। যদি কোন লোক এগারোটা বিধবা আর নটা কুমারী মেয়ে নিয়ে ঘর করে তাহলে বলতে হবে তার জীবনযাত্রা সরল এবং সাদাসিধে। আর যদি সে গোটাতিনেক মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারে তাহলেও তার পক্ষে ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাওয়া এমন কিছু কঠিন হবে না। নিয়তি যদি নারী হয় তাহলে নারীই হবে ভাগ্যলাভের যন্ত্র। চল বাবা। আমি এক নিমেষেই ইহুদীটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব।

(ল্যান্সলট ও বৃদ্ধ গোব্বোর প্রস্থান)

ব্যাসানিও। দেখ লিওনার্দো। ভাল করে ভেবে দেখ। এইসব জিনিস-গুলো দেখেশুনে কেনা হলেই এগুলো খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে। আজ রাত্রে আমি আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় অতিথির সঙ্গে ভোজসভায় মিলিত হব। যাও তুমি।

লিওনার্দো। আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না তাতে।

গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। কোথায় তোমার মনিব?

ল্যান্সলট। ঐ যে, ওখানে উনি পায়চারি করছেন। (প্রস্থান)

গ্র্যাশিয়ানো। মাননীয় ব্যাসানিও।

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো!

গ্র্যাশিয়ানো। তোমার কাছে আমার আবেদন আছে।

ব্যাসানিও। তা মঞ্জুর হয়ে গেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। আমি তোমার

boiRboi.net

সঙ্গে বেলমঁতে যাবই।

ব্যাসানিও। কেন, নিশ্চয় তুমি যাবে। তবে শোন গ্র্যাশিয়ানো, তুমি বড় উদ্দাম, বড় রূঢ় এবং যেখানে সেখানে যা তাই বলে ফেল। তোমার যেসব দোষগুলো তোমার মধ্যে বেশ ভালভাবে খাপ খেয়ে গেছে এবং যেগুলো আমাদের চোখে দোষ বলে মনেই হয় না, যারা তোমায় চেনে না তাদের সেগুলো খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে। আমার কথা শোন, একটু কষ্ট করে তোমার এই উত্তপ্ত প্রকৃতির সঙ্গে একটু শালীনতার শীতলতা মিশিয়ে নাও। তা না হলে তোমার এই চঞ্চল ও অপরিণামদর্শী প্রকৃতি আর রূঢ় ও উদ্দাম ব্যবহারের জন্য আমাকেও সেখানকার লোকে ভুল বুঝতে পারে। সুতরাং সেখানে যে আশা নিয়ে যাচ্ছি সেখানে সে আশা পূরণ নাও হতে পারে।

গ্র্যাশিয়ানো। সিগনিয়র ব্যাসানিও শোন। যদি আমি ভালভাবে উপযুক্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে না পারি, যদি আমি সম্মানের সঙ্গে কথা বলতে না পারি, এবং কথায় কথায় যা তাই বলে ফেলি বা শপথবাক্য উচ্চারণ করি পকেটে প্রার্থনা পুস্তক রেখে, তাহলে আপত্তি করতে পার। কিন্তু আর না, এখন আমার চোখে মুখে দেখবে গুণের মহিমা। সুতরাং এখন তোমার টুপী উঠিয়ে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বল, তথাস্তু। এখন যথাযোগ্য ভদ্রতার সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং আমাকে এমন একজন দুঃখবাদী দার্শনিক হিসেবে মনে করবে যে বুড়োদের খুশি করতে পারবে। তা যদি না পারি তাহলে আমায় আর কখনো বিশ্বাস করবে না।

ব্যাসানিও। ঠিক আছে, আমরা তোমার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

গ্র্যাশিয়ানো। কিন্তু আজকের রাতটা ছেড়ে দাও। আজ রাতে আমি কি করি না করি তা যেন তুমি বিচার করো না।

ব্যাসানিও। না না, ও কথা ছেড়ে দাও। আমি তোমায় বরং আরও সাহসের সঙ্গে ভাল করে আমোদ প্রমোদ করতে বলব কারণ আমাদের অতিথি বন্ধুরা আজ আনন্দের জন্যই আসছেন। যাক, এখনকার মত বিদায়। আমার কিছু কাজ আছে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমাকে এখন লরেঞ্জো ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে যেতে হবে। কিন্তু নৈশভোজনের সময় আবার দেখা হবে। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। শাইলকের বাড়ি।

জেসিকা ও ল্যান্সলটের প্রবেশ

জেসিকা। তুমি আমার বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে, এতে আমি সত্যিই দুঃখিত। আমাদের বাড়িটা যেন আস্ত নরক; একমাত্র তুমিই তোমার হাসি খুশি দিয়ে এ বাড়ির ক্লান্তিকর অস্বস্তির কিছুটা দূর করে দিতে। যাই হোক, যাচ্ছ যখন বিদায়। এই নাও একটা ডুকেট। আর একটা কথা ল্যান্সলট, শীঘ্রই নৈশভোজনের সময় তুমি তোমার নতুন মালিকের অতিথি

BanglaBook.net

হিসাবে লরেঞ্জোকে দেখতে পাবে। তাকে এই চিঠিটা দেবে। তবে খুব গোপনে একাজ করবে। সুতরাং এখন বিদায়। আমি চাই না আমার বাবা তোমার সঙ্গে আমার এই কথা বলা দেখে ফেলুক।

ল্যান্সলট। বিদায়। চোখের জলে কথা ভারী হয়ে আসছে। তুমি হচ্ছ পেগানদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী, ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে মধুরস্বভাবা। কিন্তু যদি কোন খৃষ্টানের সঙ্গে তোমার বিয়ে না হয় তাহলে একেবারে ঠকে যাবে। এখন বিদায়। এখন চোখের জলে আমার মানবোচিত তেজের অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিদায়।

জেসিকা। বিদায় ল্যান্সলট। আমি আমার পিতার সন্তানরূপে পরিচয় দিতে লজ্জা পেয়ে কী ভয়ঙ্কর পাপের কাজই না করছি। কিন্তু এটা ত ঠিক, আমি রক্তের দিক থেকে আমার পিতার সন্তান হলেও তার স্বভাবের দিক থেকে না। ও লরেঞ্জো, যদি তুমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করো তাহলে আমি আমার সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করব এবং তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী হব। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

গ্র্যাশিয়ানো, লরেঞ্জো, স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

লরেঞ্জো। না, নৈশভোজনের সময় আমরা একবার হঠাৎ সরে পড়ব। আমার বাসায় এসে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থাকব। তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে যাব।

গ্র্যাশিয়ানো। আমরা কিন্তু তার জন্য কোন আয়োজন করিনি।

স্যালারিও। আমরা এখনো পর্যন্ত মশালবাহকদের সঙ্গে কোন কথা বলিনি।

সোলানিও। যদি এটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয় তাহলে সেটা খারাপই হবে। তার থেকে না কথাই বরং ভাল।

লরেঞ্জো। এখন মাত্র বেলা চারটে বাজে। এখনো তৈরি হয়ে নিতে দু ঘণ্টা সময় আছে।

একটি চিঠি হাতে ল্যান্সলটের প্রবেশ

এস বন্ধু ল্যান্সলট। কি খবর?

ল্যান্সলট। চিঠিটা খুললেই বুঝতে পারবেন এবং খুশি হবেন।

লরেঞ্জো। আমি জানি এটা একটা সুন্দর খাম। যে হাত এই খাম লিখেছে সে হাত এর কাগজের থেকেও সুন্দর।

গ্র্যাশিয়ানো। প্রেমপত্র নিশ্চয়ই।

ল্যান্সলট। এবার তাহলে আসি স্যার।

লরেঞ্জো। এখন কোনদিকে যাবে?

ল্যান্সলট। এখন আমি আমার পুরনো মনিবের কাছ থেকে বিদায় নেব তারপর আমার নতুন খৃষ্টান মনিবের কাছে নৈশভোজন করব।

boiRboi.net

লরেঞ্জো। এধারে এস। এটা নাও। জেসিকাকে বলবে তার প্রতি আমার প্রতিশ্রুতি আমি কখনই ভঙ্গ করব না। তবে কথাটা গোপনে বলবে ; এখন যাও। (ল্যান্সলটের প্রস্থান) আজ রাত্রে মুখোশনৃত্যের জন্য তৈরি হবে কি ? আমি তাহলে মশাল বাহকের কাজ করব।

স্যালারিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেখানে সোজা চলে যাব।

সোলানিও। আমিও যাব।

লরেঞ্জো। তাহলে কয়েক ঘণ্টা পরে গ্র্যাশিয়ানোর বাসায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবে।

স্যালারিও। তাহলে ত ভালই হয়। আমরা নিশ্চয়ই দেখা করব।

(স্যালারিও ও সোলানিওর প্রস্থান)

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা ও চিঠিটা জেসিকার কাছ থেকে এসেছে না ?

লরেঞ্জো। তোমাকে অবশ্যই সব কথা খুলে বলতে হবে। আমি তাকে তার বাবার বাড়ি থেকে কিভাবে উদ্ধার করব সেবিষয়ে আলোচনা করেছে এ চিঠিতে। সে লিখেছে, কী পরিমাণ সোনা ও মণিমুক্তো তার কাছে আছে, ক'জন চাকর তার হাতে আছে। আরও লিখেছে যদি তার বাবা ইহুদী স্বর্গলাভ করতে পারে ত তার মেয়ের জন্যেই পারবে। সে একজন নাস্তিক ইহুদীর কন্যা এই অজুহাতে তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হচ্ছে—এর আগে কখনো এরকম বিপদে পড়েনি। এস আমার সঙ্গে। পথে যেতে যেতে চিন্তা করো কি করা যায়। সুন্দরী জেসিকার সৌন্দর্যের আলোই জ্বলন্ত মশাল রূপে আমায় পথ দেখাবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। শাইলকের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

শাইলক ও ল্যান্সলটের প্রবেশ

শাইলক। ঠিক আছে। কিছুদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। তোমার চোখ দিয়ে দেখেই বুঝতে পারবে, বুড়ো শাইলক আর ব্যাসানিওর মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? কিন্তু জেসিকা—তুমি কি আগে যেমন আমার সঙ্গে……তেমন করবে না। শুধু নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে আর……শোন জেসিকা, আমার কথার উত্তর দাও।

ল্যান্সলট। কেন, জেসিকা !

শাইলক। কে তোমায় ডাকতে বলেছে ? আমি তোমায় ডাকতে বলিনি।

ল্যান্সলট। আপনি তাড়াতাড়ি করছিলেন। তাই শুনে আমি না ডেকে পারলাম না।

জেসিকার প্রবেশ

জেসিকা। আমায় ডাকছ ? কি বলবে ?

শাইলক। আমার রাতের খাওয়ার নেমন্তন্ন আছে জেসিকা। এই আমার সব চাবি রইল। কিন্তু কোথায় যাব ? ওরা আমায় ভালবেসে ডাকে না।

boiboi.net

আমাকে তোষামোদ করে। তবু কিন্তু আমি যাব, অমিতব্যয়ী খৃষ্টানদের কিছু খসিয়ে বা খরচ করে আসব। জেসিকা মা আমার, বাড়ি ঘর দেখবে। আমার কিন্তু মোটেই মন সরছে না। কারণ গতরাতে একটা অস্বস্তি আমার বিশ্রামের নিবিড়তাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। গতরাতে আমি আমার টাকার কলের স্বপ্ন দেখেছি।

ল্যান্সলট। আমি বলছি স্যার আপনি যান। আমার তরুণ মনিব এমন-ভাবে লক্ষ্য রাখছেন যে তিনি অবশ্যই আপনার বকুনি খাবেন।

শাইলক। আমিও তাই মনে করি।

ল্যান্সলট। আমার মনে হয় তারা ষড়যন্ত্র করেছে একসঙ্গে। আমার যতদূর মনে হয় আপনি মুখোশ নৃত্য দেখবেন না। যদি তা দেখেন, তাহলে মনে রাখবেন আমার একবার সকাল ছটার সময় 'ব্ল্যাক মনডে' দেখতে গিয়ে নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে, আর একবার বিকালে 'এ্যাশ ওয়েডনেসডে' দেখতে গিয়ে ঝগড়া হয়।

শাইলক। কী, ওখানে আবার মুখোশ নৃত্য হচ্ছে নাকি। শোন জেসিকা, বাড়ির দরজাগুলো সব তালা বন্ধ করে দাও। আর যখনি তুমি ঢাকের শব্দ আর লম্বা ঘোরানো বাঁশির সুর শুনবে তখন জানালার কাছে যাবে না অথবা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রাস্তায় তাকিয়ে চকচকে মুখওয়ালা বোকা খৃষ্টান-গুলোকে দেখবে না। তার চেয়ে কামারবাড়ির সব জানালাগুলো বন্ধ করে দেবে। এইসব উচ্ছল চটুল নাচগানের শব্দ যেন আমার বাড়িতে না ঢোকে। জ্যাকবের নামে শপথ করে বলছি, আজ রাতে ভোজসভায় যোগদান করার মত মন আমার নেই। তবু আমি একবার যাব। কই, আমার আগে আগে চল দেখি। আমি এখনি চলে আসব।

ল্যান্সলট। আমি আগে যাব স্যার। আচ্ছা দিদিমণি, তুমি তাহলে মুখ বাড়িয়ে দেখ জানালা দিয়ে আমরা কেমন করে যাচ্ছি।

এই পথে এইখানে একজন খৃষ্টান আসবেই।
ইহুদীকন্যার এক প্রেমময় অন্তর সে কাড়বেই। (প্রস্থান)

শাইলক। হাঘরের হাভাতের বেটা লোকটা কি বলল রে?

জেসিকা। ও বলল, বিদায় দিদিমণি। আর কিছু না।

শাইলক। বেটার মনটাতে দয়া মায়া আছে। কিন্তু খুব বেশী খায়, আর দিনের বেলায় বনবিড়ালের থেকে বেশী ঘুমোয়। আমার বাড়িটা ত আর অলস অন্যের শিরে বসে খাওয়া পুরুষ মোমাছির মৌচাক বা আস্তানা নয়। সুতরাং ওকে আমায় ছাড়তেই হল আর ও এখান থেকে যাচ্ছে এমন এক-জনের কাছে যার ঋণ করা টাকা ফুরিয়ে যেতে ও সাহায্যই করবে। আচ্ছা জেসিকা, তুমি ভিতরে যাও। হয়ত আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো। যা যা বলেছি সব করবে। দরজাগুলো সব বন্ধ করে দাও। যেমন বাঁধবে

pathagar.net

তেমনি পাবে এ প্রবাদবাক্যটা কখনো পুরনো হয় না। (প্রস্থান)

জেসিকা। বিদায়। কিন্তু আমিও বলে দিচ্ছি, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে দেখবে তোমার মেয়ে আর নেই।

ষষ্ঠ দৃশ্য। ভেনিস। শাইলকের বাড়ির সম্মুখস্থ স্থান।

মুখোশধারীদের সঙ্গে গ্র্যাসিয়ানো ও স্যালারিওর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। এই সেই গারদখানার মত বাড়িটা যার তলায় লরেঞ্জো আমাদের দাঁড়াতে বলেছিল।

স্যালারিও। তার আসার সময় ত প্রায় কেটে গেছে।

গ্র্যাশিয়ানো। এটা সত্যিই আশ্চর্যের কথা যে, সে একজন প্রেমিক হয়েও ঠিক সময়ে এল না, কারণ সাধারণতঃ প্রেমিকরা ত ঘড়ির আগে আগে যায়।

স্যালারিও। প্রেমদেবতা ভেনাসের পায়রার থেকে দশগুণ দ্রুতগতি হয়, প্রেমিকরা যখন তারা তাদের প্রেমিকাদের অনুকম্পালাভের জন্য তাদের কাছে যায়।

গ্র্যাশিয়ানো। তা বটে। তবে কে আবার কোন ভোজসভায় প্রচুর খাওয়ার পর সমান ক্ষিদে নিয়ে খেতে বসে? এমন কোন ঘোড়া আছে কি যে তার অতিক্রান্ত পথ ক্লান্তভাবে সমান উদ্যমে আবার অতিক্রম করে? সব ব্যাপারেই দেখবে মানুষ যে উদ্যম নিয়ে কোন কিছু লাভের জন্য চেষ্টা করে ঠিক সেই উদ্যম নিয়ে তা ভোগ করতে পারে না। আরও দেখবে পুরাণের সেই অমিত-ব্যয়ী উচ্ছল যুবকের মত কোন জাহাজ পাল তুলে তার দেশের বন্দর যে উদ্যম নিয়ে ত্যাগ করে, অজস্র ঝড়ের প্রহারে জর্জরিত হয়ে সে যখন আবার ফিরে আসে তখন কি তার সে উদ্যম থাকে, তার দেহটাও কি সেই অনেক কষ্ট-খাওয়া পোড়-খাওয়া অমিতব্যয়ী ছোকরার মত শুকনো ও হাড়-জিরজিরে হয়ে যায় না?

লরেঞ্জোর প্রবেশ

স্যালারিও। এই যে লরেঞ্জো এসে গেছে, এরপর আমার কথা হবে।

লরেঞ্জো। বন্ধুগণ, আমার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করে যে ধৈর্য তোমরা দেখিয়েছ তারজন্য সত্যিই ধন্যবাদ তোমাদের। তবে আমি ইচ্ছে করে দেরি করিনি, আমার কতকগুলো জরুরী কাজের জন্যই দেরি হয়ে গেল আর তারজন্যই অপেক্ষা করতে হলো তোমাদের। তোমরা যখন স্ত্রীচুরির খেলা খেলবে তখন আমিও ততক্ষণ ধরেই তোমাদের খেলা দেখব যতক্ষণ তোমরা আমার জন্য অপেক্ষা করেছিলে। এগিয়ে এস। এই বাড়িতেই আমার শ্বশুর ইহুদী থাকে। কই, কে আছ ভিতরে?

পুরুষের পোষাক পরিহিত অবস্থায় জেসিকার উপরের জানালায় আবির্ভাব

জেসিকা। কে তুমি? ঠিক করে বল আমায়। তোমার কথা শুনেই চিনতে পারব আমি।

লরেঞ্জো। আমি হচ্ছি তোমার প্রণয়পাত্র লরেঞ্জো।

জেসিকা। লরেঞ্জো, সত্যি তুমি? আমার ভালবাসার ধন। পৃথিবীতে তোমার মত আর কাউকে ভালবাসি না আমি। আর আমি যে একমাত্র তোমারি একথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

লরেঞ্জো। একমাত্র ঈশ্বর আর তোমার মনই জানে তুমি কার।

জেসিকা। এই কৌটোটা ধর। এতে আমাদের সব কষ্টের দাম পুষিয়ে যাবে। এখন রাত্রি এবং সেইজন্য তুমি আমায় ঠিক মত দেখতে পাচ্ছ না; এতে আমি খুশিই হয়েছি, একরকম ভালই। অবশ্য প্রেমমাত্রই অন্ধ এবং প্রেমিকরা তাদের ছোটখাটো কত বোকামির কাজ দেখতেই পায় না। প্রেমদেবতা যদি অন্ধ না হত, যদি সে সবকিছু দেখতে পেত তাহলে আমার এই পুরুষের বেশ দেখে সে নিজেই লজ্জায় মলিন হয়ে উঠত।

লরেঞ্জো। নেমে এস। তুমি আমার মশাল ধরবে।

জেসিকা। কী! আমি কি আমার নিজের লজ্জার বস্তুকে আলোক-বর্তিকার দ্বারা নিজেই প্রতিভাত করে তুলব? লজ্জার বস্তুকে কখনো ঢেকে রাখা যায় না; তারা নিজেরাই একদিন প্রকাশিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া প্রেমের কাজই হলো প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ করা। সুতরাং আমি এমনি ছদ্মবেশেই থাকব।

লরেঞ্জো। তাই থেকো প্রিয়তমা। যুবকের সুন্দর পোষাক পরেই থাক। কিন্তু যে বেশেই থাক, চলে এস তাড়াতাড়ি। কারণ রাত্রি বেশ ঘন হয়ে উঠেছে আর পলাতক মানুষের মত দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। তার উপর আমাদের ব্যাসানিওর ভোজসভায় যোগদান করতে হবে।

জেসিকা। আমি খুব তাড়াতাড়ি দরজাগুলোকে খুলে বেরিয়ে আসছি। আরো কিছু টাকা-কড়ি নিয়ে আমি সরাসরি এখনি চলে আসছি তোমার কাছে। (উপরের জানালা হতে জেসিকার অন্তর্ধান)

গ্র্যাসিয়ানো। এখন সে এমনই শান্ত হয়ে উঠেছে যে সত্যি কথা বলতে কি, এখন তাকে দেখে ইহুদী বলে মনেই হয় না।

লরেঞ্জো। সে যেই হোক আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি। কারণ সে বিজ্ঞ; আমার বিচারবুদ্ধি বলে যদি কোন জিনিস থাকে তাহলে একথা আমি অস্বীকার করতে পারি না। আমার চোখের দৃষ্টির মধ্যে যদি কোন সততা থাকে তাহলে বলতে হয় সে সুন্দর। আর সে যে সত্যবাদী তা আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সে বিজ্ঞ এবং বিদুষী, সে সুন্দরী এবং সত্যবাদী। সুতরাং সে আমার আত্মার সিংহাসনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

নীচে জেসিকার প্রবেশ

কী, তুমি এসে গেছ? চল, চল, তোমরা সব চল। আমাদের নাচের সাথী এসে গেছে। (জেসিকা ও স্যালারিওর সঙ্গে লরেঞ্জোর প্রস্থান)

boiRboi.net

এ্যাণ্টনিওর প্রবেশ

এ্যাণ্টনিও। কে ওখানে ?

গ্র্যাশিয়ানো। সিগনিয়র এ্যাণ্টনিও ?

এ্যাণ্টনিও। হি, হি, গ্র্যাশিয়ানো, বাকি সব গেল কোথায় ? এখন ন'টা বাজে ; আমাদের বন্ধুরা সব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ রাতে আর মুখোশনাচ হবে না। ঝড় আসছে। এইমাত্র ব্যাসানিও জাহাজে চড়বে। আমি তোমাকে খোঁজার জন্য কুড়ি জন লোক পাঠিয়েছি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি তাতে খুশি। জাহাজে চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন আনন্দ আমি চাই না। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

বাদ্যধ্বনি। মরোক্কোর যুবরাজ ও তার দলবলের সঙ্গে পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। যাও, পর্দাটা সরিয়ে দাও আর এই মহান যুবরাজকে কৌটোগুলো দেখাও। এবার আপনি পছন্দ করুন।

যুবরাজ। প্রথম কৌটোটি হচ্ছে সোনার এবং এর উপর লেখা আছে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে, সে পাবে বহু লোকের আকাংখিত এক বস্তু।' দ্বিতীয়টি হচ্ছে রূপোর, যার উপর লেখা আছে একটি প্রতিশ্রুতির কথা, 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে পাবে তার যথাযোগ্য যোগ্যতার দাম।' তৃতীয়টি হচ্ছে পুরো সীসে দিয়ে তৈরি যাতে একটি সতর্কবাণী লেখা আছে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব হারাতে হবে।' কেমন করে আমি জানব, কোনটা পছন্দ করা ঠিক হবে।

পোর্শিয়া। এরমধ্যে একটাতে আমার একটা ছবি আছে যুবরাজ। সেটা পছন্দ করলে আমি তোমারি হব।

যুবরাজ। আমার দ্বিধাবিচারবুদ্ধিকে চালিত করার জন্য কোন দেবতার প্রয়োজন। যাইহোক, লেখাগুলো আর একবার ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। সীসের কৌটোটা কি বলে ? 'যে আমাকে পছন্দ করবে তাকে তার যথাসর্বস্ব দিতে হবে ও হারাতে হবে।' দিতে হবে—কি জন্য সীসের জন্য ? সামান্য সীসের জন্য সবকিছু হারাতে হবে ! এই কৌটোটা পরিষ্কার ভীতি প্রদর্শন করছে ; বড় বড় ও ভাল ভাল সুযোগ সুবিধার আশাতেই মানুষ অনেক কিছু হারাবার ঝুঁকি নেয়। সোনার মত মূল্যবান কোন মন কখনো বাজে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। আমিও সামান্য সীসের জন্য কোন কিছু দেবও না বা হারাবও না। রূপোর কৌটোটা কি বলে তার কৌমার্যশুভ্র বর্ণের চাকচিক্য নিয়ে ? বলে, 'যে আমাকে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতার উপযুক্ত মূল্য পাবে।' যতটুকুর সে যোগ্য ঠিক ততটুকুই পাবে ? থাম থাম মরোক্কোর যুবরাজ, সমমূল্যের বস্তুর মাপকাঠিতেই তোমার মূল্য যাচাই করা উচিত। ঠিকমত যদি তোমার মূল্য যাচাই হয় তাহলে বলতে হয় তুমি

অনেক কিছুর যোগ্য, তোমার যোগ্যতা অনেক; কিন্তু সেই অনেক কিছু কেবলমাত্র ওই নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তবু যদি ভয়ে এই নারীকেই আমার যোগ্যতার চরম মূল্য বলে মনে করি তাহলে আমার দুর্বল মনেরই পরিচয় দেওয়া হবে। আমি ঠিক যতটুকু পাবার যোগ্য ঠিক ততটুকুই পাব। কিন্তু একমাত্র নারী ছাড়া আর কিছুর কি আমি যোগ্য নই? আমার উচ্চ বংশমর্যাদা, আমার অতুলনীয় ধনসম্পদ, আমার সহজাত গুণাবলী—বিশেষ করে আমার অকৃত্রিম প্রেম—এইসব দিক দিয়েই ত আমি তার যোগ্য। যদি আমি আর না এগিয়ে এই কৌটোটাকেই পছন্দ করি? কিন্তু সোনার কৌটোটার গায়ে কি কথা খোদাই করা আছে তা আর একবার দেখা যাক। লেখা আছে, 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে সকলের আকাঙ্খিত ধনকে পাবে। তাহলে এ কি সেই নারী জগতের, অসংখ্য মানুষ যাকে কামনা করে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য মানুষ এই মানবদেহধারিণী দেবীর বেদীতলকে চুম্বন করার জন্য দলে দলে ছুটে আসে। কত যুবরাজ হাইক্রেন ও আরবের বিশাল মরুভূমি পার হয়ে এসে পোর্শিয়ার একবার দেখা পাবার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। সুন্দরী পোর্শিয়াকে দেখার জন্য দলে দলে যে সব বিদেশীরা আসে সীমাহীন সমুদ্রের গগনচুম্বী তরঙ্গমালাও তাদের গতিরোধ করতে পারে না। বরং ওইসব ভয়াবহ সমুদ্রকে তারা ছোট ছোট নদী বলে মনে করে। এই তিনটে কৌটোর একটাতে সেই সুন্দরী পোর্শিয়ার এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরা ছবি আছে। সীসের কৌটোটাতেই কি সেই ছবি আছে? এই নীচ কথাটা ভাবাও পাপ। কবরের মধ্যে তার মত একটা জীবন্ত মানুষের কাপড় খুঁজতে যাওয়া খুবই অন্যায়। অথবা যদি ভাবি সে আছে এই রূপোর কৌটোর মধ্যে, তাই বা কেমন করে হয়। যে রূপো পাকা খাঁটি সোনার থেকে দশগুণ কমদামী তার মধ্যে তাকে আশা করাও একরকম পাপের কাজ। এত মূল্যবান এক রত্ন কখনো সোনার থেকে কম মূল্যবান জিনিসে থাকতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে একধরনের মুদ্রা পাওয়া যায় যাতে সোনার ছাপ মারা এক দেবদূতের ছবি আছে। কিন্তু তাতে দেবদূতের ছবিটা খোদাই করা মাত্র। আর এখানে এক দেবদূত এর ভিতরে শুয়ে আছে এক স্বর্ণশয্যায়। দাও আমাকে এই কৌটোটার চাবি দাও। আমি এটাকে বেছে নিলাম। আর এর দ্বারাই যতদূর পারি আমি সমৃদ্ধ হতে চাই জীবনে। পোর্শিয়া। এই নাও দেখ যুবরাজ, এর ভিতর আমার কোন চিহ্ন বা প্রতিকৃতি আছে কিনা। যদি তা থাকে তাহলে আমি হব তোমারি।

(যুবরাজ সোনার কৌটোটি খুলল)

যুবরাজ। হায়! কী দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে! একেবারে খালি, মৃত্যুর মত শূন্য। শুধু তার মাঝে গুটোন রয়েছে একটুকরো কাগজ। দেখি কি লেখা আছে এর মধ্যে।

যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়
একথা বহুবার বহু লোককে বলতে শুনেছ ;
আমার বহিরঙ্গকে শুধু দেখার জন্য
বহু লোক তাদের জীবন ত্যাগ করেছে।
তাদের সমাহিত মৃতদেহকে পোকায় কেটেছে দীর্ঘদিন ধরে।
তোমার বয়স কম হলেও বিচারবুদ্ধিতে তুমি যদি
প্রাচীন হতে তাহলে কখনই এটা পছন্দ করতে না।
যাই হোক বিদায়।
কারণ তোমার প্রেমনিবেদন অতীব ভ্রান্তিশীতল।

সত্যিই ভুল এবং আমার সব শ্রমের ফল বিনষ্ট হলো। সুতরাং বিদায় যত আনন্দের উত্তাপ, এবার আসুক শুধু দুঃখের কুয়াশা। বিদায় পোর্শিয়া, আমার অন্তর দুঃখে এমনই ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন যে আমি যেতেই পারছি না। যাদের এইভাবে পরাভব মেনে নিতে হয় তাদের এমনি ভারাক্রান্ত হৃদয়েই বিদায় নিতে হয়।

(দলবলসহ মরোক্কোর যুবরাজের প্রস্থান। বাদ্যধ্বনি)

পোর্শিয়া। যাক বাবা বাঁচলাম। পর্দাটা টেনে দাও। তারপর চলে যাও। এইভাবে আমার সব প্রার্থিপ্রার্থীই যেন আমাকে বেছে নেয়।

অষ্টম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

স্যালারিও ও সোলানিওর প্রবেশ

স্যালারিও। কি বলছ! আমি ব্যাসানিওর জাহাজ ছাড়তে দেখেছি। তার সঙ্গে গ্র্যাশিয়ানোও গেছে।

সোলানিও। শয়তান ইহুদীটা চেঁচামেচি করে ডিউককে জাগিয়ে তোলে। ডিউকও তার সঙ্গে ব্যাসানিওর জাহাজে তদন্ত করার জন্য যায়।

স্যালারিও। তার আসতে খুব দেরি হয়ে গিয়েছিল। তখন জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তখন ডিউক আবার খবর পান যে শহরের কোন এক গণ্ডোলাতে লরেঞ্জো আর তার প্রিয়তমা জেসিকাকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তাছাড়া এ্যান্টনিও ডিউককে বলেছে, তারা নেই।

সোলানিও। রাজপথে চীৎকার করে বেড়ানো ঐ ইহুদী কুকুরটার মত এমন বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ আবেগ আর কখনো কারো দেখিনি। ও বলে বেড়াচ্ছিল, 'আমার মেয়ে', 'আমার ডুকেট!' 'হায়, হায়, আমার মেয়ে একজন খৃষ্টানের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। হায় আমার খৃষ্টান ডুকেট। হে আইন, হে বিচার! আমার মেয়ে আর ডুকেট উদ্ধার করে দাও। একটা নয়, দুটো সীলকরা টাকার থলি, আমার কাছ থেকে আমার মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাছাড়া আছে রত্ন—দু দুটো মূল্যবান পাথর, তাও চুরি করেছে আমার মেয়ে। হে বিচার, যেমন করে হোক আমার মেয়েকে খুঁজে বার করো। এই সব রত্ন

পাথর ও টাকা তার কাছেই আছে।'

স্যালারিও। ভেনিসের পথে পথে সে যখন এইভাবে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে, শহরের সব ছেলেগুলো তার পিছু নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলছে, আমার রত্ন, আমার মেয়ে, আমার টাকা।

সোলানিও। দেখ আবার এ্যান্টনিও কি করে। ও আবার এর ক্ষতিপূরণ দিতে যাবে না ত।

স্যালারিও। মনে করে দিয়েছ ভালই করেছ। গতকাল এক ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক বললেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মাঝখানে সমুদ্রের যে প্রণালী আছে তাতে আমাদের দেশের এক পণ্যবাহী জাহাজ ডুবে গেছে। সে যখন আমায় কথাটা বলছিল তখন আমার এ্যান্টনিওর কথা মনে পড়ল। তবে মনে মনে ভগবানকে জানালাম, এ জাহাজ যেন এ্যান্টনিওর না হয়।

সোলানিও। তুমি যা শুনেছ তা এ্যান্টনিওকে বললে ভাল করতে। তবে হঠাৎ কিছু বলে বসো না। তাতে ও দুঃখ পেতে পারে।

স্যালারিও। এ্যান্টনিওর থেকে বেশী দয়ালু কোন লোক পৃথিবীতে কোনদিন এসেছে বলে আমার জানা নেই। এ্যান্টনিওর কাছ থেকে ব্যাসানিওর বিদায় নেবার দৃশ্যটা আমি দেখেছি। ব্যাসানিও তাকে বলল, সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে আসবে। তখন এ্যান্টনিও উত্তর করল, তা করো না, আমার জন্য তোমার কাজের ক্ষতি করো না। তোমার কাজ ভালভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি সেখানে থাকবে। ইহুদীর কাছে ঋণের যে বন্ধকী আছে, তুমি তোমার প্রেমের কথা ছেড়ে তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না। মনটাকে খুশি রাখবে, সেখানে তুমি এমন চিন্তা করবে এবং প্রেমের এমন সব বহিঃপ্রকাশের পরিচয় দেবে যা তোমাকে সেখানে উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে এবং যাতে তোমার বিয়েটাও হয়ে যেতে পারে। কথা বলতে বলতে জলে ভরে উঠল এ্যান্টনিওর চোখগুলো। সেই অবস্থায় মুখ ঘুরিয়ে এক আশ্চর্য মমতাপূর্ণ স্নেহের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করল ব্যাসানিওর সঙ্গে। এইভাবে তারা বিদায় নিল পরস্পরের কাছ থেকে।

সোলানিও। আমার মনে হয় ও যেন ব্যাসানিওর জন্যেই বেঁচে আছে। ব্যাসানিওর প্রতি তার ভালবাসার খাতিরে যেটুকু দরকার ও যেন ঠিক ততটুকুই ভালবাসে পৃথিবীকে। আমার অনুরোধ, চল দেখি, তাকে খুঁজে বার করি। তারপর কিছু না কিছু আনন্দ বা হাসি দিয়ে তার দুঃখের বোঝাটা কিছু হালকা করি।

স্যালারিও। চল তাই করি। (উভয়ের প্রস্থান)

boiRboi.net

নবম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

নেরিসা ও একজন ভৃত্যের প্রবেশ

নেরিসা। নাও, দয়া করে তাড়াতাড়ি করো দেখি। পর্দাটা সরিয়ে দাও। এখনি আরাগনের যুবরাজ আসছেন তাঁর নির্বাচনের কাজ সারতে।

বাদ্যধ্বনি। দলবলসহ আরাগনের যুবরাজ ও পোর্শিয়ার প্রবেশ

পোর্শিয়া। দেখুন যুবরাজ, এই সব কৌটোগুলো রয়েছে। আপনি যদি এর মধ্যে এমন একটি কৌটোকে বেছে নিতে পারেন যার মধ্যে আমি আছি কোন না কোনভাবে তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আর যদি তা না পারেন তাহলে আর কোন কথা না বলে এখনি এখান থেকে চলে যেতে হবে আপনাকে।

যুবরাজ। এবিষয়ে আমি তিনটি প্রতিজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি। প্রথমতঃ আমি যে কৌটোটা বেছে নেব সেটা কারো কাছে খুলে দেখানো চলবে না। দ্বিতীয়তঃ যদি আমি ঠিক কৌটোটা বাছাই করতে না পারি তাহলে জীবনে আমি বিয়ের ব্যাপারে অন্য কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে কোন কথা বলব না। তৃতীয়তঃ যদি আমি আমার ভাগ্যপরীক্ষায় ব্যর্থ হই তাহলে আমি এখান থেকে তৎক্ষণাৎ চলে যাব।

পোর্শিয়া। যারাই এখানে আমার মত এক অযোগ্য মেয়ের জন্য এতবড় ঝুঁকি নিতে আসে তারাই এই শপথগুলো করে।

যুবরাজ। এইভাবে আমিও তাই করেছি। ভাগ্যদেবী যেন আমার অন্তরের আশা সফল করেন। সোনা, রূপো আর সীসের তিনটি কৌটো আছে। একটাতে বলেছে, 'যে আমাকে বেছে নেবে তাকে তার যথাসর্বস্ব দিতে ও হারাতে হবে।' আমি যদি সব হারাই তাহলে তখন তোমার সৌন্দর্য নিয়েই বা কি করব? এবার দেখতে হবে সোনার কৌটোটায় কি লেখা আছে। এতে লেখা আছেঃ 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে পাবে বহু মানুষের আকাংখিত বস্তুকে।' বহু লোকে যা চায় অর্থাৎ সাধারণ জনগণ যা চায় তা কখনো ভাল হতে পারে না, কারণ সাধারণ মানুষ উপরকার রূপ দেখেই বিচার করে। তাদের চোখে যা ভাল লাগে তারা তাই পছন্দ করে, তার বেশী কিছু না। সাধারণ মানুষ কোন বস্তুর বাইরেটাই বড় করে দেখে, ভিতরটা বা তার আসল স্বরূপটা দেখে না এবং এইভাবে তারা ফাঁকা জায়গায় রোদ বৃষ্টি ঝড় ও বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ঘর নির্মাণ করে। সাধারণ মানুষ যা পছন্দ করে আমি তা পছন্দ করব না, কারণ সাধারণ মানুষের মনের নিচু স্তরে সহসা আমি নেমে গিয়ে বোকা বর্বর জনগণের সমান হতে পারব না। এবার রূপোর কৌটো, তুমি আবার কি বলছ? কি কথা লেখা আছে তোমার মধ্যে বল দেখি। লেখা আছেঃ 'আমাকে যে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুসারে মূল্য পাবে।' ভালই বলা হয়েছে। কারণ কে এমন পৃথিবীতে আছে যে

কোন গুণের পরিচয় না দিয়েই সৌভাগ্য ও সম্মান লাভ করে? পৃথিবীতে কোন অযোগ্য ব্যক্তি যেন কোন সম্মান বা মর্যাদা না পায়। পৃথিবীতে কোন বিশাল ভূসম্পত্তি, কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কোন উচ্চপদের চাকরি কেউ কখনো ফাঁকি দিয়ে অন্যায়ভাবে লাভ করতে পারে না এবং যাঁরাই জীবনে প্রচুর সম্মান ও খ্যাতি পেয়েছেন তাঁরা সকলেই তাঁদের গুণগত যোগ্যতার উপযুক্ত প্রমাণ দিয়েই তা পেয়েছেন। তা যদি না হত তাহলে সবাই বড় হত জীবনে, তাহলে সবাই উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়ে হুকুম করত, হুকুম তামিল করতে কেউ থাকত না, তাহলে সামান্য একজন চাষীও অকারণে প্রভূত সম্মানে ভূষিত হত! তাহলে কালের গর্ভ হতে কত পুরোন অকেজো সম্মান কুড়িয়ে এনে তাকে মেজে ঘষে চকচকে করে নতুন করে নিয়ে বেশ সস্তায় পাওয়া যেত; তার জন্য কোন গুণগত যোগ্যতার প্রয়োজন হত না। যাই হোক, এবার আমার নির্বাচনের কাজটা সারতে হবে। 'যে আমাকে পছন্দ করবে সে তার যোগ্যতা অনুসারেই মূল্য পাবে।' ঠিক আছে, এই কৌটোটাকেই আমি খুলব। দাও, এর চাবিটা দাও। খুলে দেখি আমার ভাগ্যে কি আছে।

(রূপোর কৌটোটা খুলল)

পোর্শিয়া। (স্বগতঃ) এইটা বাছাই করার জন্য যত বেশী সময় তুমি ভাবলে তত মজুরি তুমি পেলে না।

যুবরাজ। কি আছে? মিটমিটে চোখো এক গবেট মূর্খ আমার বিধিনির্দিষ্ট ভাগ্যকে সূচিত করছে? পড়ে দেখি। পোর্শিয়ার সঙ্গে কত তোমার তফাৎ! আমার আশা এবং যোগ্যতার সঙ্গে কোনক্রমেই তুলনা চলে না তোমার। কৌটোটার উপরে লেখা ছিল, 'যে আমাকে বেছে নেবে সে তার যোগ্যতা অনুসারেই দাম পাবে।' কিন্তু এই মূর্খের মাথাটা ছাড়া আর কিছুরই আমি যোগ্য না? এইটাই কি আমার একমাত্র পুরস্কার? এর থেকে আমার দেশের শূন্য মরুভূমিও কি ভাল না?

পোর্শিয়া। দেখুন, আপনি নিজে দোষ করে নিজেই তার বিচার করছেন। মানুষ কখনো নিজের কাজের নিজেই বিচার করতে পারে না। এ দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ কাজ।

যুবরাজ। কি আছে দেখি। (পড়তে লাগল)

'সাতবার আগুনে পরীক্ষা করার জন্যে আমায়
সাতবার পরীক্ষা করে তবে আমায় বাছাই করেছে নির্ভুলভাবে।
এমন অনেক লোক আছে যারা আসল বস্তু ছেড়ে
ছায়াকে চুম্বন করে আর ছায়ার মতই সুখ পায়।
এমন অনেক নির্বোধ আছে যাদের উপরটা
রূপোর মত চকচকে; আর এও ঠিক তাই।
এইবার গ্রহণ করো শয্যাসঙ্গিনী স্ত্রীকে

boiRboi.net

অর্থাৎ আমার মাথাকে ; আমার মাথার দ্বারাই এবার চলবে।
সুতরাং সরে পড় যত তাড়াতাড়ি পার।'

সেই ভাল, কারণ এখানে যত বেশীক্ষণ আমি থাকব ততক্ষণ বোকা রয়ে যাব। আমি যখন এখানে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিলাম তখন আমি একটা বোকার মাথা নিয়েই এসেছিলাম। কিন্তু এখন আমার ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছি দুটো বোকার মাথা। বিদায় সুন্দরী! আমার দুর্ভাগ্য ধৈর্যসহকারে বহন করে আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে যাব। (দলবলসহ প্রস্থান)

পোর্শিয়া। এইভাবে আমার রূপের দীপশিখা আর একটি প্রজাপতিকে পুড়িয়ে মারল। এই সব মূর্খগুলো তাদের স্বেচ্ছাকৃত নির্বুদ্ধিতার প্ররোচনায় অনেক কিছু পেতে এসে সব কিছু হারায়। তারা যে বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা শুধু হারাবার বুদ্ধি, লোকসানের।

নেরিসা। প্রাচীন প্রবাদবাক্যটা তাহলে শুধু কথার কথা না। প্রবাদটা হলো, ফাঁসিকাঠে ঝোলা আর ভাল স্ত্রী পাওয়া দুটোই ভাগ্যের কথা।

একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। দিদিমণি কোথায়?

পোর্শিয়া। এই যে এখানে। তুমি আবার কি বলবে মহাশয়?

ভৃত্য। দিদিমণি, বাড়ির সদর দরজার সামনে একজন ভেনিসীয় যুবক এসেছে তার মনিবের আগমনবার্তা নিয়ে। সৌজন্যমূলক কিছু কথাবার্তার পর সে মূল্যবান উপহারও দিয়েছে। এমন প্রেমের দূত এর আগে আমি কখনো দেখিনি; তার মনিবের আগমনবার্তা নিয়ে আসা এই দূতের মত গ্রীষ্মের কোন মধুর বারতা নিয়ে কোন বসন্ত দিন কখনো আসেনি।

পোর্শিয়া। থাক থাক। খুব হয়েছে। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তার জন্য এত বাক্য ব্যয় করছ যাতে মনে হচ্ছে ও যেন তোমার কোন নিকট আত্মীয়। এস, এস নেরিসা। চল দেখিগে, দ্রুতগতি প্রেমের দূত কিভাবে এসেছে।

নেরিসা। স্বয়ং প্রেমের দেবতা ব্যাসানিও, তোমার বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

সোলানিও ও স্যালারিওর প্রবেশ

সোলানিও। এখন রিয়ালটোর খবর কি?

স্যালারিও। এখনো অবশ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে সেই খবরটাই শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এ্যান্টনিওর একটা পণ্যভরা জাহাজ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সমুদ্রে গুডউইন নামক জায়গায় এক মারাত্মক গুপ্ত পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, জায়গাটা নাকি ভয়ানক

ভাবে বিপজ্জনক এবং আরও বহু বড় বড় জাহাজ বিচূর্ণিত ও সমাহিত হয়ে আছে সেখানে। অবশ্য আমাদের কাছে আসা এই খবরটা যদি সত্যি হয়।

সোলানিও। এ খবর যেন মিথ্যাই হয়। সামান্য আদা চুরির কথা বা তৃতীয় পক্ষের স্বামীর জন্য প্রতিবেশীর কাছে মায়াকান্না কাঁদতে থাকা কোন চটুলা রমণীর শোকের মত মিথ্যা হয় যেন এ খবর। তবে এ খবর সত্যি। কারণ অন্য কোন জাহাজের কথা কারো মুখে শোনা যায়নি বা সাধারণের আলোচনার এমন বিষয়বস্তু হয়ে ওঠেনি। হায় হায়! সৎ এবং সাধু এ্যান্টনিওর কী হলো! তার নামের উপর যদি আমি অন্য কোন শিরোনাম দিতে পারতাম।

স্যালারিও। যাক, এখন থাম ত। শেষ করো তোমার কথা।

সোলানিও। হা! কি বলছ তুমি? কেন, আসল কথা হলো, শেষ কথা হলো, এ্যান্টনিওর জাহাজটা খোয়া গেল।

স্যালারিও। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, এই যেন তার শেষ ক্ষতি হয়।

সোলানিও। এখন তাড়াতাড়ি আমায় 'তথাস্তু' কথাটা বলে নিতে দাও। কারণ আমাদের প্রার্থনার মাঝে আবার কোন শয়তান এসে না পড়ে। কারণ দেখছি, এক ইহুদীর ছদ্মবেশে আসলে শয়তানই এদিকে আসছে।

শাইলকের প্রবেশ

কি খবর শাইলক? ব্যবসায়ীদের সময় এখন কেমন যাচ্ছে?

শাইলক। তোমরা জান, আমার মেয়ের পালিয়ে যাওয়ার খবর ভালভাবেই জান।

স্যালারিও। তা অবশ্য জানি। আমার তরফ থেকে আমি এক দর্জিকে জানি যে তার পালিয়ে যাবার জন্য পাখা তৈরি করে দিয়েছিল।

সোলানিও। আর শাইলক নিজেও জানে পাখিটা কি ধরনের ছিল। ওই জাতের পাখিরা তাদের গর্ভধারিণী মাদের ছেড়ে পালায়।

শাইলক। এর জন্যে সে জাহান্নামে যাবে।

স্যালারিও। হ্যাঁ, সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, শয়তান যদি তার বিচার করে।

শাইলক। আমার রক্তমাংসে গড়া আমারই সন্তান বিদ্রোহ করল!

সোলানিও। বিদ্রোহ কথাটা মরে পচে গেছে, ওকথা ভুলে যাও। আজকালকার দিনে ও কথার কোন মানেই হয় না।

শাইলক। আমি বলছি আমার মেয়ে হচ্ছে আমারই রক্তমাংস।

স্যালারিও। হাতীর দাঁতের সঙ্গে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের যেমন তফাৎ, তোমার মাংসের সঙ্গে তোমার মেয়ের মাংসেরও তেমনি তফাৎ। সাদা মদের সঙ্গে লাল মদের যেমন তফাৎ, তেমনি তোমার রক্তের সঙ্গে তার রক্তের তফাৎ। কিন্তু সেকথা যাক, সমুদ্রে এ্যান্টনিওর কিছু ক্ষতি হয়েছে কি না তমি জান?

BDIRBOI.net

শাইলক। এদিকেও আমার আবার বিপদের উপর বিপদ। সে এখন এক দেউলে হয়ে যাওয়া অমিতব্যয়ী লোকের মত রিয়ালটোতে লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। আসলে ভিখিরি হয়েও যে দর্পের সঙ্গে প্রায়ই বাজারে আসত আজ সে কোথা! এখন বণ্ডের কথাটা তাকে ভাবতে বল। আগে সে প্রায়ই আমায় সুদখোর বলে গাল দিত, এখন তাকে বণ্ডের কথাটা মনে করিয়ে দাও। আগে সে আমায় বারবার খৃষ্টীয় সৌজন্যের খাতিরে বিনা সুদে টাকা ধার দিতে বলত। এখন তার বণ্ডের দিকে তাকে তাকাতে বল।

স্যালারিও। তবে বণ্ডের কথামত যদি টাকা দিতে না পারে তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তার গা থেকে মাংস কেটে নেবে না। তাতে কী লাভ তোমার?

শাইলক। বঁড়শী দিয়ে খেলিয়ে মাছ ধরা। এতে কোন ফল না হলেও আমার প্রতিশোধবাসনাকে অন্ততঃ চরিতার্থ করবে। সে অজস্রবার আমায় অপমান করেছে আর বাধা দিয়েছে; আমার লাভ ক্ষতি নিয়ে উপহাস করেছে; আমাদের জাতিকে ঘৃণা করেছে; আমার যত সব ব্যবসাগত চুক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়েছে; আমার বন্ধুদের নিরুৎসাহিত করেছে আর আমার শত্রুদের উত্তেজিত করেছে; আর তার কারণ কি? তার একমাত্র কারণ এই যে আমি একজন ইহুদী। কিন্তু কেন, ইহুদীদের কি চোখ হাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াসক্তি, স্নেহ মমতা, আবেগ অনুভূতি নেই? তারা কি অন্য সব মানুষদের মত একই খাবার খেয়ে বেঁচে থাকে না, একই অস্ত্রের দ্বারা আহত হয় না, একই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয় না, আবার একই ওষুধের দ্বারা আরোগ্য লাভ করে না, খৃষ্টানদের মত একই শীত গ্রীষ্মের দ্বারা শীতল বা তাপিত হয় না? তোমরা যদি সূচ ফোঁটাও আমাদের গায়ে তাহলে কি রক্ত ঝরবে না? যদি তোমরা কাতুকুতু দাও তাহলে আমরা কি হাসব না? যদি তোমরা আমাদের বিষ খাওয়াও তাহলে কি আমরা মরব না? আর যদি তোমরা অন্যায় করো আমাদের ওপর তাহলে কি আমরা প্রতিশোধ নেব না? আমরা যদি অন্য সব কিছুতেই তোমাদের মত হই তাহলে এই একটা ব্যাপারেই বা মিল হবে না কেন? যদি কোন ইহুদী কোন খৃষ্টানের উপর অন্যায় করে তাহলে কি ধরনের বিনয় সে দেখায়? প্রতিশোধ। যদি কোন খৃষ্টান কোন ইহুদীর উপর অন্যায় বা অবিচার করে তাহলে খৃষ্টীয় দৃষ্টান্ত অনুসারে কি ধরনের সহিষ্ণুতার পরিচয় সেই ইহুদীকে দিতে হবে? কেন, সেও তার প্রতিশোধ নেবে। যে শয়তানি তোমরা আমাদের শিখিয়েছ, আমরা তাই প্রয়োগ করব তোমাদের উপর। হয়ত এটা একটা কঠোর কাজ হবে, তা হলেও তোমাদের শিক্ষাটাকে একটু ভালভাবেই বুঝিয়ে দেব।

এ্যান্টনিওর একজন ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। মহাশয়, আমার মনিব এ্যান্টনিও, তাঁর বাড়িতে আছেন। উনি আপনাদের দুজনেরই সঙ্গে কথা বলতে চান।

স্যালারিও। আমরা খুব তাড়াতাড়িই তার কাছে যাচ্ছি।

তুবালের প্রবেশ

স্যালারিও। ওদের জাতের আর একজন আসছে এখানে। শয়তান নিজে যদি ইহুদীরূপে অবতীর্ণ না হয় তাহলে ওদের দুজনের মত আর তৃতীয় একজনকেও পাওয়া যাবে না।

(স্যালারিও, সোলানিও ও ভৃত্যের প্রস্থান)

শাইলক। কী খবর তুবাল? জেনোয়া থেকে কোন খবর পেলে? আমার মেয়ের কোন খোঁজ পেলে?

তুবাল। যেখানেই তার কোন কথা শুনেছি সেখানেই ছুটে গেছি। কিন্তু কোন সন্ধান পাইনি।

শাইলক। কেন শুধু সেখানে সেখানে করছ! একটা হীরের দাম কত জান? ফ্রাঙ্কফোর্টে ওই হীরেটার দাম নিয়েছিল দু হাজার ডুকেট, তাছাড়া আছে কত মূল্যবান মণিমুক্তো। এর থেকে সে যদি ওই সব মণিমুক্তো কানে পরে আমার পায়ের তলায় মরে পড়ে থাকত তাহলে ভাল হত। আমার কাছে মরলে ওসব আমি তার কফিনে দিতাম। তাদের কোন খবরই পেলে না? কেন কি করছিলে তোমরা—আমি জানি এই খোঁজ করতে আবার কত খরচ হলো। কেন তোমরা থাকতে শুধু ক্ষতির উপর ক্ষতির স্তূপ জমে যাবে! চোরে এত কিছু নিয়ে গেল আর সেই চোরের খোঁজ করতেও এত খরচ হলো! তবু কোন সান্ত্বনা পাওয়া গেল না, কোন প্রতিশোধ চরিতার্থ করা গেল না। তাদের এমন কোন শাস্তি দেওয়া গেল না যাতে আমার দুঃখের বোঝাটা কিছু কমল। একা আমিই শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাচ্ছি, কেউ আমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলল না, একা আমিই শুধু চোখের জল ফেলে যাচ্ছি, কেউ দু ফোঁটা চোখের জল ফেলল না আমার জন্যে।

তুবাল। হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আরো লোকের ভাগ্য খারাপ যাচ্ছে। আমি জেনোয়াতে শুনলাম এ্যান্টনিও—

শাইলক। কি, কি, কি? ভাগ্য খারাপ?

তুবাল। হ্যাঁ, ওঁর এক পণ্য জাহাজ ত্রিপলি থেকে এখানে আসার পথে সমুদ্রে ভেসে গেছে।

শাইলক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। এটা কি সত্যি? এটা কি সত্যি?

তুবাল। সত্যি মানে? সেই ডুবো জাহাজের জনকতক নাবিক যারা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে এসেছে তাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

শাইলক। তুবাল, আমি তোমাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি। সত্যিই একটা সুখবর শোনালে। হা, হা—জেনোয়াতে শুনেছে।

তুবাল। আপনার মেয়ে জেনোয়াতে একরাতে আশী ডুকেট খরচ করেছে তাও

boiRboi.net

শুনেছি।

শাইলক। তুমি আবার একটা বিপদের কথাও বললে। আমি আমার টাকাকড়ি আর ফিরে পাব না। আশী ডুকেট একরাতে খরচ করেছে! আশী ডুকেট!

তুবাল। এ্যান্টনিওর মহাজন অর্থাৎ পাওনাদারদের অনেকেই আমার সঙ্গে ভেনিসে এল। তারা সবাই বলল, এ্যান্টনিও এ বিপদে একেবারে ভেঙ্গে না পড়ে পারবে না।

শাইলক। আমি এতে আনন্দিত। আমি তাকে আরো বিপন্ন করে তুলব। আমি তাকে পীড়ন করব। সত্যিই আমি এতে খুশি।

তুবাল। তাদের মধ্যে একজন আবার আমাকে একটা আংটি দেখাল যেটা সে একটা বাঁদরের বিনিময়ে আপনার মেয়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

শাইলক। তার কথাটাই বাদ দাও। তুবাল, তুমি আমায় কষ্ট দিচ্ছ একথা বলে। ওটা ছিল আমার নীলার আংটি। ওটা আমি পেয়েছিলাম সীয়াতে; আমার তখন বিয়ে হয়নি। আমি অসংখ্য বাঁদর পেলেও ওটা আমি কাউকে দিতাম না।

তুবাল। তবে হ্যাঁ, এ্যান্টনিওর ধ্বংস নিশ্চিত।

শাইলক। না, না, এটা একেবারে সত্যি। সম্পূর্ণ সত্যি। যাও তুবাল। ফী দিয়ে আমার জন্য একজন অফিসার নিযুক্ত কর একপক্ষকাল আগে হতে। যদি ও আমার ঋণ শোধ না করে তাহলে আমি ওর হৃৎপিণ্ড নেব। তারপর দেখব তার থেকে কি লাভ আমার হয়। যাও তুবাল, পরে তুমি আমাদের প্রার্থনাসভায় আমার সঙ্গে দেখা করো। যাও লক্ষ্মী তুবাল। আমাদের প্রার্থনাসভায়, মনে রেখো যেন। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বেলমণ্ট। পোর্শিয়ার বাড়ি।

ব্যাসানিও, পোর্শিয়া, গ্র্যাশিয়ানো, নেরিসা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

পোর্শিয়া। আমার অনুরোধ, দুই একটা দিন অপেক্ষা করো। ভাগ্যপরীক্ষার আগে একটু দেরি করো। কারণ যদি তুমি ঠিকমত বাছাই করতে না পার তাহলে তোমাকে আমায় হারাতে হবে। সুতরাং একটু ধৈর্য ধর। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে—যদি তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ভাল না বাস তাহলে তোমাকে হারাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমি নিজেকে ভালভাবেই জান সুতরাং আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিও না। কিন্তু পাছে তুমি আমায় ভাল করে বুঝতে না পার এবং যেহেতু আমার মত কুমারী মেয়েরা তাদের মনের কথা মুখে আনতে পারে না, সেকারণে এখানে তোমায় আমি দুই একমাস রেখে দেব; তারপর তুমি ভাগ্য পরীক্ষা করবে। এর মধ্যে কিভাবে ঠিক কৌটোটা বেছে নিতে হবে তা তোমায় শিখিয়ে দেব। কিন্তু তাহলে আমার পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে। সুতরাং আমি তা পারব

না ; সুতরাং তুমি আমাকে নাও পেতে পার। তবে তুমি আমাকে হারালেও তুমি আমার মধ্যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ ঢুকিয়ে দিয়েছ আমার মনে। বাবা কী ভয়ঙ্কর তোমার চোখের দৃষ্টি! মনে হচ্ছে ওই চোখ দিয়ে তুমি অস্বীকার করেছ আবার আমার দেহটাকে দুখণ্ড করেছ। এ দেহের আধখানা ত তোমারি ; আর আধখানাও তোমার। কারণ যদিও এটা আমার তথাপি আমার মানেই তোমার। সুতরাং আমার গোটা আমিটাই তোমার। এবার আমার ওপর তোমার স্বত্বাধিকার প্রমাণ করো। জাহান্নামে যাক ভাগ্যপরীক্ষা। ভাগ্য যেখানে নিয়ে যায় যাবে, আমি ত ঠিক থাকব। আমি অনেকক্ষণ ধরে বকলাম। কিন্তু আমি এত কথা বললাম শুধু সময়টা কাটাবার জন্যে এবং ভাগ্য যাচাইএর কাজ থেকে তোমাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে।

ব্যাসানিও। কিন্তু বাছাইএর কাজটা আমায় করতে দাও। কারণ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন শাঁখের করাতের উপর বাস করছি।

পোর্শিয়া। শাঁখের করাতের উপর বাস করছ! তাহলে স্বীকার করো ব্যাসানিও তোমার ভালোবাসার সঙ্গে কি বিদ্রোহের একটা সুর মিশে নেই?

ব্যাসানিও। অন্য কিছু না, বিদ্রোহ বলতে আছে শুধু কুৎসিত এক অবিশ্বাস যার তাড়নায় আমার ভয় হচ্ছে আমি বোধ হয় আমার প্রেমাস্পদকে পাব না। ঠাণ্ডা বরফ ও আগুনের মধ্যেও বন্ধুত্ব হতে পারে, কিন্তু আমার ভালবাসা আর অবিশ্বাসের বিদ্রোহের মধ্যে কোন মিল নেই। এ অবিশ্বাস গাঢ় হতে দিচ্ছে না আমার ভালবাসাকে।

পোর্শিয়া। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি করাতের কথা কেন বললে। আমার মনে হয় শাক দিয়ে তুমি মাছ ঢাকছ। চাপে পড়ে যা কিছু হোক বলে আসল কথাটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ।

ব্যাসানিও। আমাকে তুমি নবজীবনের প্রতিশ্রুতি দাও, আমি সত্য কথা খুলে বলব।

পোর্শিয়া। ঠিক আছে, সত্যকে স্বীকার করে বেঁচে থাক।

ব্যাসানিও। আমার স্বীকারোক্তির মূল উদ্দেশ্য হবে ভালবাসা, শুধু বেঁচে থাকা না। দুঃখদাতা স্বয়ং যেখানে দেয় মুক্তির প্রতিশ্রুতি সেখানে সে দুঃখের পীড়ণ কতই না মধুর! কিন্তু আমাকে আমার ভাগ্যপরীক্ষা করতে দাও। কই সে কৌটো কোথায়?

পোর্শিয়া। তৈরি হও তাহলে। এই কৌটোগুলোর একটার মধ্যেই আমি আছি। যদি তুমি আমায় সত্যি সত্যিই ভালবাস তাহলে আসল কৌটোটা তুমি বেছে নিতে পারবে। নেরিসা, তোমরা সবাই সরে যাও। বাজনা বাজাতে বল, সে তার নির্বাচনের কাজ শুরু করছে। যদি সে ঠিকমত বাছাই করতে না পারে তাহলে গানের সুরের মতই তাকে মিলিয়ে যেতে

boiRboi.net

হবে। উপমার সাহায্যে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার চোখ তখন হবে নদী আর সেই নদীর জলেই হবে তার সলিলসমাধি। তবে সে জয়লাভ করতে পারে এই পরীক্ষায়। তখন কী ধরনের বাজনা বাজবে? তখন সঙ্গীতে বাজবে বিজব গৌরবের সুর। সদ্য অভিষিক্ত নতুন রাজাকে প্রজারা অভিবাদন করার সময় যে ধরনের গান বাজনা বাজে ও ব্যাসানিও এই পরীক্ষায় জয়লাভ করলেও সেই বাজনা বাজবে। এখন ও যাচ্ছে বীরের মত এগিয়ে। বিক্ষুব্ধ অবরুদ্ধ ট্রয় কর্তৃক অনুষ্ঠিত নির্মম কুমারীবলি প্রথার অবসান করতে তরুণ বীর এ্যালসিদে যে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছিল সেই ভয়ঙ্কর সমুদ্র-দানবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করার জন্য, ও চলেছে তার থেকেও বীরদর্পে। দুচোখে অশ্রুর অদম্য বেগ আর বুকে এক সততসন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে সেদিনকার সেই রোমাঞ্চকর যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করছিল দার্দানীয় নারীরা। আমিও যেন তাদেরি মত উৎসর্গীকৃতদেহ এক অসহায় দার্দানীয় নারী। তাদের মত আমিও যেন কাতরভাবে প্রার্থনা করছি, হে বীর হারকিউলিস, এগিয়ে চল! তুমি বেঁচে থাক, আমাদের বাঁচাও। আজ আমি তাদের থেকেও গভীরতর এক সন্ত্রাসে আর উৎকণ্ঠা নিয়ে লক্ষ্য করছি বীর ব্যাসানিওর ভাগ্যপরীক্ষার ফলাফল।

ব্যাসানিওর কৌটো নির্বাচন চলাকালীন একটা গান

বল, বলগো আমায়,
কেমনে লালিত এ প্রেম জন্মে কোথায়।
চোখে চোখে জন্ম এর দৃষ্টি দ্বারা বাড়ে
এ প্রেম অতি ক্ষণজীবী দোলনাতেই মরে।
কী আর দেখবে তুমি এ প্রেমের সং
তার মৃত্যুকালীন ঘণ্টাধ্বনি বাজাই ঢং ঢং।

ব্যাসানিও। শুধু বাইরের রূপ দেখে কোন বস্তুকে কখনো চেনা যায় না। জগতে আজও বহু লোক অলঙ্কারের জৌলুস দেখে ভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়। আইনে দেখা যায়, যারা যত বেশী জোর গলায় ও আপাতসত্য দুর্নীতিমূলক যুক্তির দ্বারা তর্ক করতে পারে, তারাই অন্যায় ও অসত্যকে ন্যায় ও সত্য বলে চালাতে পারে। ধর্মে দেখা যায়, কত অমার্জনীয় অপরাধকে কত প্রবীণ ধর্মযাজক আশীর্বাদ ও শাস্ত্রবাক্যদ্বারা সমর্থন করেন। স্থূল দুষ্কর্মকে যুক্তি ও ভাষার অলঙ্কার দিয়ে ঢেকে দেন। এমন অনেক পাপ আছে যা বাইরে দেখতে মনে হয় পুণ্য। এমন অনেক কাপুরুষ আছে যাদের অন্তরটা বালির সিঁড়ির মতই অশক্ত ও মিথ্যা, যাদের লিভারটা দুধের মতই তরল ও ফ্যাকাশে, অথচ তারা বীরের মত দাড়ি রেখে নিজেদের হারকিউলিসের মত বীর মনে করে আর রোমের যুদ্ধদেবতার মত ভ্রূকুটি করে। তাদের বীরত্বের ও সাহসের ভান তাদের অন্তরের দুর্বলতাকেই দ্বিগুণভাবে প্রকটিত করে তোলে। আর

যদি সৌন্দর্যের কথা ধরো, তাহলে দেখবে বস্তুর মূল্যে সৌন্দর্যেরও কেনাবেচা চলে। অথচ এই অলীক মিথ্যা সৌন্দর্যের বেশাতি জগতে ইন্দ্রজালের কাজ করে। মিথ্যা হলেও এর মোহপ্রসারী প্রভাব প্রকৃত সৌন্দর্যের গুরুত্বকে লঘু করে তোলে। মাথার খুলির উপর গজিয়ে ওঠা বাতাসের সঙ্গে খেলা করতে থাকা আপাতসুন্দর সোনালী চুলের গুচ্ছও আসলে মিথ্যা। অলঙ্কার বা যে কোন জাঁকজমকই বিপজ্জনক সমুদ্র হতে আর্ত চোখে দেখা দিগন্তবর্তী কোন মায়াবী কূলের মতই মিথ্যা আর আপাতউজ্জ্বল—ঠিক যেন কোন ভারতীয় নারীর তথাকথিত সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর টানা প্রকৃত সুন্দর এক অবগুণ্ঠন। আসল কথা হলো, অনেক সময় আপাতসত্য বিজ্ঞ লোকের চিত্ত জয় করার জন্য ছলনা করে পৃথিবীতে। সুতরাং দেবতা মিডাসের খাদ্য হে চটুলা সুবর্ণসুন্দরী, আমি তোমাকে চাই না, আমি তোমাকে গ্রহণ করব না। অপেক্ষাকৃত ম্লান রৌপ্যসুন্দরী, তোমাকেও না। তুমিই তোমার দুশ্ছেদ্য প্রলোভনজাল বিস্তার করে নিরন্ত শ্রমক্লান্ত করে তোল মানুষকে, কলহকীর্ণ করে তোল সহজ মানবিক সম্পর্ককে। কিন্তু হে সামান্য মূল্যহীন সীসা, যদিও তুমি কোন প্রতিশ্রুতি না দিয়ে ভীতি প্রদর্শন করছ, তথাপি তোমার অকপট সরলতায় মুগ্ধ আমি তোমাকেই বরণ করে নিলাম। নিশ্চয়ই সুখকর হবে এর পরিণাম।

পোর্শিয়া। (স্বগতঃ) অদম্য আনন্দের আবেগ ও উত্তেজনায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছে। সংশয়াকীর্ণ দুশ্চিন্তা, হঠকারী হতাশা, কম্পনোদ্রেককারী ভয় আর হরিৎচক্ষু হিংসারা সব যেন বাতাসে উবে যাচ্ছে। কিন্তু হে প্রেম শান্ত হও, প্রশমিত করো তোমার প্রবলতার উত্তেজনা। তোমার সুপ্রচুর আশীর্বাদে ধন্য হয়েছি আমি। এখন একটু ধীরে, কারণ আমি যেকোন আতিশয্যকে ভয় করি।

ব্যাসানিও। (সীসের কৌটো খুলে) কি আছে এর মধ্যে? সুন্দরী পোর্শিয়ার ছবি। এ কোন দেবীপ্রতিমা নেমে এসেছে যেন মর্ত্যমানবের মধ্যে? তার চোখের তারাগুলো কি ঘুরছে অথবা আমার চোখের সফল তারকার স্পর্শে ওগুলোকেও গতিশীল বলে মনে হচ্ছে? ওর মিষ্টি নিঃশ্বাসের জন্য ওর ঠোঁটদুটো একটু ফাঁক হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে: এক উদার মাধুর্যে ভরা ওর অধরোষ্ঠ দুটি ওর নিঃশ্বাসরূপ বন্ধুকে পথ করে দেবার জন্য কিঞ্চিৎ অর্গলমুক্ত করে দিয়েছে নিজেকে। তারপর ওর সুন্দর কেশরাশি। অসংখ্য মানুষের চিত্ত মুগ্ধ করার জন্যই বোধহয় চিত্রকর এক সোনালী মাকড়সার মোহজাল রচনা করেছে। আর সেই আশ্চর্য মোহজালে মূঢ় পতঙ্গের থেকেও বেশী তাড়াতাড়ি আবদ্ধ হয় মানুষ। কিন্তু তার চোখ—কেমন করে চিত্রকর এত সুন্দর চোখদুটো রচনা করল! মনে হয় সে যদি মাত্র একটা চোখই রচনা করত তাহলেও সেই একটা চোখই বহুলোকের দুচোখের মুগ্ধ দৃষ্টিকে জয় করে ফেলত। কিন্তু দেখ

দেখ, আমার এই প্রশংসার মধ্যে যদি কোন বস্তু থাকে তাহলে তা এই প্রতিকৃতির প্রতি অবিচার করছে। কারণ প্রতিকৃতি ত মূল বস্তুর ছায়ামাত্র, বস্তুকে অনুসরণ করাই হলো যে ছায়ার একমাত্র কাজ। এই হচ্ছে সেই পুরস্কারপত্র যাতে আছে আমার ভাগ্যার্জিত বস্তুর সংক্ষিপ্তসার।

শুধু উপর থেকে চর্মচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে
আমায় দেখনি বলেই প্রকৃত সৌন্দর্য ও সত্যকে
পেরেছ বেছে নিতে।
তবে যে সৌভাগ্যের অধিকারী তুমি হয়েছ
তাতেই যেন সন্তুষ্ট থেকো, আর নতুনের খোঁজ করো না।
যদি তুমি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পার
তাহলে সারাজীবন ধরে সুখলাভ করে যাবে তুমি।
এখন যাও তুমি তোমার প্রেমের রাণীর কাছে
প্রেমময় এক মধুর চুম্বনের দ্বারা
তার উপর তোমার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করো।

বাঃ চমৎকার পুরস্কারপত্র। হে সুন্দরি, এবার তোমার কাছ থেকে কিছু বাণী প্রার্থনা করি, পরে হয়ত আমিও কিছু বলব। দুইজন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন জয়লাভ করলে যেমন দর্শকবৃন্দের তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সর্বসমক্ষে তার পুরস্কার ঘোষিত হয় ও তার জন্য প্রশংসাবাক্য উচ্চারিত হয় এবং যেমন সেই বিজয়ী প্রতিযোগী এতকিছু সত্ত্বেও যে প্রশংসার সততা সম্বন্ধে সংশয়ে আচ্ছন্ন ও বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমিও তেমনি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী। আমার বিজয়গৌরব যতক্ষণ পর্যন্ত না সমর্থিত হচ্ছে তোমার দ্বারা ততক্ষণ তা আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারছি না।

পোর্শিয়া। তুমি দেখছ ব্যাসানিও, আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি যা তাই, আমার ত অন্য কোন রূপ নেই। আমি যা তাই থাকতে চাই; এর থেকে ভাল হওয়ারও কোন উচ্চাশা নেই আমার। তবু শুধু তোমার জন্য তোমার কামনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমি আমার নিজেকে কুড়িগুণ বেশী করে তুলতে পারব। গুণ ও সৌন্দর্যের দিক থেকে নিজেকে তোমার প্রশংসার উপযুক্ত করে তোলার জন্য নিজেকে সহস্রগুণ রূপবতী ও ঐশ্বর্যবতী করে তুলতে পারব আমি বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করে। তবে আসলে আমি আমিই থেকে যাব। আসলে আমি এক সামান্য সাধারণ এক অশিক্ষিত কুমারী। তবে অবশ্য সে এতেই সন্তুষ্ট। অশিক্ষিতা হলেও এখনো তার লেখাপড়া শেখার সময় আছে। আর তার লেখাপড়া করার মত বুদ্ধিও আছে; একেবারে বোকা বা নীরেট মূর্খ নয় সে। সবচেয়েসুখের কথা এই যে সে নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করতে চাইছে নিঃশেষে যাতে তুমি তার স্বামী ও একমাত্র শাসনকর্তারূপে তাকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করতে

BDRCONNECT

পার। সে এখন নিজেকে ও নিজের সবকিছুকে রূপান্তরিত করেছে তোমাকে। এখন তুমি ছাড়া সে আর কিছুই জানে না। কিছুক্ষণ আগেও আমি আমার এই বিশাল প্রাসাদ, এর জিনিসপত্র ও লোকজন সবকিছুর একমাত্র অধিকারী ছিলাম; কিন্তু এখন আর কোন অধিকার নেই আমার এর উপর; এখন এসব তোমার অর্থাৎ আমার প্রিয়তম প্রাণনাথের। এই সবকিছু তোমায় সমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমায় একটি আংটি দিচ্ছি। যখন এই আংটি তোমার হাত থেকে খুলে যাবে বা তুমি এটা কাউকে দিয়ে দেবে তখনি সহসা পরিসমাপ্তি ঘটবে তোমার ভালবাসার। আর তখন তা আমি বুঝতে পারব।

ব্যাসানিও। আমার অন্তরের রাণী! তুমি তোমার সব কথা বলে ফেলেছ। এখন কিন্তু আমি আর কিছুই বলতে চাই না। এখন আমি স্তব্ধ থাকতে চাই একেবারে; শুধু আমার দেহের প্রতিটি শিরায় আমার সমস্ত রক্তপ্রবাহ এক নীরব উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠেছে তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য। কোন বিশাল জনসভায় কোন বাগ্মী যুবরাজের সুন্দর ভাষণের পর যেমন আনন্দোৎফুল্ল জনতার মাঝখানে এক গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়, যেখানে কোন কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় না, শুধু সমবেত আনন্দের এক বিপুল প্রকাশ ছাড়া আর কিছু জানা যায় না, তেমনি আমারও ঠিক সেই অবস্থা। আমার সকল কথা এখন শুধু আনন্দের অনুভূতি হয়ে ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। তবে হ্যাঁ, এই আংটি যদি কোনদিন আমার অঙ্গ হতে বিচ্যুত হয়, তাহলে জানবে আমার জীবনও চলে যাবে। এই আংটি অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জানবে ব্যাসানিওর জীবনাবসান ঘটেছে।

নেরিসা। শুনুন আপনারা। দেখুন আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এখন আমাদের আনন্দের সময়। এখন আমরা আনন্দোৎসব করব।

গ্র্যাশিয়ানো। মাননীয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা, তোমরা আমার কাছ থেকে হয়ত কোন কিছুই চাও না, কিন্তু আমি চাই তোমরা চিরসুখী হও। ভালয় ভালয় তোমাদের বিয়েটা হয়ে গেলেই যেন আমার বিয়েটাও হয়ে যায়। ব্যাসানিও। আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ইচ্ছা করছি তোমারও বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাক।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমাদের ধন্যবাদ! আমার স্ত্রী কে হবে তা একরকম ঠিক হয়েই আছে। তোমাদের মত আমার চোখও তার যোগ্য প্রণয়িনী ও জীবন-সাথীকে ঠিক বেছে নিয়েছে। ব্যাসানিও, তুমি যখন তোমার প্রেমাস্পদাকে দেখছিলে আমিও তখন দেখছিলাম এক কুমারীকে। তুমি যখন একজনকে ভালবাসছিলে আমিও তখন ভালবাসছিলাম আর একজনকে। আমাদের মিলনের পথে একমাত্র ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তোমার ভাগ্যপরীক্ষা। কারণ ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়েছিল: প্রেম নিবেদন আর শপথ করতে করতে আমি

boiRboi.net

ঘেমে উঠেছিলাম। তারপর অতিকষ্টে এক প্রতিশ্রুতি পাই তার কাছ থেকে। সে প্রতিশ্রুতি হলো এই যে যদি তুমি ভাগ্যপরীক্ষার মাধ্যমে জয় করে নিতে পার তোমার প্রেমাস্পদাকে তাহলে আমিও তাকে লাভ করব।

পোর্শিয়া। এটা কি সত্যি নেরিসা ?

নেরিসা। হ্যাঁ, সত্যি দিদিমণি, তুমি হয়ত শুনে খুশি হবে।

ব্যাসানিও। গ্র্যাশিয়ানো, তুমিও কি তাই বল ?

গ্র্যাশিয়ানো। হ্যাঁ, তাই।

ব্যাসানিও। তোমাদের বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উৎসবটা আরও জমবে। তার গুরুত্বটা আরও বাড়বে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমরা ওদের সঙ্গে এক বাজী লড়ব। যাদের প্রথম পুত্র-সন্তান হবে তাদের এক হাজার ডুকেট দিতে হবে।

নেরিসা। কেন, আবার শুধু শুধু এত খরচের ঝুঁকি নিতে গেলে ?

গ্র্যাশিয়ানো। না না ঝুঁকি কিসের ! আমরা এ বাজীতে কখনই জিতব না। সুতরাং এতে ঝুঁকি নেই। কিন্তু কারা আসছে ? এ যে দেখছি লরেঞ্জো আর তার প্রেমিকা। এ কি ! আমার ভেনিসীয় বন্ধু স্যালারিও-ও আসছে।

লরেঞ্জো, জেসিকা ও স্যালারিও এবং ভেনিস হতে
আগত একজন দূতের প্রবেশ

ব্যাসানিও। সুস্বাগতম লরেঞ্জো ও স্যালারিও। আমার নবসমৃদ্ধ যৌবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি তোমাদের। পোর্শিয়া, আমার স্বদেশবাসী ও প্রিয় বন্ধুদের আহ্বান করো।

পোর্শিয়া। আমিও আমার সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

লরেঞ্জো। ধন্যবাদ তোমাদের। আসলে এখানে আসার কিন্তু আমার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পথে স্যালারিওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে এখানে আসার জন্য আমাকে অনেক করে এমনভাবে অনুরোধ করল যে আমি না বলতে পারলাম না। তার সঙ্গে এখানে না এসে পারলাম না।

স্যালারিও। হ্যাঁ, আমি তাই করেছিলাম। আর তার কারণও ছিল। মাননীয় এ্যান্টনিও ওকে তোমার কাছে আসতে বলেছিলেন।

(ব্যাসানিওকে একটি পত্র দান করল)

ব্যাসানিও। এই পত্র খোলার আগেই আমায় বল, বন্ধুবর এ্যান্টনিও কেমন আছে ?

স্যালারিও। ভালই আছে, তবে তার মনটা ভাল নেই। এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে তার প্রকৃত অবস্থার কথা।

(ব্যাসানিও চিঠি পড়তে লাগল)

গ্র্যাশিয়ানো। নেরিসা, অদূরবর্তিনী ওই অতিথিকে স্বাগত জানাও, তাঁকে আপ্যায়নে খুশি করো। তোমার হাত দাও স্যালারিও। ভেনিসের খবর কি ?

boiRboi.net

রাজব্যবসায়ী এ্যান্টনিওর খবর কি? আমার মনে হয় উনি যদি শোনেন, জেসনের মত আমরা সমস্ত ভেড়ার লোম দিয়ে দিয়েছি, আমরা সাফল্য লাভ করেছি তাহলে উনি নিশ্চয় খুশি হবেন।

স্যালারিও। কিন্তু ভাই, তোমরা সাফল্য লাভ করার সময় উনি যথাসর্বস্ব হারিয়েছেন।

পোর্শিয়া। এই পত্রের মধ্যে এমন কিছু অবাঞ্ছিত কুটিল বিষয়বস্তু আছে যা ব্যাসানিওর মুখখানাকে বিবর্ণ করে তুলেছে। নিশ্চয়ই ওর কোন প্রিয়বন্ধুর জীবনাবসান ঘটেছে তা নাহলে জগতে কী এমন ঘটনা থাকতে পারে যা একজন সহজ স্বাভাবিক মানুষকে এত তাড়াতাড়ি বদলে দিতে পারে। এ কি ওর মুখখানা ক্রমশই আরও খারাপ হয়ে উঠছে কেন! আমার কথা শোন ব্যাসানিও, আমি তোমার অর্ধাঙ্গিনী; এই পত্রে যদি কোন শোক দুঃখের কারণ থাকে তাহলে তারও অর্ধেক আমার প্রাপ্য।

ব্যাসানিও। সুন্দরী পোর্শিয়া! চিঠিতে কিছু অপ্রিয় কথা আছে। শোন প্রিয়তমা, আমি যখন প্রথম প্রেম নিবেদন করি তোমার কাছে তখন তোমায় আমার কি আছে না আছে সব বলেছিলাম। যেহেতু আমি একজন ভদ্রলোক, কোন সত্যই গোপন করিনি তোমার কাছে। আমার অবস্থা যে তখন একেবারে নিঃস্ব ছিল, আমার কোন মূল্য বা যোগ্যতা কিছুই ছিল না সেকথাও তোমায় বলেছিলাম। তা না হলে কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমি আমার এক প্রিয় বন্ধুকে তার শত্রুর কবলে ঠেলে দিতাম না। এই চিঠিটা যেন আমার সেই বন্ধুর আহত ও ক্ষতবিক্ষত দেহের প্রতীক যার প্রতিটি ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে। কিন্তু এটা সত্যি স্যালারিও? এ্যান্টনিওর ব্যবসাগত সব পরিকল্পনাই কি ব্যর্থ হয়েছে? কেবল একটা জাহাজেরই ক্ষতি হয়নি? ত্রিপলিস, মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড, লিসবন, তুর্কী ও ভারত হতে আগমনরত একটা জাহাজও বণিকনিধনকারী সেই ভয়াবহ গুপ্ত শৈলের মারাত্মক আঘাত থেকে পরিত্রাণ পায়নি?

স্যালারিও। একটাও না। তাছাড়া আমার ভয় হচ্ছে, এখন এ্যান্টনিও টাকাটা শোধ করে দিতে চাইলেও ইহুদী টাকা নেবে না। মানুষের বেশধারী এমন কোন লোভী শয়তানকে আমি আগে কখনো দেখিনি। সে এখন দিনরাত্রি ডিউকের কাছে গিয়ে বিচার প্রার্থনা করছে আর বলছে যদি সে সুবিচার না পায় তাহলে সে বলে বেড়াবে রাজ্যে স্বাধীনতা বলে কোন জিনিস নেই। স্বয়ং ডিউক, কুড়িজন ব্যবসায়ী ও বন্দরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলে তাকে অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু কেউ তাকে বণ্ডের যথাযথ শর্তপালনের দাবি থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি।

জেসিকা। যখন আমি বাবার কাছে ছিলাম, তখন তাঁকে আমি তাঁর স্বজাতি তুবাল ও চুসের কাছে বলতে শুনেছি, বণ্ডের কথামত ঋণশোধ না করলে পরে

boiRboi.net

সেই টাকার কুড়িগুণ পেলেও নেবেন না, উনি এ্যাণ্টনিওর গা থেকে মাংস ছাড়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হবেন না।

পোর্শিয়া। তোমার প্রিয়বন্ধু এই বিপদে পড়েছেন?

ব্যাসানিও। আমার প্রিয়তম বন্ধু এবং মহত্তম দয়ালু ব্যক্তি; অক্লান্ত পরোপকারী। এমনই একজন যার মধ্যে বদান্যতা নামক প্রাচীনতম রোমান গুণ সারা ইতালির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় মূর্ত।

পোর্শিয়া। কত টাকার ঋণ তিনি ওই ইহুদীর কাছে করেছেন?

ব্যাসানিও। তিন হাজার ডুকেট আর তিনি এ ঋণ করেছেন আমারি জন্যে।

পোর্শিয়া। তাতে কি হয়েছে, তিন হাজারের পরিবর্তে ছ' হাজার ডুকেট দিয়ে বণ্ডটা ছিঁড়ে ফেল। ব্যাসানিওর দোষে এ ধরনের একজন মহান বন্ধুর একগাছি কেশেরও যাতে ক্ষতি না হয় তার জন্য দরকার হলে ওই টাকার দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিয়ে দাও। প্রথমে গীর্জায় গিয়ে আমাদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেল, তারপর ভেনিসে তোমার বন্ধুর কাছে ছুটে যাও। কারণ তা না হলে তুমি কখনই শান্ত মনে পোর্শিয়ার শয্যাসঙ্গী হতে পারবে না। এই ঋণের কুড়িগুণ পরিমাণ অর্থ তোমায় দেওয়া হবে। এই সামান্য ঋণ পরিশোধ করে তোমার বন্ধুকে মুক্ত করে নিয়ে আসবে। তোমরা না আসা পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকাল সময়ে নেরিসা আর আমি কুমারী ও বিধবার মত দিন যাপন করব। যাই হোক এস, আজ তোমার বিয়ের দিন, তোমার বন্ধুদের আদর আপ্যায়ণ করে আনন্দ উৎসব করো। তোমাকে অনেক মূল্য দিয়ে কেনা হয়েছে, সুতরাং আমি গভীরভাবেই ভালবেসে যাব। কিন্তু তোমার বন্ধুর চিঠিটা পড়ত, কি লিখেছেন শুনি?

ব্যাসানিও। (পড়তে লাগল) প্রিয় ব্যাসানিও, আমার সব জাহাজ ডুবে গেছে, আমার পাওনাদাররা সকলেই নির্মম হয়ে উঠেছে আমার প্রতি। আমার ভূসম্পত্তির অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। তার উপর ইহুদীর কাছে যে বণ্ড সই করেছিলাম তার সময়সীমা পার হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু তা আর শোধ করা সম্ভব না, সেইহেতু আমার বাঁচার আর কোন আশা নেই। সুতরাং তোমার আমার মধ্যেও সব ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল। তুমি এখন মুক্ত। তবে মৃত্যুর আগে শুধু একবার যদি তোমায় দেখতে পেতাম। এই সবকিছু সত্বেও তুমি তোমার আনন্দ উপভোগ করে যাও। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার খাতিরে যদি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আসতে না পার, তাহলে আমার চিঠি পড়ে আমার অনুরোধে বাধ্য হয়ে আসার চেষ্টা করো না।

পোর্শিয়া। হে প্রিয়তম, সব কাজ ফেলে রেখে এখনি চলে যাও।

ব্যাসানিও। তোমার যখন আমি অনুমতি পেয়েছি আমি খুব তাড়াতাড়ি চলে

যাব। তবে আমি এখানে আবার ফিরে না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ তোমার আমার মিলনের আগে আমি কোন আরামশয্যা স্পর্শ করব না অথবা কোন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম গ্রহণ করব না। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

শাইলক, সোলানিও, এ্যান্টনিও ও জেলরক্ষকের প্রবেশ

শাইলক। মাননীয় জেলরক্ষক, ওর অপরাধের দিকটা দেখুন, আমাকে টাকা নেবার কথা আর বলবেন না—এই মূর্খটা বিনা সুদে টাকা ধার দিত।

এ্যান্টনিও। আমার কথা শোন শাইলক।

শাইলক। আমি চাই আমার বণ্ড অনুসারে শর্তপালন। এই বণ্ডের বাইরে কোন কথা বলো না। এর আগে বিনা কারণেই তুমি আমাকে কুকুর বলে ডাকতে। ঠিক আছে, যেহেতু আমি কুকুর, আমার দংশনের জন্য সাবধান হও। আশা করি ডিউক আমার প্রতি সুবিচার করবেন। কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, আপনি জেলরক্ষক হয়ে দুষ্টবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, কারণ আপনি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে ওর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

এ্যান্টনিও। আমি অনুরোধ করছি, আমার কিছু কথা আছে, তুমি শোন।

শাইলক। আমি তোমার কোন কথাই শুনতে চাই না। আমি শুধু আমার বণ্ডের কথামত কাজ চাই। সুতরাং আর কোন কথা বলো না। দেখ, আমি দেখেশুনে কাজ করতে চাই, আমি বোকার মত এমন কোন অহেতুক অন্ধত্ব বা দুর্বলতার পরিচয় দিতে চাই না যাতে পরে খৃষ্টানদের কাছে আমায় কোন দুঃখ বা অনুশোচনা করতে হয়। সুতরাং আমার পিছু পিছু আর এস না। আমি তোমার কোন কথা শুনব না। আমি আমার বণ্ডের শর্তপালন চাই।

সোলানিও। ও হচ্ছে একটা হৃদয়হীন নিষ্ঠুর জন্তু যে মানুষের মাঝে মানুষ বলে চলে যাচ্ছে।

এ্যান্টনিও। ও যেখানে যায় যাক। আমি আর কোন আবেদন নিবেদন জানাব না। আসলে ও আমার জীবন চায়; ওর যুক্তি আমি জানি। ওর ঋণ শোধ করতে পারেনি এমন অনেক ঋণগ্রস্ত লোককে আমি ওর কবল থেকে বাঁচিয়েছি। ও সেইজন্য আমায় ঘৃণা করে।

সোলানিও। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি ডিউক কখনই তার দাবি মেনে নেবেন না।

এ্যান্টনিও। কিন্তু ডিউক তো আইনের গতিকে রোধ বা অস্বীকার করতে পারেন না। দেখ, আমাদের এই ভেনিস শহরে বহু বিদেশী আমাদের সঙ্গে ধন সম্পত্তি নিয়ে বাস করে। কিন্তু যদি তাদের ধনসম্পদের কোন নিরাপত্তা

boiRboi.net

না থাকে তাহলে রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার নেই বলে লোকে অভিযোগ তুলবে। কারণ এই শহরের মধ্যে যেসব ব্যবসা বাণিজ্য বা লাভক্ষতির কারবার চলছে তাতে আছে বিভিন্ন জাতির সক্রিয় অংশ। সুতরাং যাও, আমার আর পরিত্রাণ নেই। বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির চিন্তা আর দুঃখে শরীর আমার এমন ভেঙ্গে পড়েছে যে আগামীকাল যদি আমার রক্তপিপাসু মহাজনকে এক পাউণ্ড মাংস আমার গা থেকে কেটে দিই তাহলে আমি আর বাঁচব না। যাই হোক, চলুন জেলরক্ষক, ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা ব্যাসানিও যেন ঠিক সময়ে এসে তার ঋণশোধের ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে। তারপর আমার জীবন যায় যাক্। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ি।

পোর্শিয়া, নেরিসা, লরেঞ্জো, জেসিকো ও বালথাসারের প্রবেশ

লরেঞ্জো। ম্যাডাম, আমি আপনার মুখের সামনে বলছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার স্বামীর অনুপস্থিতিতে আপনি যে ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই মহৎ এবং এক ঐশ্বরিক মহিমায় মহিমান্বিত। কিন্তু আপনি যদি জানতেন শুধুমাত্র এক প্রথাগত বদান্যতার বশবর্তী হয়েই আপনার স্বামীকে একজনের মুক্তির জন্য আপনি পাঠাননি, যাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য এবং যাকে ঋণমুক্ত করার জন্য আপনি আপনার স্বামীকে পাঠিয়েছেন তিনি একজন প্রকৃত ভদ্রলোক এবং তিনি আপনার স্বামীকে কত গভীরভাবে ভালবাসেন তাহলে সত্যি সত্যিই গর্বিত হতেন আপনি।

পোর্শিয়া। জীবনে আমি কখনো কোন ভাল কাজ করার জন্য কোন গর্ব বা অনুশোচনা করিনি। এবারেও আমি কোন অনুশোচনা করব না এ নিয়ে। এতে গর্বেরই বা কি আছে! যারা পরস্পরে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা সহচররূপে একসঙ্গে দিনরাত মেলামেশা করে আর সময় কাটায়, একই প্রেমের বোঝা দুজনে সমানভাবে বহন করে পরস্পরের প্রতি, তারা নিশ্চয়ই সমান অনুপাতে সদ্ব্যবহার ও সদাচারণ আশা করবে পরস্পরের কাছ থেকে। তা যদি হয় তাহলে এ্যান্টনিও আমার স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আশা করবেন আমার স্বামী তাঁকে আপন আত্মার মতই ভালবাসবেন। তা যদি হয়, তাহলে আমাদের আপন আত্মার মত প্রিয় একজন মহাত্মাকে এক নারকীয় নিষ্ঠুরতার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য কী এমন খরচ করেছি? এটা যেন মনে হচ্ছে আমি নিজেকে নিজের প্রশংসা করছি। সুতরাং আর না। অন্য কথা আছে, শোন। লরেঞ্জো, আমি আমার স্বামী ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এই বাড়ির সব ভার তোমার উপর দিতে চাই। কারণ আমি ভগবানের কাছে গোপনে এক শপথ করেছি, আমাদের স্বামীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এক জায়গায় ধ্যান আর উপাসনার মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

দিন কাটাব। এখান থেকে দুই মাইল দূরে এক মঠ আছে, আমরা সেখানেই থাকব, একমাত্র নেরিসাই আমার পরিচর্যা করবে। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ভালবাসার দাবিতে এবং আমার প্রয়োজনের তাড়নায় যে ভার আমি তোমার উপর দান করলাম, আশা করি তুমি তা অস্বীকার করবে না গ্রহণ করতে।

লরেঞ্জো। ম্যাডাম, আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আপনার আদেশ পালন করে চলব।

পোর্শিয়া। আমার সব লোকজন আগে থেকেই আমার এই মনোবাসনার কথা জানে। তারা সকলে আমার ও আমার স্বামীর জায়গায় তোমাকে ও তোমার স্ত্রী জেসিকাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মেনে চলবে। সুতরাং এখন বিদায় ; আবার আমাদের দেখা হবে।

লরেঞ্জো। ঈশ্বর আপনাদের সুচিন্তা আর সুসময় দান করুন।

জেসিকা। আমিও আমার অন্তরের সঙ্গে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনাকে।

পোর্শিয়া। তোমার শুভেচ্ছার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। খুশির সঙ্গে তোমার শুভেচ্ছা আমি গ্রহণ করছি এবং তোমাকেও তা দান করছি। বিদায় জেসিকা। (জেসিকা ও লরেঞ্জোর বিদায়) এখন শোন বালথাসার, আমি তোমাকে এ পর্যন্ত সৎ এবং সত্যবাদী বলেই জানি এবং আশা করি এক্ষেত্রেও তোমার সততার কোন অভাব হবে না। এই চিঠিটা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পদুয়ায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে আমার খুড়তুতো ভাই ডক্টর বেলারিওর হাতে এই চিঠিটা দেবে। দেখবে সে যে চিঠি ও পোষাক দেবে তা যথাসম্ভব শীগ্‌গির ভেনিসের বন্দরে নিয়ে আসবে। বেশী কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করবে না, চলে যাও। তুমি ফেরার আগেই আমি সেখানে গিয়ে হাজির হব।

বালথাসার। যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে যাব মা।

পোর্শিয়া। চলে আয় নেরিসা। আমি এখন কি করব তা তুই জানিস না। তবে আমাদের স্বামীর সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি আমাদের দেখা হবে যে তারা তা ভাবতেই পারবে না।

নেরিসা। তাদের সঙ্গে দেখা হবে আমাদের ?

পোর্শিয়া। তারা আমাদের দেখবে নেরিসা, কিন্তু দেখবে আমাদের এমন বেশে এবং এমন গুণে ভূষিত, যে বেশভূষা আমাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব না এবং তারাও ভাবতেই পারবে না! আমরা দুজনেই যখন পুরুষ সাজব তখন তোমার উপর কথায় কথায় বাজী রাখব। দুজনের মধ্যে আমিই হব দেখতে বেশী সুন্দর এবং বীরত্বের সঙ্গে একটা ছোরা রাখব আমার কাছে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলে মানুষকে দেখতে বা তার কথা শুনতে যেমন লাগে আমাকে দেখে বা কথা শুনেও তেমনি লাগবে। আমার

boiRboi.net

নারীসুলভ গতিভঙ্গিমাকে পরিণত করব বীর পুরুষের পদক্ষেপে। অহঙ্কারী যুবকের মত কত সব সাহসের কথা বলব, আর বলব আশ্চর্য অথচ মিষ্টি অজস্র মিথ্যা কথা, যেমন ধরো, কত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা আমায় ভালবাসতে চেয়েছে, অথচ আমি প্রত্যাখ্যান করেছি তাদের প্রেম আর সেই প্রত্যাখ্যানের আঘাত তারা সইতে না পেরে দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে যেতে যেতে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু আমি কীই বা করব, আমার কিছু করার ছিল না। তবু বলব এভাবে তাদের প্রাণবিয়োগ না হলেই আমি খুশি হতাম। প্রায় বিশটা এই ধরনের মিথ্যা কথা আমি বলব। আমায় দেখে শুনে লোকে ঠিক বলবে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বারো মাসের মধ্যেই আমি পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছি। কত দুষ্টু বুদ্ধি আর ছলচাতুরী আমার মাথায় যেন গজগজ করছে আর এর সবগুলোই আমি তখন প্রয়োগ করব।

নেরিসা। কিন্তু কেন আমরা পুরুষ মানুষ সাজতে যাব?

পোর্শিয়া। বাঃ, তুই ত বেশ প্রশ্ন করছিস। তুই তাহলে কিকরে দোভাষীর কাজ করবি? যাই হোক চল, আমি তোকে আমার সব পরিকল্পনা খুলে বুঝিয়ে বলব। পার্ক গেটে আমার জন্য ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছে। খুব তাড়াতাড়ি চলে আয়। আজ আমাদের অবশ্যই কুড়ি মাইল পথ পার হতে হবে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বেলমঁত। বাগান।

ল্যান্সলট ও জেসিকার প্রবেশ

ল্যান্সলট। সত্যি বলছি, পিতাদের পাপ তাদের সন্তানদের উপর বর্তায় আর সেইজন্যেই আমি সত্যি বলছি তোমাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে। দেখ, আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সরল সহজ ব্যবহার করে এসেছি। এবারেও আমি তেমনি সরলভাবেই বলছি, তোমার বাবা খুবই রেগে গেছেন। সুতরাং আনন্দ করো কারণ তুমি তোমার বাবার কথামত নাকি জাহান্নামে গেছ। তবে তোমাকে উদ্ধারের একটা মাত্রই আশা আছে; তবে সে আশাটা কিন্তু একধরনের অবৈধ আশা।

জেসিকা। সে আশাটা কি জানতে পারি কি?

ল্যান্সলট। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তুমি আংশিকভাবে মনে করতে পার তোমার বাবা তোমাকে জন্ম দেননি এবং তুমি তাঁর মত ইহুদীর মেয়েই নও।

জেসিকা। তা বটে, এ আশা অবৈধ আশাই বটে। তাহলে ত আমার মা পাপী আর সেই পাপ আমার উপরেও বর্তাবে।

ল্যান্সলট। তাহলে ত তোমার বাবা আর মা দুদিক থেকেই তুমি গেলে। কোন দিকেই তোমার উদ্ধারের আশা নেই। মনে করো তোমার বাবা সিল্লার কবল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি এসে পড়লাম তোমার মা চ্যারিবডিসের কবলে। যাও কোন দিকেই তোমার আর উপায় নেই।

pathagar.net

জেসিকা। আমার স্বামী আমায় উদ্ধার করবেন। তিনি আমাকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

ল্যান্সলট। তাহলে ত তার দোষ আরো বেশী। তাহলে ত আমরাও অনেক আগেই খৃষ্টান হতে পারতাম। কিন্তু হইনি কেন জান? এত বেশী লোক খৃষ্টান হলে শুয়োরের দাম চড়ে যাবে। আমরা সবাই যদি শুয়োরখেকো হয়ে উঠি তাহলে শুয়োরের দারুণ দাম বেড়ে যাবে।

লরেঞ্জোর প্রবেশ

জেসিকা। এই আমার স্বামী এসে গেছে। তুমি যা যা বলেছ আমি তাকে বলে দেব।

লরেঞ্জো। এইভাবে তুমি যদি আমার স্ত্রীর সঙ্গে আড়ালে বসে কথা কও তাহলে আমি কিন্তু তোমার উপর ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠব ল্যান্সলট।

জেসিকা। তার আর তোমার প্রয়োজন হবে না লরেঞ্জো। ল্যান্সলটকে সঙ্গে নিয়ে আমি একটু মজা করছি। ও আমায় সরাসরি বলল, আমার উদ্ধারের আর কোন আশা নেই, কারণ আমি ইহুদীর মেয়ে। ও আরও বলল, তুমি কমনওয়েলথের লোকই নও, কারণ তুমি ইহুদীদের খৃষ্টান করে শুয়োরের মাংসের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছ।

লরেঞ্জো। আমাকে যদি তুমি ওকথা বলো তাহলে আমিও তোমাকে মনে করিয়ে দেব যে একজন নিগ্রো নারীর গর্ভে তোমার সন্তান বেড়ে উঠছে ল্যান্সলট।

ল্যান্সলট। প্রথমতঃ মনে হবে নিগ্রো নারীদের গ্রহণ করার মধ্যে আমার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সে যদি সৎ না হয় তাহলেই একথা খাটে, সে সৎ না হলেই তবে তার প্রতি আমার প্রত্যাশা ব্যর্থ হবে।

লরেঞ্জো। সব ভাঁড়রাই এমনি করে কথা নিয়ে মারপ্যাচ করে। আমার মনে হয়, নীরবতাই হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের পরিচায়ক এবং তোতা-পাখিরাই কেবল ভাল কথা বলতে পারে। এখন যাও, ওদের মধ্যাহ্নভোজনের জন্য প্রস্তুত হতে বলো।

ল্যান্সলট। হ্যাঁ স্যার, ওরা সব তৈরি, কারণ ওদেরও ক্ষুধা আর পাকস্থলী আছে।

লরেঞ্জো। আচ্ছা কথা কাটতে পার বুদ্ধি দিয়ে। ওদের মধ্যাহ্ন ভোজনের খাবার দিতে বল।

ল্যান্সলট। তাও তৈরি স্যার। শুধু ঢাকনা দিতে বাকি।

লরেঞ্জো। তাহলে তুমিই ঢাকা দিয়ে দাও না।

ল্যান্সলট। না স্যার, তা কিন্তু আমি করব না। কারণ আমি আমার কর্তব্য কি তা জানি। তার বাইরে আমি যাব না।

লরেঞ্জো। তবু তুমি শুধু ঝগড়া করে যাবে প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে। আচ্ছা

boiRboi.net

তুমি কি তোমার বুদ্ধির সব সম্পদ একমুহূর্তে দেখাতে পার? আমি চাই তুমি এমন সরল সাদাসিধে মানুষ হও যে সব কথা সরল অর্থে নেবে। যাও, অন্যান্য লোকদের গিয়ে খাবার টেবিল প্রস্তুত করে মাংস দিতে বল, আমরা যাচ্ছি।

ল্যান্সলট। টেবিল প্রস্তুত হবে, তার মাংসও ঢাকনা দিয়ে রাখা হবে; কিন্তু আপনাদের আসাটা নির্ভর করবে আপনাদের মর্জির উপর। (প্রস্থান)

লরেঞ্জো। দেখছ, ওর কথাগুলো সব কেমন ঠিক খাপ খেয়ে যায়। মনে হয় ভাঁড়টা যেন ওর স্মৃতির মধ্যে অসংখ্য কথার সৈন্য সব সময়ের জন্য তৈরি করে রেখে দিয়েছে। আমি জানি অনেক মূর্খ শুধু কথার জোরে কথার মারপ্যাঁচে অনেক ক্ষেত্রে জিতে যায়। তোমার কেমন লাগল জেসিকা? এখন লর্ড ব্যাসানিওর স্ত্রীকে তোমার কেমন লাগছে সে বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করো।

জেসিকা। এত ভাল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। লর্ড ব্যাসানিও নিজেও সাদাসিধে সরল প্রকৃতির লোক; তার উপর এমন স্ত্রী লাভ করায় তিনি এই মর্ত্যেই পাবেন স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ। এ সুখের মর্ম যদি জীবনে তিনি বুঝতে না পারেন তাহলে তিনি স্বর্গেও কোনদিন যেতে পারবেন না। স্বর্গের দুজন দেবতা যদি মর্ত্যের দুজন নারীকে বাজী রেখে কোন খেলা খেলেন তাহলে পোর্শিয়া অবশ্যই হবে সেই দুজন নারীর অন্যতমা, কিন্তু এই সারা মর্তভূমিতে তার তুলনীয় নারী কোথাও আর পাওয়া যাবে না।

লরেঞ্জো। স্ত্রী হিসেবে সে যেমন যোগ্যা, তোমার স্বামী হিসেবে আমিও তেমনি যোগ্য।

জেসিকা। না, এ বিষয়ে তুমি আমার মতামত চাও।

লরেঞ্জো। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তা চাইব। আপাততঃ এখন খেতে চল।

জেসিকা। না, না, আমার পেটে ক্ষিদে থাকতে থাকতেই তোমাকে আমার প্রশংসা করতে দাও।

লিরেঞ্জো। না, আমি বলছি সে প্রশংসা তুমি খাবার টেবিলে খেতে খেতে করবে। তাহলে তুমি যা আমার প্রশংসা হিসেবে বলবে অন্যান্য খাবার জিনিসের সঙ্গে আমি তা সব হজম করে ফেলব। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। ভেনিস। আদালত।

ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, এ্যান্টনিও, ব্যাসানিও, গ্র্যাশিয়ানো, স্যালারিও ও অন্যান্যদের প্রবেশ

ডিউক। কী, এ্যান্টনিও এসে গেছে?

boiRboi.net

এ্যাণ্টনিও। আমি প্রস্তুত হুজুর।

ডিউক। আমি আপনার জন্য দুঃখিত। আজ আপনাকে এমনই প্রস্তর-কঠিন নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হবে যে হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অমানুষ, যার হৃদয়ে একফোঁটা দয়ামায়াও নেই।

এ্যাণ্টনিও। আমি শুনেছি আপনি তার কঠোরতাকে শান্ত করার জন্য অনেক কষ্ট করেছেন। কিন্তু যেহেতু উনি ওঁর দাবি সম্পর্কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যেহেতু আইনগত উপায়ে আমাকে ওঁর হিংসার কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব না, আমি শুধু আমার ধৈর্য নিয়েই ওঁর ক্রোধের প্রচণ্ডতার সম্মুখীন হব। আমি আমার আত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে ওঁর সকল অত্যাচার ও হিংসামিশ্রিত ক্রোধের বেগকে সহ্য করব।

ডিউক। একজন গিয়ে ইহুদীটাকে আদালতে নিয়ে এস।

স্যালারিও। ও দরজার কাছে অপেক্ষা করছে হুজুর। ও এসে গেছে।

শাইলকের প্রবেশ

ওকে আসতে দাও, তোমরা সরে যাও। ওকে আমাদের সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে দাও। শাইলক, সবাই জানে আমিও তাই মনে করি, আপনি আপনার এই হিংসা অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেলেও শেষ মুহূর্তে আপনি দয়া এবং অনুশোচনা প্রদর্শন করবেন, যে দয়া আপনার নিষ্ঠুরতার থেকে হবে খুবই আশ্চর্যজনক। তাছাড়া যেখানে এবং যেভাবে আপনি ওর কাছ থেকে জরিমানা বা শাস্তি আদায় করে নিচ্ছেন তাতে অর্থাৎ এই নিঃস্ব হতভাগ্য ব্যবসায়ীর গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিয়ে আপনার কোন লাভ ত হবেই না বরং যা লোকসান হবার তা ঠিকই হবে। তা না করে মানবিক সৌজন্য ও প্রেমের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে ও যে আর্থিক ক্ষতি ওকে একেবারে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে তার কথা বিবেচনা করে আপনি ওর আসল টাকার সুদটা মাপ করুন। একজন রাজব্যবসায়ীকে সর্বসমক্ষে হেয় করে তার কাছ থেকে অনুশোচনা আদায় করার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট। শুধু এ্যাণ্টনিও কেন, যাদের আচরণের মধ্যে সৌজন্যমূলক কোন মেদুরতা নেই, সেই সব তুর্কী তাতার প্রভৃতি কঠোরহৃদয় নিষ্ঠুর নাস্তিকরা পর্যন্ত জব্দ হয়ে যাবে এতে। আমরা প্রত্যেকে আপনার কাছ থেকে এক সহানুভূতিসূচক প্রত্যুত্তর আশা করি।

শাইলক। দেখুন, আমি আমার উদ্দেশ্য পূরণের এক মহান আশ্বাস আপনার কাছ থেকে আশা করতে পারি। আমি আমাদের পবিত্র স্যাবাথের নামে শপথ করেছি, আমি আমার বণ্ডের শর্ত অনুসারে আমার প্রাপ্য আদায় করে নেব। এখন যদি আপনি তা দিতে অস্বীকার করেন তাহলে আপনি আপনার এই রাজ্যের স্বাধীনতার সনদের উপর বিপদ ডেকে আনবেন। আপনি হয়ত আমায় প্রশ্ন করবেন, কেন আমি তিন হাজার ডুকেটের বিনিময়ে এক পাউণ্ড

BanglaBook.org

মানুষের মাংস নিতে চাইছি। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না! ধরে নিতে পারেন এটা আমার নিছক খেয়াল—হলো ত আপনার? যদি আমার বাড়িতে একটা ইঁদুর জ্বালাতন করে তাহলে তাকে ধরার জন্য আমি হয়ত খুশি মনে দশ হাজার ডুকেট দান করব। আর কিছু বলার আছে? এমন অনেক লোক আছে যারা শুয়োরের হাঁ দেখতে পারে না আবার অনেকে বিড়াল দেখলেই রাগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, আবার কেউ বা ব্যাগপাইপের গান শুনলে বিরক্তিতে প্রস্রাব ধারণ করতে পারে না। মোট কথা, যে ভালবাসা মানুষের আবেগানুভূতির রাণী বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর তার অস্তিত্ব নির্ভর করছে আসক্তি ও অনাসক্তি নামে দুটো বিশেষ চিত্তাবস্থার উপর। আমার মনে হয়, এবার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। কোন কোন লোক কেন শুয়োর সহ্য করতে পারে না, কেনই বা সে নির্দোষ বিড়াল, ব্যাগপাইপ সহ্য করতে পারে না—একথার যেমন কোন যুক্তি হতে পারে না, শুধু এক অপরিহার্য লজ্জা আর ক্রোধের আগুনে নিজে পুড়ে অপরকে পোড়ানো ছাড়া যেমন অন্য কোন কারণ পাওয়া যায় না সে কাজের মধ্যে তেমনি আমিও আমার এ কাজের অন্য কোন যুক্তি বা কারণ দর্শাতে পারি না আর তা করবও না। শুধু এইটুকুই বলব যে আমি আমার অন্তরে এ্যান্টনিওর প্রতি এক স্থায়ী ঘৃণার বিষ পোষণ করি বলেই এই বাজে মামলাটায় আমি শেষ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করতে চাই। আপনি আপনার উত্তর পেলেন ত?

ব্যাসানিও। এটা কখনই উত্তর না। তোমার অনুভূতি বলে কোন জিনিস নেই; তোমার এই নিষ্ঠুরতার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই তুমি দেখাতে পার না।

শাইলক। আমি যুক্তি দিয়ে তোমায় সন্তুষ্ট করতে বাধ্য নই।

ব্যাসানিও। দেখ, কোন মানুষ বা প্রাণীকে ভালবাসতে না পারলেই তাকে মেরে ফেলতে হবে? মানুষ কি তাই করে?

শাইলক। কোন মানুষকে ভালবাসতে না পারলেও এবং তাকে খুন করতে না পারলেও কি তাকে ঘৃণা করে যেতে হবে?

ব্যাসানিও। যেকোন অপরাধই প্রথমে ঘৃণার বস্তু হয় না।

শাইলক। কেন, তুমি কি কোন সাপকে তোমাকে দুবার দংশন করতে দেবে?

এ্যান্টনিও। আমার অনুরোধ, তোমরা আর ইহুদীর সঙ্গে বৃথা কথা কাটাকাটি করো না। তার চেয়ে তোমরা বরং সমুদ্রতীরে গিয়ে ঢেউগুলোকে তাদের স্বাভাবিক উচ্চতাটাকে কমাতে বলবে, কোন নেকড়ে-বাঘকে গিয়ে প্রশ্ন করবে কেন সে এক মেষমাতার কাছ থেকে তার শাবককে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে শোকে সোচ্চার করে তুলেছে, তোমরা বরং কোন

boiRboi.net

পাহাড়ের উপর গিয়ে ঝঞ্ঝাহত পাইন গাছগুলোকে স্তব্ধ ও নিঃশব্দ হতে বলবে, তোমরা বরং অন্য যে কোন কঠোর বস্তুকে কোমল করার জন্য চেষ্টা করবে। কিন্তু ওই ইহুদীর কঠিনতম অন্তরকে নরম করার কোন চেষ্টা করবে না। সুতরাং তোমাদের কাছে আমার কাতর মিনতি, ওকে আর কোন অনুরোধ করো না, কোন কথা বলো না। শুধু সহজভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে বিচারের রায়মত কাজ করতে দাও আর ওই ইহুদীকে তার ইচ্ছা পূরণ করতে দাও।

ব্যাসানিও। তোমার তিন হাজার ডুকেটের পরিবর্তে এই ছয় হাজার ডুকেট দিচ্ছি।

শাইলক। যদি প্রতিটি ডুকেটের বদলে ছয় হাজার ডুকেট করে দাও তাহলেও আমি তা নেব না। আমি শুধু বণ্ডের শর্তপালন চাই।

ডিউক। আপনি যদি কাউকে দয়া না করেন তাহলে কেমন করে আপনি ঈশ্বরের দয়া আশা করবেন ?

শাইলক। আমি যদি কোন অন্যায় করে না থাকি তাহলে আমি কোন শাস্তিকে ভয় করব কেন ? আপনাদের মধ্যে অনেক ক্রীতদাস আছে যাদের আপনারা গাধা, কুকুর আর খচ্চরদের মত নির্মমভাবে খাটান, কারণ আপনারা তাদের কিনেছেন। যদি আমি বলি, ওইসব ক্রীতদাসদের মুক্তি দিন, আপনাদের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে তাদের বিয়ে দিন, অপরিমিত বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত করে তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন না, তাদের বিছানাগুলোও আপনাদের বিছানার মত নরম হয়ে উঠুক এবং একই মশলার দ্বারা তাদের খাবারও রান্না হোক, তাহলে আপনারা ঠিক উত্তর দেবেন, ওইসব ক্রীতদাসরা আমাদের। আমিও তেমনি উত্তর দিচ্ছি, যে এক পাউণ্ড মাংসের আমি দাবি করছি তা আমি বেশ রীতিমত টাকা দিয়ে কিনেছি। সুতরাং সেটা আমার এবং আমাকে সেটা পেতে হবে। যদি আমাকে আমার এই প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করেন তাহলে ধিক আপনাদের আইনে। তাহলে বলব ভেনিসে আইনের বিধানের কোন মূল্য নেই। অতশত জানি না, আমি আপনাদের সামনে বিচারপ্রার্থী ; উত্তর দিন, স্পষ্ট বলে দিন সে বিচার পাব কি না।

ডিউক। ডক্টর বেলারিও নামে একজন সুপণ্ডিত আইনবিদকে এই মামলায় চূড়ান্ত রায় দেবার জন্য আমি ডেকে পাঠিয়েছি ; তিনি না আসা পর্যন্ত আমি আমার ক্ষমতাবলে আদালতের কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে দিচ্ছি।

স্যালারিও। হুজুর, পদুয়া থেকে ডক্টর বেলারিওর চিঠি নিয়ে একজন দূত এসে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডিউক। চিঠিটা নিয়ে এস আর দূতকেও ডেকে আন।

ব্যাসানিও। আনন্দ করো এ্যান্টনিও। এখনো সাহস অবলম্বন করো। ইহুদীটা

boiRboi.net

যদি চায় আমি আমার রক্ত মাংস হাড় সব দেব ; কিন্তু তোমাকে আমার জন্য এক ফোঁটা রক্তও ফেলতে দেব না।

এ্যান্টনিও। আমি বলির ভেড়ার মত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। অশক্তবৃন্ত ফলের মত অকালে ঝরে পড়েছি মাটিতে। সুতরাং আমাকে মরতে দাও। তোমাকে এখন বাঁচতে হবে ব্যাসানিও এবং বিশেষ করে মৃত্যুর পর আমার সমাধির উপরে আমার স্মৃতিকথা লিখতে হবে তোমায়।

কোন এক উকীলের কেরাণীর বেশে নেরিসার প্রবেশ

ডিউক। তুমি পদুয়া থেকে এবং বেলারিওর কাছ থেকে আসছ ?

নেরিসা। হ্যাঁ ঠিক তাই হুজুর। বেলারিও আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন। (চিঠি দিল)

ব্যাসানিও। কেন তুমি অমন করে ছুরিতে শান দিচ্ছ ?

শাইলক। ওই দেউলে লোকটার কাছ থেকে আমার ঋণের টাকা কেটে নেবার জন্য।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি এ ছুরি শান দিচ্ছ কোন পাথরে নয়, তোমার হিংসাদুষ্ট আত্মার তীক্ষ্ণতার দ্বারাই তা শান দিচ্ছ। কোন পাথর তোমার ছুরিকে তীক্ষ্ণতা দান করতে পারে না। তোমার হিংসা এত তীক্ষ্ণ যে সে তীক্ষ্ণতার অর্ধেকও কোন ঘাতকের কুঠারে নেই। কোন প্রার্থনাই কি তোমার কঠোর হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারে না ?

শাইলক। না। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তৈরি এমন কোন জিনিসই আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারবে না।

গ্র্যাশিয়ানো। তুমি জাহান্নামে যাও ঘৃণ্য কুকুর! তোমার জন্য যদি ন্যায়বিচার অভিযুক্ত হয়ত হোক। তোমাকে দেখে আমার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিটা কেঁপে উঠছে এবং আমি পীথাগোরাসের সঙ্গে একমত হতে বাধ্য হচ্ছি। আমি বিশ্বাস করছি, পশুদের আত্মা মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তোমার জঘন্য আত্মাটা এর আগে ছিল কোন এক নেকড়ের যার আত্মাটা নরহত্যার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলতে যাবার পথে পালিয়ে যায় এবং যখন তুমি অন্ধকার মৃত্যুর গহ্বরে শায়িত ছিলে তখন সেই নেকড়ের আত্মাটা ঢুকে পড়ে তোমার মধ্যে। তা না হলে তোমার কামনা বাসনাগুলো নেকড়ের মত এমন রক্তলোলুপ আর ক্ষুধিত হত না, অথবা দাঁড়কাকের মত এত লোভী ও ধূর্ত হত না।

শাইলক। তুমি আমার যত নিন্দাই কর না কেন তাতে আমার রঙের এই সালটা উঠে যাবে না। এত জোরে চীৎকার করে তুমি শুধু শুধু তোমার বুকের ও ফুসফুসের ক্ষতি করছ, তোমার বুদ্ধি একেবারে খারাপ হয়ে গেছে সেটা সারিয়ে তোল হে ছোকরা। তা না হলে তা একেবারে রসাতলে যাবে। মনে রেখো, আমি এখানে আইনের জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

BOIRBOI.net

ডিউক। এই চিঠিতে বেলারিও একজন তরুণ আইনবিদকে আমাদের এই আদালতের জন্য সুপারিস করেছেন। কোথায় তিনি ?

নেরিসা। তিনি নিকটেই আছেন। তিনি জানতে চাইছেন আপনি তাঁকে এখানে আসতে অনুমতি দেবেন কি না।

ডিউক। সানন্দে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে আমি তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছি। তিন চারজন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে এখানে নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আদালতে বেলারিওর চিঠিটা পড়া হোক।

কেরাণী। (পড়তে লাগল) 'আপন মহিমার দ্বারা আপনি আমার অসামর্থ্যের কথা উপলব্ধি করবেন এই কারণে যে, আমি যখন আপনার চিঠি পাই তখন আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু ঘটনাক্রমে আপনার দূত আসামাত্র বালথাজার নামে রোম হতে আগত এক তরুণ আইনবিদ আমার বাড়িতে আমায় ভালবেসে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে ইহুদী ও ব্যবসায়ী এ্যান্টনিওর মধ্যে চলতে থাকা মামলার মূল কারণের সঙ্গে তাকে ভালভাবেই পরিচয় করিয়ে দিই। আমরা দুজনে একসঙ্গে অনেক আইনের বই ঘাঁটি। আমার সঙ্গে তিনিও এ ব্যাপারে একমত। এই মত আবার তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বারা এমনই সমৃদ্ধ যে আমি তার সঠিক পরিমাপ করতে পারব না। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে আমি আপনার অনুরোধমত যেতে না পারায় আমার পরিবর্তে উনি গিয়ে আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন। আমার অনুরোধ, ওঁর বয়সের তারুণ্য যেন ওঁকে ওঁর যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনের পক্ষে কোন বাধা সৃষ্টি না করে। একথা আমি এই জন্য বলছি যে, এর আগে কখনো কোন তরুণ যুবকের দেহের উপর এমন পাকা মাথা দেখিনি। আমি আশা করি আপনি তাঁকে বরণ করে নেবেন এবং এই ভারটা আমি আপনার উপরেই ছেড়ে দিলাম। ওঁর বিচারকার্যই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করে দেবে উনি আমার এই প্রশংসার কতখানি যোগ্য।

বিশিষ্ট আইনবিদের বেশে সজ্জিত বালথাজাররূপী পোর্শিয়ার প্রবেশ

ডিউক। বেলারিও কি লিখেছেন আপনারা তা শুনলেন। এবার মনে হচ্ছে সেই আইনবিদ এসে গেছেন। আমাকে আপনার হাত দিন; আপনি প্রবীণ আইনজ্ঞ বেলারিওর কাছ থেকে আসছেন ?

পোর্শিয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডিউক। আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আপনার আসন গ্রহণ করুন। যে বিবাদ আজ এই আদালতের একমাত্র বিচার্য বিষয় আপনি তার সঙ্গে পরিচিত ?

পোর্শিয়া। হ্যাঁ, আমি সে বিবাদের কারণ ভালভাবেই জানি। আমি জানি কে সেই ইহুদী আর কে সেই ব্যবসায়ী।

ডিউক। এ্যান্টনিও এবং বৃদ্ধ শাইলক দুজনেই এখানে দাঁড়িয়ে আছে।

boiRboi.net

পোর্শিয়া আপনার নাম কি শাইলক ?

শাইলক। শাইলক আমার নাম।

পোর্শিয়া। আপনার মামলাটা বড় অদ্ভুত ধরনের। তথাপি ভেনিসের প্রচলিত আইন আপনার দাবি অস্বীকার করতে পারে না। আপনি তাহলে ওঁর বিপদসীমার মধ্যে রয়েছেন। তাই না কি ?

এ্যাণ্টনিও। উনি তাই বলেন।

পোর্শিয়া। আপনি কি বণ্ডটাকে স্বীকার করেন ?

এ্যাণ্টনিও। হ্যাঁ আমি তা করি।

পোর্শিয়া। আমার কথা শুনুন ইহুদী, আপনি সদয় হোন।

শাইলক। কেন, কিসের জন্য দয়া দেখাতে হবে বলুন আমাকে।

পোর্শিয়া। দয়ার গুণ কখনো বৃথা যায় না। এই দয়া আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারার মত স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ঝরে পড়ে। দুদিক থেকেই এই দয়া আশীর্বাদধন্য। দয়া যে দান করে সেও যেমন ধন্য হয় যে গ্রহণ করে সেও তেমনি ধন্য হয়। এই দয়ার শক্তি অপরিসীম। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ও রাজমুকুটভূষিত রাজা সম্রাটদের রাজদণ্ডের ক্ষমতা খুবই ক্ষণস্থায়ী ; ভীতি ও বাহ্যাড়ম্বর থেকেই এ ক্ষমতার উৎপত্তি। কিন্তু দয়ার ক্ষমতা আরও অনেক বেশী ; এই দয়া অনেক সময় স্বয়ং রাজা মহারাজাদের অন্তরের সিংহাসনেও একাধিপত্য করে ; এই দয়া সর্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরেরই এক অংশ। যখন কোন বিচারক তাঁর ন্যায়বিচারের দয়াগুণের দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলেন তখন তাঁকে দেবতার মতই মনে হয়। সুতরাং হে ইহুদী, যদিও আপনি ন্যায়বিচার চান তথাপি একথা মনে রাখবেন যে শুধু ন্যায়বিচারের পথে কেউ কখনো মোক্ষলাভ করতে পারে না। তার জন্য ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা করতেই হবে ঈশ্বরের কাছে আমরা যে দয়া প্রার্থনা করি তা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে আমাদের সকলকে আগে দয়ার কাজ করা উচিত, সকল মানুষকে দয়া করা উচিত। তা যদি না করি তাহলে ঈশ্বরের কাছ থেকেও আমরা কোন দয়া পাব না। আমার এই সব কথা বলার অর্থই হলো আপনার ন্যায়বিচারের কার্যটাকে আপনি একটু প্রশমিত করুন। তা যদি না করেন তাহলে ভেনিসের আদালত আইনের কঠোর বিধান অনুসারে ওই সওদাগরের উপর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করবে।

শাইলক। আমি কি করব না করব তা বলে দিয়েছি। আইনের কাছে আমি সুবিচার চাই। আমি আমার বণ্ডের শর্তভঙ্গের শাস্তি চাই।

পোর্শিয়া। উনি কি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে সমর্থ নয় ?

ব্যাসানিও। হ্যাঁ উনি সমর্থ। তাঁর পক্ষ থেকে এই টাকা আমি আদালতে জমা রাখছি। এমনকি সেই টাকার দ্বিগুণ ; যদি এতে উনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে এই টাকার দশগুণ দেব ও উপরন্তু আমি আমার হাত মাথা এবং

boiRboi.net

হৃৎপিণ্ড দান করব। এতেও যদি উনি সন্তুষ্ট না হন তাহলে বুঝতে হবে আসলে হিংসা চরিতার্থ করাই হলো ওঁর উদ্দেশ্য। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, একটা বড় রকমের ন্যায়ের জন্য যদি সামান্য কিছু অন্যায়ও করতে হয় তা করুন এবং এইভাবে এই নিষ্ঠুর শয়তানের কুটিল কামনার ঔদ্ধত্যটাকে খর্ব করুন।

পোর্শিয়া। তা ত সম্ভব না। সারা ভেনিসের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই যা আইনের প্রতিষ্ঠিত বিধানকে পাল্টে দিতে পারে। কারণ আজকের এই বিধান নথিভুক্ত-হবে নজীর হিসাবে এবং এর ফলে এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে সারা রাজ্যে অনেক অন্যায় কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সুতরাং তা কখনো হতে পারে না।

শাইলক। সাধু সাধু। বিচারকর্তারূপে স্বয়ং ড্যানিয়েল যেন নেমে এসেছেন। সত্যিই স্বয়ং ড্যানিয়েল। হে তরুণ বিজ্ঞ বিচারক, আমি আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

পোর্শিয়া। আপনার বণ্ডটা একটু দেখাবেন?

শাইলক। এই যে মাননীয় আইনবিদ। এই নিন।

পোর্শিয়া। আচ্ছা শাইলক, এই ঋণের টাকার তিনগুণ আপনাকে নেওয়া হবে।

শাইলক। কিন্তু আমি যে শপথ করেছি। ঈশ্বরের কাছে শপথ করেছি। সে শপথ ভঙ্গ করে আমি কি আমার আত্মাকে কলুষিত করে তুলব? না, সারা ভেনিস শহরের লোক তা বললেও পারব না।

পোর্শিয়া। এই বণ্ড অবশ্য বাতিল হয়ে গেছে এবং আইনের দিক থেকে এর দ্বারা এই ইহুদী ভদ্রলোক সওদাগরের হৃৎপিণ্ডের নিকটতম অংশ থেকে এক পাউণ্ড মাংস দাবি করতে পারেন। কিন্তু আপনি সদয় হোন। এই ঋণের তিনগুণ টাকা আপনি গ্রহণ করুন। তারপর এই বণ্ডটা আমায় ছিঁড়ে ফেলতে দিন।

শাইলক। আমার কথামত কাজ হলে পর তবে আপনি এ বণ্ড ছিঁড়তে পারবেন। আপনাকে দেখে যতদূর মনে হচ্ছে আপনি একজন যোগ্য বিচারক এবং আইনের বিধান জানেন। আপনি যা বলেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। এজন্য ন্যায়বিচারের এক সুযোগ্য স্তম্ভ হিসাবে এই বিচারকার্যে অগ্রসর হবার জন্য আমি আপনার উপর ভার দিচ্ছি। আমি আমার আত্মার নামে শপথ করেছি ভেনিস শহরের কোন লোকের কোন কথাই আমাকে টলাতে পারবে না। আমি এই বণ্ডের যথাযথ শর্তপালন চাই।

এ্যান্টনিও। আমি আদালতের কাছে প্রার্থনা করছি মহামান্য বিচারপতি যেন তাঁর বিচারের রায় দান করেন।

পোর্শিয়া। রায় ত হয়েই আছে। এই রায়ের অর্থ হলো ছুরির জন্য আপনার বুকটাকে প্রস্তুত করুন।

শাইলক। হে মহান বিচারপতি! হে সুন্দর যুবক।

পোর্শিয়া। আইনের বিধান অনুসারে এই শাস্তি খুবই সঙ্গত।

শাইলক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। হে বিজ্ঞ ও ন্যায়বান বিচারপতি, বয়সের অনুপাতে আপনাকে কত বেশী বিজ্ঞ ও বয়োপ্রবীণ বলে মনে হচ্ছে।

পোর্শিয়া। সুতরাং আপনার বুকটা খুলুন।

শাইলক। তার বুক—দেখি বণ্ডে কি আছে। 'তার হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে—' ঠিক এই কথা কি লেখা নেই মহামান্য বিচারপতি? ঠিক এই কথা।

পোর্শিয়া। আচ্ছা, মাংস ওজনের জন্য দাঁড়িপাল্লা আছে ত?

শাইলক। হ্যাঁ, তা প্রস্তুত আছে।

পোর্শিয়া। কোন এক ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসুন শাইলক আপনার খরচে থেকে। যাতে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরবার ফলে তাঁর মৃত্যু না হয় ডাক্তার তার ব্যবস্থা করবেন।

শাইলক। বণ্ডে এটা কি লেখা আছে?

পোর্শিয়া। বণ্ডে অবশ্য এটা লেখা নেই, কিন্তু নাইবা তা থাকল, যদি আপনি বদান্যতা স্বরূপ এটা দান করেন আপনার ভালই হবে।

শাইলক। কই, বণ্ডে ত একথা লেখা নেই, আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

পোর্শিয়া। আচ্ছা সওদাগর, আপনার কিছু বলার আছে?

এ্যাণ্টনিও। সামান্য কিছু; আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। তোমার হাতটা একবার দাও ব্যাসানিও। বিদায়। তোমার জন্য আমাকে এই বিপদে পড়তে হলো বলে তুমি যেন দুঃখ করো না। কারণ এ ক্ষেত্রে ভাগ্যদেবী সাধারণতঃ যা করে থাকেন তার থেকে বেশী দয়া আমাকে দান করেছেন। সচরাচর দেখা যায় তাদের ধনসম্পদ চলে গেলেও অনেক হতভাগ্য মানুষকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হয়; কোটরাগত চোখ আর কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে দারিদ্র্যে জর্জরিত হতে হয় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমাকে কিন্তু এই ধরনের সুদীর্ঘ দুঃখ কষ্ট হতে মুক্তিদান করলেন ভাগ্যদেবী। তোমার মাননীয়া স্ত্রীর কাছে আমার কথা বলো, বলো আমি তোমাকে কতখানি ভালবাসি, আমার জীবনের এই শোচনীয় পরিণামের কথাও বলো। মৃত্যুর পরেও যেন আমার নাম করো। আমার জীবনকাহিনী শেষ হয়ে গেলে তাঁকে বিচার করতে বলো কতবড় ভালবাসার ধন ব্যাসানিও একদিন আমার কাছে ছিল। তোমার বন্ধুকে হারাতে হচ্ছে বলে অনুতাপ করো না। ইহুদী যদি কিছু কম মাংসও কেটে ফেলে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তা শোধ করে দেব আমি আমার জীবন দিয়ে।

ব্যাসানিও। এ্যাণ্টনিও, আমি এমনই একজন নারীকে বিয়ে করেছি যাকে আমি আমার আপন জীবনের মতই ভালবাসি। কিন্তু আমার নিজের জীবন,

আমার প্রিয়তমা স্ত্রী এবং এমন কি সারা জগৎ তোমার জীবনের তুলনায় কম মূল্যবান। আমি এই সব কিছুই তোমাকে বাঁচাবার জন্য হারাতে পারব। সব কিছু এই শয়তানটাকে দান করতে পারব।

পোর্শিয়া। আপনার এই প্রতিশ্রুতির কথা আপনার স্ত্রী যদি নিজের কানে শুনত তাহলে কিন্তু মোটেই আপনাকে ধন্যবাদ দিত না।

গ্র্যাশিয়ানো। আমারও স্ত্রী আছে এবং আমি তাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার এই ভালবাসা সত্বেও চাইব আমার স্ত্রী যেন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে গিয়ে এই শয়তান ইহুদীটার অন্তরে পরিবর্তন আনার জন্য স্বর্গের দেবতাদের কাছে অনুনয় বিনয় করে।

নেরিসা। তবু ভাল যে আপনি তার অনুপস্থিতিতেই তাকে উৎসর্গ করতে চাইছেন দেবতাদের কাছে। তা না হলে অর্থাৎ সে একথা শুনলে বাড়িতে অশান্তি হত।

শাইলক। (স্বগতঃ) এরা হচ্ছে খৃস্টান স্বামী। আমার মেয়েও ত এমনি এক খৃস্টান স্বামীর স্ত্রী। কিন্তু এই ধরনের খৃস্টানকে বিয়ে করার থেকে আমার মেয়ে যদি কোন ব্যারাবাস বংশীয়কে বিয়ে করত তাহলে ভাল হত। কিন্তু এই সব কথায় শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে। আমার প্রার্থনা হুজুর দণ্ড বিধান করুন।

পোর্শিয়া। এই সওদাগরের এক পাউণ্ড মাংস—আইন এর বিধান দিচ্ছে এবং এই আদালত তা আপনাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

শাইলক। খুবই ন্যায়সঙ্গত বিচার।

পোর্শিয়া। এবং আপনাকে এক পাউণ্ড মাংস ওঁর বুক থেকে কেটে নিতে হবে। আইনে তা বলছে এবং আদালত আপনাকে তা দান করছে।

শাইলক। অত্যন্ত বিজ্ঞ বিচারক। একেই বলে বিচারের রায়। ঠিক আছে তৈরি হও।

পোর্শিয়া। একটু থামুন। আর একটা কথা আছে। এই বণ্ডে কিন্তু একটা কথা লেখা নেই। আপনি কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও পাবেন না। শুধু লেখা আছে এক পাউণ্ড মাংস। এই নিন আপনার বণ্ড আর সেই মতে এক পাউণ্ড মাংস আপনি কেটে নিন। কিন্তু সেই মাংস কাটতে গিয়ে যদি আপনি এক ফোঁটা খৃস্টান রক্তপাত করেন তাহলে ভেনিসের প্রচলিত আইন অনুসারে আপনার সমস্ত জমি জায়গা ও বিষয়সম্পত্তি ভেনিস সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

গ্র্যাশিয়ানো। ধন্য ন্যায়বান বিচারপতি। শোন ইহুদী। হে বিজ্ঞ বিচারপতি, আপনার জয় জয়কার হোক।

শাইলক। আইনে কি তাই বলে?

পোর্শিয়া। আপনি নিজে আইনটা দেখতে পারেন। যেহেতু আপনি বিচার

banglainternet

চান, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি আশাতীত ন্যায়বিচার পাবেন।

গ্র্যাশিয়ানো। ধন্য হে বিজ্ঞ বিচারপতি। শোন ইহুদী।

শাইলক। ঠিক আছে আগে যা দিচ্ছিলেন তাই দিন। আমার ঋণের টাকার তিনগুণ টাকা দিয়ে দিন, তারপর খৃষ্টানটাকে মুক্তি দিন।

ব্যাসানিও। এই নিন টাকা।

পোর্শিয়া। থামুন। তাড়াতাড়ি করবেন না। ইহুদী বিচার চেয়েছে, বিচার পাবে। সে চুক্তি ভঙ্গের শাস্তি চেয়েছে, শাস্তি পাবে; তার বেশী কিছু না।

গ্র্যাশিয়ানো। এইবার ইহুদী! ধন্য ধন্য বিজ্ঞ বিচারপতি।

পোর্শিয়া। সুতরাং মাংস কেটে নেবার জন্য আপনি প্রস্তুত হোন। কিন্তু এক ফোঁটাও রক্তপাত করবেন না আর এক পাউণ্ডের কম বা বেশী মাংস কাটবেন না; ঠিক এক পাউণ্ড। যদি আপনি এক পাউণ্ডের একটু বেশী বা কম কেটে ফেলেন বা দাঁড়িপাল্লার একটা দিক এক চুল পরিমাণও ঝোঁকে, তাহলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে এবং আপনার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

গ্র্যাশিয়ানো। দ্বিতীয় ড্যানিয়েল। একেবারে সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ড্যানিয়েল! শুনছ ইহুদী, এবার তোমাকে বেকায়দায় পেয়েছি।

পোর্শিয়া। থামলেন কেন ইহুদী। আপনি আপনার প্রাপ্য নিয়ে নিন।

শাইলক। আমাকে আমার আসলটা দিয়ে দিন, আমি চলে যাই।

ব্যাসানিও। আমি এটা তোমার জন্য ঠিক করে রেখেছি। এখানেই আছে।

পোর্শিয়া। উনি আদালতে প্রকাশ্যভাবে তা নিতে অস্বীকার করেছেন। সুতরাং উনি শুধু পাবেন ওঁর আকাংখিত বিচার আর বণ্ড।

গ্র্যাশিয়ানো। ড্যানিয়েল। একেবারে মূর্তিমান দ্বিতীয় ড্যানিয়েল, ইহুদী, এই কথাটা আমাকে শেখানোর জন্য তোমায় ধন্যবাদ।

শাইলক। আমি কি আমার আসল টাকাটাও পাব না?

পোর্শিয়া। আপনি শুধু আপনার আইনসম্মত বণ্ডে লিখিত ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কিছুই পাবেন না এবং তাতে আপনার ক্ষতিই হবে।

শাইলক। থাকগে, শয়তান তাহলে যা খুশি তাই করুক। আমি আর এখানে থেকে কথা বাড়াব না।

পোর্শিয়া। থামুন ইহুদী। আপনার উপর আইনের আর একটা দাবি আছে। ভেনিসের প্রচলিত আইনে বলে যে, যদি কোন বিদেশীর বিরুদ্ধে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে কোন নাগরিকের জীবন নাশের চেষ্টা করেছে তাহলে তার প্রতিপক্ষ তার বিষয় সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে আর বাকি অর্ধাংশ রাষ্ট্র করায়ত্ত করবে এবং অপরাধীর জীবন ডিউকের দয়ার উপর নির্ভর করবে; তাতে কারো কিছু করার থাকবে না এবং কেউ আপনার

boiRboi.net

হয়ে কিছু বলবেও না। বিচার চলাকালীন এটা পরিষ্কার দেখা গেছে যে কখনো পরোক্ষভাবে এবং কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে আপনি বিবাদীর জীবন নাশের চেষ্টা করেছেন। আপনি কিভাবে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছেন আমি তা আগেই বলেছি। সুতরাং এখন নতজানু হয়ে ডিউকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

গ্র্যাশিয়ানো। ডিউককে বলো যে তিনি নিজের খরচে তোমাকে ফাঁসি দেন। কারণ তোমার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে ফাঁসির দড়ি কেনার পয়সাও তোমার নেই। সুতরাং সরকারী খরচেই যেন তোমার ফাঁসির ব্যবস্থা হয়।

ডিউক। তুমি চাইবার আগেই আমি তোমায় প্রাণভিক্ষা দিলাম। যাতে করে তোমার অন্তরের সঙ্গে আমাদের অন্তরের পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে পার। তবে তোমার ধনসম্পত্তির অর্ধাংশ এ্যান্টনিও পাবে আর বাকি অর্ধাংশ রাষ্ট্র জরিমানা স্বরূপ দখল করবে।

পোর্শিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাষ্ট্র তা পাবে।

শাইলক। না, আমার জীবন এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি নাও, আমাকে জীবন ভিক্ষা দিতে হবে না। আমার বিষয়সম্পত্তি নেওয়া মানেই আমার বাড়ি নিয়ে নেওয়া কারণ বিষয়ের আয় দিয়ে আমি আমার বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণ করি। আবার আমার বিষয় আশয় নিয়ে নেওয়া মানেই আমার জীবন নিয়ে নেওয়া, কারণ বিষয়ের আয়েই আমি জীবন ধারণ করি।

পোর্শিয়া। কী ধরনের দয়া আপনি দেখাতে চান এ্যান্টনিও?

গ্র্যাশিয়ানো। শুধু এক মাপ শস্য, আর কিছু না।

এ্যান্টনিও। মহামান্য ডিউক এবং আদালতের কাছে আমার প্রার্থনা ওঁর সম্পত্তির যে অর্ধাংশ জরিমানা স্বরূপ ধার্য করা হয়েছে তা যেন মকুব করা হয়। বাকি অর্ধাংশ উনি আমাকে দখল দেবেন তবে ওঁর মৃত্যুর পর আমি এই সম্পত্তি ওঁর কন্যাকে যে ভদ্রলোক বিয়ে করেছেন তাঁকে আমি দান করব। আরও দুটো জিনিস ওঁকে করতে হবে; ওঁর প্রতি এই অনুগ্রহের জন্য ওঁকে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতে হবে আর ওঁকে এই আদালতে এক দানপত্র দান করে উনি ওঁর মৃত্যুর পর ওঁর সমস্ত সম্পত্তি যাতে ওঁর কন্যা ও জামাতা লরেঞ্জো পায় তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে।

ডিউক। ওকে অবশ্যই তা করতে হবে, তা না হলে একটু আগে যে মার্জনা আমি করেছি তা প্রত্যাহার করে নেব।

পোর্শিয়া। আপনি কি এটা মেনে নিতে রাজী? আপনার কি কিছু বলার আছে?

শাইলক। আমি রাজী আছি।

পোর্শিয়া। কেরাণী, একটা দানপত্র তৈরি করো ত।

BDiRBoi.net

শাইলক। আমার অনুরোধ, আমাকে এখন যেতে দিন। দানপত্র তৈরি করে পাঠিয়ে দেবেন, আমি তা সই করে দেবো।

ডিউক। ঠিক আছে আপনি যান, তবে এটা করবেন যেন।

গ্র্যাশিয়ানো। তোমার খৃস্টধর্ম গ্রহণের সময় দুটো ধর্মবাবা হবে। আমি বিচারক হলে তোমার দশটা ধর্মবাবার ব্যবস্থা করতাম। তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতাম; তোমায় ধর্মান্তরিত করতাম না। (শাইলকের প্রস্থান)

ডিউক। স্যার, আমি আপনাকে আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

পোর্শিয়া। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমাকে আজ রাত্রেই পদুয়ায় ফিরে যেতে হবে। এখনি আমাকে রওনা হতে হবে।

ডিউক। আপনার সময় নেই বলে আমি দুঃখিত। এ্যাণ্টনিও, এই ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করুন। কারণ আমার মতে আপনিই এঁর কাছে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ ও বাধিত। (ডিউক, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

ব্যাসানিও। হে সুযোগ্য ভদ্রমহোদয়, আজ আপনারই জ্ঞানের দ্বারা আমি এবং আমার বন্ধু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাস্তির কবল থেকে মুক্ত হয়েছি। তার প্রতিদান স্বরূপ যে তিন হাজার ডুকেট ইহুদীকে দেওয়ার কথা ছিল সেই তিন হাজার ডুকেট আমরা সানন্দে আপনাকে আপনার এই সৌজন্যমূলক কষ্ট স্বীকারের জন্য দান করলাম।

এ্যাণ্টনিও। তা ছাড়াও আপনার সেবা ও ভালবাসার ঋণে আমরা চিরদিন আবদ্ধ রইলাম।

পোর্শিয়া। টাকা পয়সা বড় কথা নয়, সন্তুষ্ট হওয়াটাই বড় কথা। আপনাদের মুক্ত করে আমি নিজেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি, সুতরাং টাকা পয়সার থেকে বড় পাওনা আমি পেয়েছি। আমি এর বেশী কিছু চাইনি। আমার কথা হলো, পরে আবার দেখা হলে আপনারা যেন আমায় চিনতে পারেন। আপনাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। আমি বিদায় নিচ্ছি।

ব্যাসানিও। কিন্তু আমার একটা কথা স্যার রাখতে হবে। কোন পারিশ্রমিক নয়, আমাদের কাছ থেকে একটা স্মৃতিচিহ্ন আমাদের শ্রদ্ধার দান হিসাবে রেখে দিতে হবে আপনাকে। দুটো জিনিস নিতে হবে কোন ওজর আপত্তি চলবে না।

পোর্শিয়া। এত করে যখন অনুরোধ করছেন তখন আপনার কথা মেনে নিলাম। (এ্যাণ্টনিওর প্রতি) আপনার দস্তানা জোড়াটা দিন আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, আমি তা পরব। (ব্যাসানিওর প্রতি) আপনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমি আপনার ঐ আংটিটা গ্রহণ করব। হাতটা সরিয়ে নেবেন না। আমি আর কিছু নেব না, এবং আশা করি ভালবাসার খাতিরে আপনি তা দিতে অস্বীকার করবেন না।

boiRboi.net

ব্যাসানিও। এই আংটি—ভাল ত। এটা খুবই তুচ্ছ জিনিস, এটা চেয়ে আমায় লজ্জা দেবেন না। এটা দিয়ে আমিই লজ্জিত হব।

পোর্শিয়া। এটা ছাড়া আমি ত আর কিছু নেব না। এখন মনে হচ্ছে আমার যেন এটাকে মনে ধরে গেছে।

ব্যাসানিও। এর দামের জন্য হচ্ছে না, এর সঙ্গে অন্য ব্যাপার জড়িয়ে আছে। ভেনিসের সবচেয়ে দামী আংটি আমি ঘোষণার দ্বারা খুঁজে বার করে আপনাকে দেব। দয়া করে শুধু এই আংটিটা চাইবেন না।

পোর্শিয়া। আমি লক্ষ্য করেছি, দানের ক্ষেত্রে আপনি উদার। আপনিই ত আমায় চাইতে বলেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, চাইতে বলে আপনি দেবার সময় কুণ্ঠা বোধ করছেন।

ব্যাসানিও। শুনুন স্যার, এই আংটিটা আমার স্ত্রী আমায় দিয়েছেন। এটা দেবার সময় তিনি আমাকে শপথ করিয়ে নেন, এটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করি, কাউকে দান না করি বা কখনো না হারাই।

পোর্শিয়া। এইভাবে দানের জিনিস বাঁচাতে গিয়ে অনেকেই অজুহাত দেখায়। আপনার স্ত্রী যদি পাগল না হন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন এ আংটি পরার কতখানি আমি যোগ্য। এটা আমাকে দেবার জন্য তিনি কখনই আপনার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্পর্ক ত্যাগ করবেন না।

(পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রস্থান)

এ্যান্টনিও। বন্ধুবর লর্ড ব্যাসানিও। আংটি ওঁকে দিয়ে দাও। তোমার স্ত্রীর আদেশের তুলনায় তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা আর আমার ভালবাসাটাকে অন্ততঃ কিছু বেশী মূল্য দাও।

ব্যাসানিও। যাও গ্র্যাশিয়ানো, ছুটে গিয়ে ওঁকে ধরো। এই আংটিটা ওঁকে দাও এবং যদি পারত ওঁকে এ্যান্টনিওর বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এস। (গ্র্যাশিয়ানোর প্রস্থান) এস আমরা দুজনে এখনি সেখানে চলে যাই। কাল সকালে আমরা দুজনেই বেলমঁত রওনা হব। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ভেনিস। রাজপথ।

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। ইহুদীর বাড়িটা খুঁজে বার করো। এই দানপত্রটা তাকে দাও এবং সই করিয়ে নাও। আজ রাত্রিতেই আমরা চলে যাব। আমাদের স্বামীরা যাবার একদিন আগেই আমাদের বাড়ি পৌঁছতে হবে। এই দানপত্রটা পেলে লরেঞ্জো খুশি হবে।

গ্র্যাশিয়ানোর প্রবেশ

গ্র্যাশিয়ানো। আপনাদের পেয়ে গেছি, ভালই হয়েছে স্যার। আমাদের লর্ড ব্যাসানিও পরে একজনের পরামর্শে এই আংটিটা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং আপনাকে তার সঙ্গে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

banglainternet.net

পোর্শিয়া। তা ত হবে না। তবে তাঁর আংটি বিশেষ ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলাম, তাঁকে বলবেন। আর একটা কথা, এই ছোকরাকে শাইলকের বাড়িটা দেখিয়ে দিন।

গ্র্যাশিয়ানো। আচ্ছা তা আমি দিচ্ছি।

নেরিসা। স্যার, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই। (পোর্শিয়াকে আড়ালে ডেকে) আচ্ছা, যে আংটিটা আমার স্বামীকে দেবার সময় চিরদিনের মত রাখার জন্য শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, এখন সেই আংটিটা পাব কিনা দেখব?

পোর্শিয়া। (নেরিসার প্রতি) দেখ না। আমরা ওদের সেই শপথের কথা মনে পড়িয়ে দিয়ে চেপে ধরব। ওরা আমাদের আংটি অন্য কাউকে দিয়েছে বলে শপথ ভঙ্গের অভিযোগ তুলব। (জোরে) নাও, নাও, তাড়াতাড়ি করো। তুমি জানো কোথায় আমি অপেক্ষা করব।

নেরিসা। আসুন স্যার, আমাকে বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবেন?

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। বেলমঁত। পোর্শিয়ার বাড়ির সম্মুখস্থ বাগান।

লরেঞ্জো ও জেসিকার প্রবেশ

লরেঞ্জো। চাঁদের কিরণ আজ বড় উজ্জ্বল। আজকের মত এমনি এক রাত্রিতে যখন মৃদুমন্দ বাতাস নিঃশব্দে গাছগুলোকে চুম্বন করছে, আমার মনে হয় ট্রয়লাস ট্রয় দুর্গের প্রাকার লঙ্ঘন করে যে গ্রীক তাঁবুতে ক্রেসিদা শুয়েছিল সেইদিকে তাকিয়ে হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

জেসিকা। এইরকম রাত্রিতেই থিসবি শিশিরভেজা পথের উপর দিয়ে যেতে যেতে সহসা এক সিংহের ছায়া দেখে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু পালিয়ে যেতে পারেনি।

লরেঞ্জো। এইরকম এক রাত্রিতেই এক নির্জন সমুদ্রতীরে একটি উইলো ফুল নিয়ে দাঁড়িয়েছিল দিদো তার প্রেমিকার প্রতীক্ষায় যাতে তারা দুজনে কার্থেজে ফিরে যেতে পারে আবার।

জেসিকা। এইরকম এক রাত্রিতেই মিডিয়া কত গাছগাছড়া খুঁজে এনে মৃত ঈসনকে বাঁচিয়ে তুলেছিল।

লরেঞ্জো। এইরকম রাত্রিতেই জেসিকা এক ধনী ইহুদীর বাড়ি থেকে প্রেমিকের সঙ্গে ভেনিস থেকে বেলমঁতে পালিয়ে এসেছিল।

জেসিকা। এইরকম এক রাত্রিতেই লরেঞ্জো নামে এক যুবক কত মিথ্যা প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার হৃদয় চুরি করে এনেছিল।

boiRboi.net

লরেঞ্জো। এইরকম এক রাত্রিতেই সুন্দরী জেসিকা এক কলহপ্রিয়া নারীর মত তার প্রেমকে নিন্দিত করে তুলেছিল এবং তা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমার চোখে দেখেছিল তার প্রেমাস্পদ।

জেসিকা। কেউ যদি না আসে তাহলে সারারাত তোমাকে নিয়ে এইখানেই কাটিয়ে দেব। কিন্তু ওই শোন, কে আসছে।

স্তেফানোর প্রবেশ

লরেঞ্জো। এমন নিস্তব্ধ রাত্রিতে কে এমন দ্রুতগতিতে আসছে?

স্তেফানো। একজন বন্ধু।

লরেঞ্জো। বন্ধু! কে বন্ধু! তোমার নাম বল বন্ধু?

স্তেফানো। স্তেফানো আমার নাম। আমি একটা খবর এনেছি, আমাদের মনিবগিন্নী কাল সকালেই বেলমঁতে আসছেন। তাঁদের বিবাহবন্ধন যাতে সুখের হয় সেজন্য তিনি পবিত্র ক্রসকে সাক্ষী রেখে উপাসনা করে দিন কাটাচ্ছেন।

লরেঞ্জো। তাঁর সঙ্গে আর কে আসছে?

স্তেফানো। একজন সাধু আর তাঁর পরিচারিকা। আচ্ছা আমাদের মনিব কি এসে পড়েছেন?

লরেঞ্জো। না আসেননি। তাঁদের কোন খবরও জানতে পারিনি। চল জেসিকা ঘরে চল। আমাদের গৃহকর্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি হইগে চল। (ল্যান্সলটের প্রবেশ)

ল্যান্সলট। সোনা সোনা! হো হো হো। সোনা সোনা।

লরেঞ্জো। কে আমায় ডাকছে।

ল্যান্সলট। সোনা! মালিক লরেঞ্জোকে দেখেছ?

লরেঞ্জো। চীৎকার করো না, এখানে এস।

ল্যান্সলট। সোনা। কোথা কোথা?

লরেঞ্জো। এই যে এখানে।

ল্যান্সলট। তাকে বলে দিও আমার মনিবের কাছ থেকে চিঠি এসেছে, বিশেষ সুখবর আছে তাতে। সকাল হবার আগেই উনি এসে পড়ছেন।

(প্রস্থান)

লরেঞ্জো। চল প্রিয়তমা ভিতরে চল। ওদের আসার জন্য প্রতীক্ষা করিগে। তা হোক—এখন গিয়েই বা কি হবে। আচ্ছা বন্ধু স্তেফানো বাড়ির ভিতরে যাও। তোমার মনিবগিন্নী এসে যাবে। গান বাজনার ব্যবস্থা করে তাকে অভ্যর্থনার আয়োজন করো। (স্তেফানোর প্রস্থান) দেখ দেখ, চাঁদের আলোটা কেমন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এই জলাশয়ের তীরে। এখানে বসে বসে শুধু গান শুনে যাব আমরা। এক মেদুর নীরবতার সঙ্গে মিলে মিশে রাত্রি কেমন যেন সুর সঙ্গতিকে গড়ে তোলে। বস জেসিকা। দেখ দেখ, উজ্জ্বল সোনালী

boiRboi.net

আলোর অসংখ্য কারুকার্যে কেমন চিত্রিত হয়ে উঠেছে আকাশের বুকখানা। সারা আকাশের মধ্যে আর কোথাও কিছু নেই। শুধু চাঁদ তার নির্জন গতি-পথে কোন এক নিঃসঙ্গ দেবদূতের মত গান গেয়ে চলেছে আর মাঝে মাঝে দুই একটা কথা বলছে নক্ষত্রপরীদের সঙ্গে। অবিনশ্বর আত্মা আর অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম প্রদেশে এমনি এক ঐক্যতানের অতি সূক্ষ্ম সুর বেজে চলেছে। কিন্তু সততধ্বনিত অশ্রুত সে সুরের রেশ এই মৃত্যুসঙ্কুক্ষিত মর্ত্য-ভূমিতে কোনদিন নেমে আসে না। আমরা যারা মরণশীল মানুষ তারা কোনদিন সে সুর শুনতে পাব না।

বাদকদের প্রবেশ

এস, এস, তোমাদের স্তোত্রগানের দ্বারা ডায়েনার ঘুম ভাঙ্গাও। মধুর গানের সুরে তোমাদের গৃহকর্ত্রীকে তৃপ্ত করো, তাঁকে গানের সুরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে এস। (গীতবাদ্য)

জেসিকা। আমি কিন্তু মিষ্টি গান শুনে কখনো আনন্দ পাই না।

লরেঞ্জো। কারণ তুমি খুব মনোযোগের সঙ্গে যে গান শুনেছ আসলে সেটা গান নয়। তুমি শুধু যারা গানের কিছুই জানে না এমন কতকগুলো বাজে ছোকরাকে বন্য পশুর মত গানের নাম করে চীৎকার করতে শুনেছ, যেটা তাদের উত্তপ্ত রক্তের অসংযত উচ্ছল ক্রিয়া ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে এই সব সুরতালহীন চপলমতি ছোকরাদের কর্ণকুহরে সত্যিকারের সঙ্গীতের সুমধুর সুর একবার প্রবেশ করে তাহলে দেখবে তারা সহসা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনছে, তাদের উদ্দাম চোখের দৃষ্টি শান্ত হয়ে গেছে সহসা, সঙ্গীতের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা তাদের বদলে দিয়েছে সহসা। এইজন্যই কবি বলতেন অর্ফিয়াস তার বাঁশির সুরের দ্বারা গাছ পাথরকে সচল করে তুলতে পারত, মেঘ থেকে বৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত, ক্রোধোন্মত্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির অন্তরকে প্রভাবিত ও বিগলিত করতে পারত। তবে যুগে যুগে সঙ্গীতের ধারাটার কিছু পরিবর্তন হয়। যে মানুষ গান ভালবাসে না বা সঙ্গীতের মধুর সুরের দ্বারা বিচলিত হয় না, সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, চক্রান্ত প্রভৃতি সব রকমের কুকর্ম করতে পারে, তার অন্তরাত্মা রাত্রির মত স্তব্ধ ও অস্বস্তিকর, তার স্নেহপ্রীতিমূলক আবেগানুভূতি এরেথাসের মতই অন্ধ। এ ধরনের লোককে কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং গান শোন।

পোর্শিয়া ও নেরিসার প্রবেশ

পোর্শিয়া। ঐ যে আলো দেখছ ওটা আমার বড় ঘরটায় জ্বলছে। একটা ছোট্ট বাতির আলো কত দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে দেখ। তেমনি কোন ভাল কাজের মহিমা এই অসুন্দর স্বার্থকুটিল পৃথিবীতে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

নেরিসা। যতক্ষণ চাঁদের আলো ছিল ততক্ষণ আমরা ঐ বাতির আলো

BanglaBook.org

দেখতে পাইনি।

পোর্শিয়া। তেমনি বড় রকমের কোন গৌরব কোন ছোট কাজের গৌরবকে ম্লান করে দেয়। একজন ছোট রাজা অনেক সময় খুব জাঁকজমকের সঙ্গে রাজ্যশাসন করে, কিন্তু সে কোন বড় রাজার অধীনে এলে ম্লান হয়ে যায় তার রাজকীয় গৌরব। সমুদ্রে ঢলে পড়া কোন নদীর মত এক বৃহত্তর গৌরবের মহিমার মাঝে সে তখন নিঃশেষে বিলীন করে নিজেকে। গানের শব্দ আসছে না? শোন শোন।

নেরিসা। এ গান তোমার বাড়িরই গান দিদিমণি।

পোর্শিয়া। গুণ ছাড়া কোন বস্তুই ভাল হতে পারে না জগতে। দিনের বেলার থেকে এ গান আরও মধুর লাগছে।

নেরিসা। এখন চারিদিক নিস্তব্ধ বলেই এ গান এমন মিষ্টি শোনাচ্ছে।

পোর্শিয়া। যখন আর কোন পাখি গান না গায় তখন কাকের ডাকটাকে স্কাইলার্কের মতই মিষ্টি মনে হয়। আর দেখবে যদি কোন নাইটিঙ্গেল পাখি দিনের বেলায় গান গায়, যখন সব রাজহাঁসগুলোই ক্যাঁ ক্যাঁ করে চীৎকার করতে থাকে তাহলে তার গানটাও শালিকের গলার মত কর্কশ শোনাবে। এইভাবে দেখবে একমাত্র সময়বিশেষেই সব বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে ওঠে, সব বস্তু প্রশংসার যোগ্য হয়ে ওঠে, তারা প্রকৃত পরিপূর্ণতা লাভ করে। চুপ করো, এখন দেখ, চাঁদ তার প্রিয়তম এন্‌ডিমিয়নের সঙ্গে আকাশের সুনীল বিছানায় কেমন সুখনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে, ও যে এখন জাগবে না। (গান থেমে গেল)

লরেঞ্জো। এ গলার স্বর নিশ্চয়ই পোর্শিয়ার। তা না হলে বলব আমি খুব জোর ঠকে গিয়েছি।

পোর্শিয়া। অন্ধ লোকেরা যেমন কোকিলের কর্কশ গলার স্বর শুনে তাদের চিনতে পারে লরেঞ্জোও তেমনি আমার গলার স্বর শুনে আমায় চিনে নিতে পারে।

লরেঞ্জো। আসুন আসুন ম্যাডাম, স্বাগতম।

পোর্শিয়া। আমরা আমাদের স্বামীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আর উপাসনা করছিলাম এবং আমার মনে হচ্ছে তাতে ফলও হয়েছে। ওঁরা কি এসে গেছেন?

লরেঞ্জো। তারা এখনো অবশ্য আসেনি। তবে তাদের আসার খবর নিয়ে একজন দূত এসেছে।

পোর্শিয়া। যাও নেরিসা, আমার বাড়ির চাকরদের বলে দাও তারা যেন আমাদের এই অনুপস্থিতির কথা কাউকে না বলে। লরেঞ্জো, জেসিকা, নেরিসা, তোমরাও বলবে না। (বাদ্যধ্বনি)

লরেঞ্জো। আপনার স্বামী এসে গেছে। বাদ্যধ্বনি ওদের আগমনবার্তা ঘোষণা

boiRboi.net

করছে। আমরা তাকে সব কথা বলার জন্য বসে নেই, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই।

পোর্শিয়া। রাত্রিটাকে ঠিক মনে হচ্ছে মেঘাচ্ছন্ন মলিন দিনের মত। মেঘে সূর্য ঢাকা থাকলে যেমন মলিন দেখায় দিনের আলোটাকে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

ব্যাসানিও, এ্যান্টনিও, গ্র্যাশিয়ানো ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ব্যাসানিও। ইচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তটাকে উল্টে দিয়ে সূর্যটাকে আটকে রাখি, ইচ্ছে হচ্ছে সূর্য যেন কখনো অস্ত না যায় আমাদের পৃথিবীতে। তাহলে অন্ধকারে কোনদিন পথ হাঁটতে হবে না আমাদের।

পোর্শিয়া। কেন আমি তোমাকে আলো দেখাব। অবশ্য আমাকে কোনদিন হালকা বা চপল হতে বলো না। কারণ স্ত্রী চপলমতি হালকা প্রকৃতির হলে স্বামীর অন্তরটা ভারী হয়ে ওঠে দুঃখে এবং আমার স্বামী ব্যাসানিও যেন এমন ভারী কখনো না হয়। যাক, ভগবান যা করে করবে। এখন স্বাগত জানাই তোমাকে।

ব্যাসানিও। ধন্যবাদ। আমার বন্ধুকে সাদর অভ্যর্থনা জানাও। ইনিই সেই এ্যান্টনিও যার কাছে আমি চিরদিনের জন্য এক অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী।

পোর্শিয়া। আমি যতদূর শুনেছি উনি তোমার জন্যে এমন বাঁধা পড়েছিলেন যে সব দিক থেকেই তুমি ওঁর কাছে বাধিত।

এ্যান্টনিও। আর না, কারণ আমি এখন ভালভাবেই সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

পোর্শিয়া। মহাশয়, আপনাকে আমি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। আপনার শ্রদ্ধায় ও সৌজন্যে অন্তর আমার এমনই পরিপূর্ণ যে আমি তা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

গ্র্যাশিয়ানো। (নেরিসার প্রতি) ওই চাঁদকে সাক্ষী রেখে আমি শপথ করে বলছি তুমি অন্যায় করেছ আমার উপর। সত্যি করে বলছি যে আংটিটা আমি সেই বিচারপতির কেরাণীকে দান করেছিলাম, সেই আংটিটা আবার তুমি তার কাছ থেকে ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করেছ।

পোর্শিয়া। এরই মধ্যেই ঝগড়া! কী ব্যাপার?

গ্র্যাশিয়ানো। কিছু না একটুকরো সোনা, ছোট্ট একটা আংটি সে যেটা একদিন আমায় দিয়েছিল, যার একমাত্র দাম হলো ছুরির উপর খোঁদাই করা কথার মত একটুকরো কাব্য, 'ভালবেসো, ভুলো না আমায়।'

নেরিসা। কেন তুমি তার দামের কথা তুলছ। তুমিই ত আমায় দেবার সময় শপথ করে বলেছিলে, তোমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ওটা আঙ্গুলে ধারণ করবে, এমন কি তুমি কবরে শুলেও ওটা তোমার হাতে থাকবে। আমার জন্যে নয়, তোমার জোর শপথের খাতিরেই ওটার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া তোমার উচিত ছিল এবং ওটা কাছে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি ওটা বিচারকের

boiRboi.net

কেরাণীকে দিয়েছ! না, ঈশ্বরই আমার একমাত্র বিচারক। আর ঈশ্বরের কেরাণী কখনো তোমার মত একজন মানুষের সামনে এসে পরচুলো পরে হাজির হবে না।

গ্র্যাশিয়ানো। নিশ্চয় হবে যদি সে মানবদেহ ধারণ করে।

নেরিসা। করবে যদি কোন নারী মানুষের আকার ধারণ করে।

গ্র্যাশিয়ানো। আমি এই হাত দিয়ে সেই ছোকরাকে আংটিটা দিয়েছি। সে হচ্ছে এক বিচারকের কেরাণী, নিতান্ত ছেলেমানুষ, তোমার থেকে মাথায় উঁচু হবে না। একটু বেশী কথা বলে। সে তার পারিশ্রমিক হিসেবে এটা আমার কাছে চাইল আর এটা আমি তাকে না দিয়ে কিছুতেই পারলাম না।

পোর্শিয়া। দোষটা তোমারি। কিছু মনে কর না, আমার সোজা কথা। তোমার স্ত্রীর প্রথম দানকে এভাবে তুচ্ছ করে কাউকে দেওয়া উচিত হয়নি। শপথের সঙ্গে যে বস্তুটা তুমি আঙ্গুলে ধারণ করেছিলে, যেটা তোমার দেহের মাংসের সঙ্গে যেন পেরেক দিয়ে আঁটা ছিল গাঁথা ছিল সেটাকে ত্যাগ করা তোমার উচিত হয়নি! আমিও আমার প্রিয়তম স্বামীকে একটা আংটি দিয়েছিলাম, আর শপথ করিয়ে নিয়েছিলাম, সেটা কখনো উনি ত্যাগ না করেন। এই ত উনি এখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি ওঁর হয়ে শপথ করে বলতে পারি সারা জগতের সমস্ত ধনসম্পদের বিনিময়েই সে আংটি আঙ্গুল থেকে খুলে কাউকে দেবেন না। সত্যিই গ্র্যাশিয়ানো, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতি নির্দয়ভাবে তাকে দুঃখের যথেষ্ট কারণ দিয়েছ এবং আমি হলে ত পাগল হয়ে যেতাম।

ব্যাসানিও। (স্বগতঃ) কেন আমি আমার আঙ্গুলটাকে কেটে ফেললাম না আংটিটা দেবার সময়? তাহলে বলতে পারতাম আংটিটা বাঁচাতে গিয়ে আঙ্গুলটাকে হারিয়েছি।

গ্র্যাশিয়ানো। আমার বন্ধু লর্ড ব্যাসানিও তাঁর আংটিটাও সেই বিচারক ভদ্রলোক চাইতেই তাঁকে দিয়ে ফেলেছে। অবশ্য বিচারক এটা পাওয়ার যোগ্য। তারপর কিছু লেখালেখির কাজের জন্য তাঁর কেরাণী আমার আংটিটা চাইল। ওরা দুজনেই বলল, আমাদের আংটি ছাড়া আর কোন জিনিস নেবে না।

পোর্শিয়া। কোন আংটি প্রিয়তম? নিশ্চয় সেটা না, যেটা আমি তোমায় দিয়েছিলাম।

ব্যাসানিও। মিথ্যা বলে দোষ ঢাকার চেষ্টা করতে আমি অস্বীকার করতে পারতাম। কিন্তু তুমি দেখতে পারছ আমার আঙ্গুলে সে আংটি নেই, যে আংটি আমি দিয়েছি।

পোর্শিয়া। প্রতিশ্রুত সত্যের অন্তরটা যদি এমন শূন্য হয়, যদি তার মধ্যে কোন বস্তু না থাকে তাহলে ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করে বলছি সে আংটি

boiRboi.net

না পাওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব না।

নেরিসা। আমিও আমার আংটি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমার বিছানায় শোব না।

ব্যাসানিও। প্রিয়তমা পোর্শিয়া, যদি তুমি জানতে কাকে আমি আংটিটা দিয়েছি, কার জন্যে আমি আংটিটা দিয়েছি, কি কারণে আমি তা দিয়েছি, এবং এই আংটি ছাড়া অন্য কিছু নিতে চাননি বলেই এটা আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিতে বাধ্য হয়েছি তাহলে তোমার অসন্তোষের তীব্রতাটা অনেক কম হত।

পোর্শিয়া। আর তুমিও যদি আংটটার প্রকৃত গুণের কথা জানতে, যে আংটিটা দিয়েছিল তার অর্ধেক গুণের কথাও জানতে, যদি তোমার আংটি রক্ষার শপথের মর্যাদা রাখতে পারতে তাহলে সে আংটি কখনই ত্যাগ করতে না। তোমার মত এমন যুক্তিহীন মানুষ আমি কখনো দেখিনি। যদি তুমি উপযুক্ত উদ্যম আর শালীনতার সঙ্গে আংটিটা রক্ষা করার জন্য তৎপর হতে তাহলে কি তার অভাব হত? মানুষকে যে বিশ্বাস করতে নেই সেবিষয়ে নেরিসা আমায় ঠিকই শিক্ষা দিয়েছে। যদি কোন নারীকে এ আংটি দিয়ে থাক তাহলে আমি জীবন দেব।

ব্যাসানিও। না। আমি আমার মান সম্মান ও আত্মার নামে শপথ করে বলছি কোন নারীকে আমি তা দিইনি, আমি দিয়েছি একজন আইনবিদকে যিনি তিন হাজার ডুকেট না নিয়ে এই আংটিটার জন্য জেদ ধরেছিলেন। যিনি আমার বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করেছেন তাঁকে এটা না দিয়ে পারিনি, তাঁকে এবিষয়ে বিমুখ করে অসন্তুষ্ট অবস্থায় চলে যেতে দিতে পারিনি। আর কি বলব প্রিয়তমা? প্রথমে অস্বীকার করে পরে এটা আমি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমার স্বাভাবিক লজ্জা ও সৌজন্যবোধকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা কলঙ্কিত হতে দিতে পারিনি। আমায় ক্ষমা করো প্রিয়তমা। রাত্রির এই পবিত্র আলোকবর্তিকার সামনে শপথ করে বলছি, তুমিও যদি সেখানে থাকতে তাহলে এ আংটি সেই আইনবিদকে দেবার জন্য তুমি নিজেই আমায় অনুরোধ করতে। সেই আইনবিদ যেন আমার বাড়ির কাছে কোনদিন না আসে। সে যখন আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় রত্ন নিয়ে নিয়েছে তখন আর আমার কি রইল? তুমি যখন শপথ করে তোমার সে শপথ রাখতে পারনি তখন আমিও তোমার মতই উদার ও উচ্ছৃংখল হব। সে এলে আমি তাকে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করব না, এমন কি আমি আমার দেহ, আমার দাম্পত্যশয্যা আমি তাকে সবকিছু দান করবই। সন্দিগ্ধ আর্গাসের মত আমায় লক্ষ্য করো; এক রাত্রির জন্যও আমাকে ছেড়ে অন্য কোথাও শুতে যাবে না। আর যদি না করো, যদি আমাকে একা রেখে যাও তাহলে সেই আইনবিদের সঙ্গে আমি এক বিছানাতে শোবই। আমার

নিজস্ব সম্মানের নামে একথা বলছি।

নেরিসা। আমিও তার কেরাণীর সঙ্গে শোব। সুতরাং ভেবে দেখ আমাকে একা ফেলে রেখে কোথাও যাবে কি না।

গ্র্যাশিয়ানো। তা যদি করো তাহলে তাকে কখনো এখানে আনব না। কারণ তাকে এখানে আনলেই সেই ছোকরা কেরাণীর কলমটাই চিরদিনের মত কলুষিত হয়ে যাবে।

এ্যান্টনিও। আমিই হচ্ছি এই সব ঝগড়া আর অশান্তির মূলে।

পোর্শিয়া। স্যার, আপনি কোনরকম দুঃখ করবেন না। এসব সত্ত্বেও আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।

ব্যাসানিও। পোর্শিয়া, এই অনিচ্ছাকৃত অন্যায়ের জন্য আমায় ক্ষমা করো। এইসব বন্ধুদের সামনে তোমার সুন্দর চোখের মধ্যে আমি আমার নিজেকে প্রতিফলিত দেখতে পাচ্ছি, সে চোখের নামে শপথ করছি—

পোর্শিয়া। আপনারা লক্ষ্য করুন! আমার দুটো চোখে উনি তাহলে ওঁর দুটো আত্মাকে দেখছেন। শপথ যদি করতেই হয় তাহলে তোমার দুটো আত্মার নামেই শপথ করা ভাল।

ব্যাসানিও। না, না, শোন পোর্শিয়া। আমার অপরাধ ক্ষমা করো। সত্যিই আমি আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি এখন থেকে জীবনে আর তোমার কোন শপথ আমি ভঙ্গ করব না।

এ্যান্টনিও। একদিন আমি তার টাকার জন্যে আমার দেহকে বন্ধক রেখেছিলাম। যাঁকে আপনার স্বামী আংটিটা দান করেছেন তিনি না হলে কেউ আমার দেহটাকে বাঁচাতে পারত না। আপনার স্বামী যাতে আর শপথ ভঙ্গ না করে তার নিরাপত্তাস্বরূপ আবার আমি আমার এই দেহটাকে বন্ধক রাখলাম।

পোর্শিয়া। তাহলে আপনি তার জামীন রইলেন। তাহলে আংটিটা তাকে দিয়ে দিন আর এটাকে ভাল করে রক্ষা করতে বলুন।

এ্যান্টনিও। শোন ব্যাসানিও, এই আংটিটা রক্ষা করে চলার জন্য শপথ করো।

ব্যাসানিও। ঠিক সেই আংটি যেটা আমি সেই আইনবিদকে দিয়েছিলাম।

পোর্শিয়া। আমি তার কাছ থেকেই পেয়েছি। ক্ষমা করো ব্যাসানিও, এই আংটিটার বিনিময়েই আমি সেই আইনবিদের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছিলাম।

নেরিসা। আমাকেও ক্ষমা করো ভদ্র গ্র্যাশিয়ানো, আইনবিদের কেরাণী সেই এচোড়ে পাকা ছোকরাটার কাছে গত রাতে এই আংটিটার বিনিময়ে আমাকেও শুতে হয়েছিল।

গ্র্যাশিয়ানো। এ যেন গ্রীষ্মকালের ভাল রাস্তা কেটে মেরামত করা হচ্ছে। কেন আমাদের সঙ্গে এভাবে অকারণে প্রতারণা করা হয়েছে?

পোর্শিয়া। এভাবে কথা বলো না। তোমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করা হয়েছে

এতক্ষণ। একটা চিঠি আছে, অবসরমত পড়ে দেখো। চিঠিটা পড়ুয়ার বেলানিওর কাছ থেকে এসেছে। এই চিঠিটা পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে পোর্শিয়াই হচ্ছে সেই আইনবিদ আর নেরিসাই হচ্ছে সেই কেরাণী। লরেঞ্জোকে শুধিয়ে দেখ, তোমরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরছি; এখনো বাড়িতে ঢুকিনি। স্বাগতম এ্যাণ্টনিও। আপনার জন্যে এমন একটা সুখবর আছে যা আপনি প্রত্যাশা করতেই পারেন না। এই চিঠিটা শীগ্‌গির খুলুন। এতে দেখতে পাবেন, আপনার তিনটি পণ্যজাহাজ মালপত্র সমেত হঠাৎ বন্দরে এসে ভিড়েছে। পরে আপনি জানতে পারবেন কিভাবে আমি এই চিঠিটা পেলাম।

এ্যাণ্টনিও। আমি অবাক হয়ে গিয়েছি।

ব্যাসানিও। তুমিই সেই আইনবিদ অথচ আমি তোমায় চিনতে পারিনি?

গ্র্যাশিয়ানো। তুমিই সেই কেরাণী হয়ে আমার সঙ্গে ছলনা করেছ?

নেরিসা। হ্যাঁ, ছলনা করেছে সেই কেরাণী যে আর বেঁচে নেই।

ব্যাসানিও। তাহলে প্রিয়তম আইনবিদ, তুমিই হবে আমার শয্যাসঙ্গী এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী হবে তোমার শয্যাসঙ্গিনী।

এ্যাণ্টনিও। হে মহিয়সী নারী, আপনি আমায় একই সঙ্গে জীবন এবং জীবিকা দান করলেন। কারণ এখন আমি চিঠিতে নিশ্চিতরূপে জানতে পারলাম, আমার জাহাজগুলো নিরাপদে এসে গেছে।

পোর্শিয়া। কি খবর লরেঞ্জো! আমার কেরাণী তোমাকেও কিছু সুখবর দেবে।

নেরিসা। আর আমি সেটা দেব বিনা বেতনেই। তোমাকে ও জেসিকাকে সেই ধনী ইহুদীর দ্বারা সম্পাদিত এক দানপত্র আমি দেব। তার মৃত্যুর পর তার যা কিছু থাকবে তোমরাই পাবে।

লরেঞ্জো। হে সুন্দরী নারীদ্বয়, তোমরা বুভুক্ষিত লোকের মুখে আকাশ থেকে অফুরন্ত স্বর্গীয় খাদ্য ফেলে দিলে।

পোর্শিয়া। এখন প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। সব কিছু শুনেও আমার মনে হয় তোমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারনি। ভিতরে চল। সেখানে তোমরা আমাদের আরো প্রশ্ন করতে পার আর আমরা তার উত্তর দেব যথাসম্ভব।

গ্র্যাশিয়ানো। তাই হোক। এখনো দিন হতে দু ঘণ্টা দেরি আছে। নেরিসার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন হবে সে পরের রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না এখনি বিছানায় শুতে যাবে। তা যদি যায় তাহলে আমি চাইব দিন হলেও সে দিন যেন আঁধারে ঢাকা থাকে, আমার পাশে শুয়ে থাকা সেই কেরাণীর মুখ যেন আমি দেখতে না পাই। তবে হ্যাঁ, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন সবকিছু ফেলে নেরিসার আংটিটাকে সযত্নে রক্ষা করে যাব।

(সকলের প্রস্থান)

boiRboi.net

Downloaded
From

/http://boirboi.blogspot.com

This Book Is Scanned By

ARKA- THE JOKER